উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,১৮৮.৯৯ (+৭৪৬.৯৫)
নিফটি : ২৫,০০৩.০৫ (+২৫২.১৫)

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
স্ক্যাবিগন
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

‘চোর বলবেন না প্লিজ...’
তাঁকে কেউ ‘চোর’ বলুন, চান না বিজয় মালিয়া। তবে ‘পলাতক’ শব্দে আপত্তি নেই এই ফেরারি শিল্পপতির। সম্প্রতি এমন মন্তব্য করেছেন ঋণ জালিয়াতিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন কিংফিশার কর্তা। » ৭

মাস্ককে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
সরকারে আসার ৬ মাস যেতে না যেতেই বন্ধুত্বে ফাটল। এলন মাস্ককে আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৫°	৩৫°	৩৫°
সর্বনিম্ন	২৪°	২৫°	২৪°	২৪°

বিরাটকেই গ্রেপ্তারের দাবি
বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেই লন্ডন পাড়ি দিয়েছেন বিরাট কোহলি। ওই ঘটনায় তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিতে এবার উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। » ১২

শিলিগুড়ি ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 7 June 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 20

Government of India
Viksit Bharat ka Amrit Kaal
Seva, Sushasan, Garib Kalyan ke
11 SAAL
প্রতিটি শস্যকণাকে প্রণাম,
প্রত্যেকের শ্রমকে শ্রদ্ধা
ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এখন খরচের ১৫০%, যা ঐতিহাসিক
২০০৪-২০১৪ দশকের তুলনায় গত এক দশকে ৩ গুণ বেড়ে ধান ও গম চাষিদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাবদ ১৮ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

গর্বের চেনাব সেতু

শুক্রবার কাশ্মীরের চেনাব বা চন্দ্রভাগা নদীর ওপর নবনির্মিত রেলসেতুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জম্মু-কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় তৈরি এই সেতুটি পৃথিবীর উচ্চতম রেল ও আর্চ ব্রিজ।

- সেতুর দৈর্ঘ্য ১.৩ কিলোমিটার
- উচ্চতা ৩৫৯ মিটার (আইফেল টাওয়ারের চাইতেও ৩৫ মিটার উঁচু)
- সেতু তৈরিতে মোট ২৮,৬৬০ মেট্রিক টন ইস্পাত লেগেছে
- সেতুটি দাঁড়িয়ে আছে ১৭টি পিলারের ওপর
- খরচ হয়েছে ২৮ হাজার কোটি টাকা

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প সইতে পারবে
- প্রতি ঘণ্টায় ২৬৬ কিলোমিটার গতিবেগে হাওয়া বইলেও কোনও সমস্যা হবে না
- সেতু তৈরিতে যে ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে, তা হিমাঙ্কের নীচে থাকা তাপমাত্রাও সহ্য করতে পারবে
- ৪০ টন টিএনটি বিস্ফোরণেও ক্ষতি হবে না সেতুর
- সেতুটি আগামী ১২০ বছর নিশ্চিন্তে টিকে থাকবে বলে দাবি নির্মাতাদের

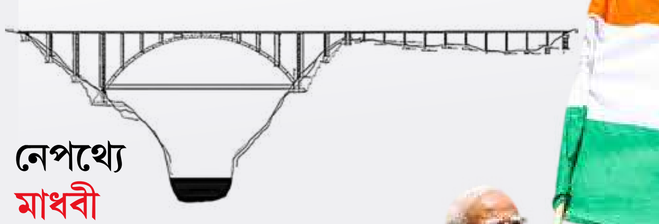

নেপথ্যে মাধবী

সেতুটির পরিকল্পনার নেপথ্যে রয়েছেন মাধবী লথা। আইআইটি মাদ্রাজের প্রাক্তনী মাধবী এখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের প্রফেসর। ২০০৫ সালে এই সেতুর পরিকল্পনা শুরু হয়। নির্মাণকাজ শেষ হয় ২০২২ সালে।

নমোর কথা

আইফেল টাওয়ার দেখতে লোকে প্যারিস যায়। আর এই সেতু আইফেল টাওয়ারের থেকেও উঁচু। এবার লোক চেনাব সেতুর জন্য কাশ্মীরে আসবে।

যদি মিল খুঁজি

চেনাব সেতুর সঙ্গে গঠনশৈলীতে অনেকটা মিল রয়েছে সেবকের করোনেশন সেতুর। যদিও উচ্চতা, দৈর্ঘ্যে এর ধারেকাছে নেই ব্রিটিশ আমলে তৈরি উত্তরবঙ্গের সেতুটি।

রেল-জিআরপি সংঘাত তুঙ্গে

পাচার নিয়ে নজিরবিহীন কাণ্ড

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : ট্রেনে কাঠ ও গাঁজা পাচার নিয়ে নজিরবিহীন সংঘাত রেল ও জিআরপি’র। সকলের চোখের সামনে নিউ জলপাইগুড়িতে সেগুন কাঠের ২১০টি লগ, ১৫০ বস্তা সুপারি ও ৭৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছিল বৃহস্পতিবার। দিনের আলোয় ওই ঘটনা ঘটলেও শুক্রবার রেল দাবি করছে, কোনও মাদক দ্রব্যই ছিল না পার্সেল ট্রেনটিতে।

তদন্তে ওই ট্রেনের চালক, সহকারী চালক ও ট্রেন ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে চলেছে জিআরপি। সেজন্য তিনজনকে নোটিশ পাঠানো হবে। তিনজনকে নির্দিষ্ট ধারায় মামলায় জড়ানোর ভাবনাচিন্তাও হচ্ছে। জিআরপি’র শিলিগুড়ির পুলিশ সুপার কুঁয়রভূষণ সিং জানিয়েছেন, মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

জিআরপি’র এই সক্রিয়তা একেবারেই নাপসন্দ রেল কর্তৃপক্ষের। রেলের পক্ষ থেকে জিআরপি’র এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার সাফ বক্তব্য, ‘জিআরপি’র ট্রেনে তল্লাশি চালানোর কোনও এক্তিয়ারই নেই। তল্লাশি করতে হলে হয় যেখান থেকে সামগ্রী তোলা হয়েছে সেখানে নয়তো যেখানে নামানো হবে সেখানে তল্লাশি করা হতে পারে।’

রহস্য জিইয়ে

- জিআরপির দাবি, ট্রেনটি আলতাগ্রাম স্টেশনে দাঁড় করানোর পর কর্মীরা পালিয়ে যায়
- জিআরপি সেখানে ট্রেনে তল্লাশি চালাতে চাইলেও তাতে বাধা দেয় রেল
- একাধিক কামরা সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়
- বৃহস্পতিবার ওই পার্সেল ভ্যান থেকে কাঠ ও সুপারির পাশাপাশি গাঁজা উদ্ধার হয়েছিল
- রেল অবশ্য গাঁজা উদ্ধারের বিষয়টি অস্বীকার করছে

রেল পৃথকভাবে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে জানিয়ে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। সকলের চোখের সামনে চোরাই সামগ্রী অভিযোগে এতকিছু জিআরপি আটক করলেও রেল বিষয়টি লঘু করে দেখাতে চাইছে। ট্রেনটির চালক, ট্রেন ম্যানেজার তল্লাশির সময় পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে খবরকে বৃহস্পতিবার অস্বীকার করেছিল রেল কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু শুক্রবার জিআরপি দাবি করেছে, নিউ জলপাইগুড়ি আসার আগে ধূপগুড়ির কাছে আলতাগ্রাম স্টেশনে ট্রেনটিকে দাঁড় করানোর পরপরই ট্রেনের কর্মীরা সবাই পালিয়ে গিয়েছিলেন। জিআরপি আধিকারিকরা শুক্রবারও তাঁদের খোঁজ পাননি। রেলের পালটা দাবি, ওই কর্মীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ আছে।

কাঠের পাশাপাশি গাঁজা উদ্ধার হওয়ায় জিআরপি মাদক আইনে মামলা রুজু করেছে। কিন্তু রেল পুরোপুরি মাদক উদ্ধারের খবর অস্বীকার করেছে শুক্রবারও। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, কোনও তথ্য গোপন করার জন্যই কি এই লুকোচুরি? নাহলে দুই সরকারি দপ্তরের মধ্যে এমন সংঘাত হবে কেন? রেল কেন্দ্রের অধীন আর জিআরপি রাজ্য সরকারের আওতায়।

জিআরপি দাবি করেছে, পার্সেল ভ্যানে মাদক পাচারের খবরই প্রথম এসেছিল ডিআইজি পদমর্যাদার এক আধিকারিকের কাছে। সেই খবরের ভিত্তিতে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে

এরপর বারোর পাতায়

হড়পার ভয় উড়িয়ে স্নান পাহাড়ি নদীতে। গুলমায় শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

সাদা চোখে সাদা কথায়

কোন দেশের নাগরিক গো, আইনি কোপে তালা জীবিকায়

গৌতম সরকার

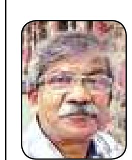

হলদিবাড়ির রেলগেটে ব্যস্ততা নেই পাক্কা দু’বছর। সীমান্তের গেটে বিরাট তালা যেন বন্ধ করেছে ভারত-বাংলাদেশের সখ্যের দরজাটাকেও। মিতালি এক্সপ্রেস নামটা প্রহসনের মতো শোনায়। ‘মিতালি’ নেই যে, বরং পারস্পরিক ঠেলাঠেলি। গত ২৭ মে একদিনে ৪৯ জনকে কোচবিহারের ৪ সীমান্ত দিয়ে ঠেলে দিয়েছিল বাংলাদেশ। ভারত থেকে একদিনে ১৩ জনকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের নাগরিকত্বের দায় নিতে চায় না কোনও দেশ।

ভারত ওই ৪৯ জনকে ঢুকতে দেয়নি। বাংলাদেশও ১৩ জনের পথ আটকে দিয়েছিল। জিরো পয়েন্টে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল তাঁদের। দলের মহিলা, শিশুদেরও। অথচ কাঁটাতার কিংবা নদী দিয়ে ভাগ করা না থাকলে কে বুঝবে বলুন যে, দুটি দেশ আলাদা। দু’পারে যে ভাষা এক। সাহিত্যসংস্কৃতি চর্চায় হাজার মিল। এই জ্যৈষ্ঠে দু’দিকের গাছে থোকা থোকা আম। পাকা কাঁঠালের গন্ধ।

যত অমিল নাগরিকত্বে। রাষ্ট্রের বিবাদে, আইনের গেরোয় একদল হয়ে যান পরিচয়হীন। নেই নাগরিকত্ব, নেই দেশ। মালদা জেলার বামনগোলার ২১ বছরের তরুণী প্রেমের টানে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন সীমান্ত পেরিয়ে। বাংলাদেশ সাদরে বধূবরণ করেনি। বরং আটকে রেখে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংঘাতের কাছে তাঁর প্রেম মূল্যহীন। নাগরিকত্বের বাধায় হয়তো কোনওদিন তাঁর প্রেম পূর্ণতা পাবে না!

রাষ্ট্রের ধারণায় সীমান্ত এক জগদ্দল পাথর। দু’দেশের তিক্ততার ঝাল মেটানো হয় সীমান্তে। যেন তু তু ম্যায় ম্যায়! বাংলাদেশে ইউনূস-রাজ। ভারতে আরেক ইউনূস আর কোনওদিন মাকে খুঁজে পাবেন কি না জানেন না। *এরপর বারোর পাতায়*

মায়ের সোনার চেন চুরি করল মেয়ে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : পাব আর ক্লাবে প্রায়দিনই যাতায়াত। দামি মোবাইল থেকে শুরু করে চশমা, ঘড়ির কালেকশন। হাই প্রোফাইল লাইফস্টাইলের খরচ চালাতে শেষমেশ মা নার্সিংহোমে থাকার সুযোগে আলমারি খুলে সোনার চেন চুরি। মা অবশ্য প্রথমে বিষয়টা ভাবতেই পারেননি। তাই পুলিশের তদন্তে শেষমেশ নিজের মেয়ের কীর্তিকলাপ সামনে আসতেই অবাক অভিযোগকারী ওই মহিলা। এমন ঘটনায় বিস্মিত প্রধাননগর থানার অফিসাররাও। ধৃত ওই তরুণীর নাম মুসকান গুরুং।

পুলিশ সূত্রে খবর, মুসকান সোনার চেন বিক্রি করা টাকা দিয়ে দামি চশমা ও ঘড়ি কিনেছিল। শুধু তাই নয়, সোনা চুরির বিষয়টি সামনে আসার পর থেকেই ওই তরুণী বাড়ি থেকেও উধাও হয়ে যায়। ঘটনায় এক সোনা ব্যবসায়ীকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ওই ব্যবসায়ীর নাম উৎকর্ষ সোনি। সে দুটি সোনার চেন মুসকানের কাছ থেকে কিনেছিল। ধৃত দুজনকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে মুকসানের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। উৎকর্ষের অবশ্য জামিন মঞ্জুর হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,

এরপর বারোর পাতায়

মেডিকেলের নিউরোলজি বিভাগ

রোগী দেখেন এমআর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : সরকারি হাসপাতালে রোগী দেখছেন একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ (এমআর)। তিনি রোগীদের সমস্যা শুনছেন, ওষুধ লিখছেন, এমনকি রোগীর কোনও শারীরিক পরীক্ষার প্রয়োজন হলে সেটাও কোথা থেকে করতে হবে, তা বলে দিচ্ছেন। অবশ্যই তিনি সেখানে বসে বেসরকারি ক্ষেত্রে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার ছক কষছেন। আর এই কারবারে মদত দিচ্ছেন বিভাগের চিকিৎসকরা। অভিযোগ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে রোগীকে ফুসলিয়ে বেসরকারি হাসপাতাল অথবা নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভাগের ভিতরে বসেই এমন দালালচক্র চালানো হচ্ছে। অভিযুক্ত মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ মৃন্ময় পাল অবশ্য বলেন, ‘আমি রোগী দেখি না। রোগীদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করি।’ প্রশ্ন উঠছে, হাসপাতালের চিকিৎসকদের মদত ছাড়া সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগে একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ঢোকার সাহস পান কীভাবে? মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক এমন অভিযোগ শুনে অবাক। তিনি বলেছেন, ‘এটা কীভাবে সম্ভব? আমি বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’

মেডিকেলে দালালচক্র নতুন কিছু নয়। প্রতিটি বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, ব্লাড ব্যাংক, সিটি স্ক্যান, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি সহ সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্রেই দালালদের রমরমা কারবার। অভিযোগ, এই দালালচক্রের সঙ্গে হাসপাতালের চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের একটা বড় অংশের সরাসরি

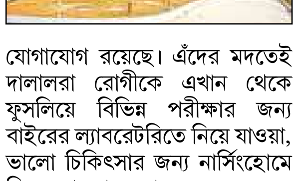

যোগাযোগ রয়েছে। এঁদের মদতেই দালালরা রোগীকে এখান থেকে ফুসলিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য বাইরের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাওয়া, ভালো চিকিৎসার জন্য নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার কাজ করেন। শুধু তাই নয়, হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা, এমআরআই, সিটিস্ক্যান সহ বিভিন্ন পরিষেবা দ্রুত পাওয়ার জন্য দালালরা রোগীর কাছে মোটা টাকা নিয়ে থাকেন। ফলে দালালদের সঙ্গে হাসপাতালের যোগসূত্র কারও অজানা নয়। আবার নেফ্রোলজি বিভাগে কর্মরত এক চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিয়মিত বহির্বিভাগে

এরপর বারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

রাসমেলায় দুর্নীতিতে বেকায়দায় রবি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

কোচবিহার, ৬ জুন : ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার রাসমেলা নিয়ে এবার আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠল। পুরসভা পরিচালিত মেলায় স্টল বসানো থেকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে বড়সড়ো আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে বলে তদন্ত চেয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুর দপ্তরের সচিব, ভিজিলেন্স কমিশনার, অ্যান্টি করাপশন কমিশনার, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন দপ্তরে জমা হল লিখিত অভিযোগ। ২৯ মে কোচবিহার শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামল চক্রবর্তী অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলার অভিজিৎ মজুমদার (রুপু) ছাড়াও পুরসভার বর্তমান ও প্রাক্তন এগজিকিউটিভ অফিসার ও ফিন্যান্স অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পদক্ষেপ না হলে মামলা করা হবে বলে সাফ জানিয়েছেন শ্যামল। অভিযোগের বিষয়টি সামনে আসতেই শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে।

কর বৃদ্ধি ইস্যুতে এমনিতেই ল্যাজেগোবরে অবস্থা রবীন্দ্রনাথের। গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে দলেও কোণঠাসা তিনি। এই পরিস্থিতিতে রাসমেলা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ আরও বেকায়দায় ফেলল প্রাক্তন মন্ত্রীকে। যদিও সবটাই ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শ্যামলের বক্তব্য, ‘রাসমেলার সমস্ত স্টল তো বটেই, বিশেষ করে রাসমেলা স্টেডিয়ামের ভেতরে যেসব স্টল, সার্কাস, নাগরদোলা বা অস্থায়ী দোকান বসানো হয়, সেগুলো থেকেই নিয়মবর্হিভূতভাবে টাকা আদায় হয়েছে। তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করলেও পুর কর্তৃপক্ষ কার্যত কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেননি। তাই অভিযোগ দায়ের করেছি।’ রবীন্দ্রনাথের কথা, ‘দুর্নীতির মনগড়া তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে। পুরকর্মীরাই স্টল বণ্টন করেন এবং নিয়ম মেনে কর আদায় করেন। বেছে বেছে আমি যে তিন বছর পুরসভার চেয়ারম্যান রয়েছি সেই তিন বছরের রাসমেলায় তথ্য চাওয়া হয়েছে। এটা পরিষ্কার যে আমাকে বেকায়দায় ফেলতে কোনও গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করছে।’

হইচই

- রাসমেলা স্টেডিয়ামের ভেতরের অংশে স্টল বণ্টন ও নিয়ম ভেঙে অর্থ আদায় নিয়ে অভিযোগ
- রবি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অভিজিৎ মজুমদার ছাড়াও পুরসভার বর্তমান ও প্রাক্তন এগজিকিউটিভ অফিসার ও ফিন্যান্স অফিসারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ
- রাসমেলা নিয়ে তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করেও প্রশ্নের উত্তর না পেয়েই অভিযোগ দায়ের

কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী এই রাসমেলা নিয়েই এখন বিতর্ক।

চলতি বছর ১৪ এপ্রিল পুর কর্তৃপক্ষের কাছে ২০২২ থেকে ২০২৪ তিন বছরের রাসমেলার স্টল বণ্টন সংক্রান্ত বেশকিছু তথ্য চেয়ে তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করেন শ্যামল। রাসমেলা বিশেষ করে স্টেডিয়ামের ভেতরের অংশে স্টল বণ্টনের ক্ষেত্রে কী চুক্তি হয়েছিল, কোন সংস্থাকে স্টল বণ্টনের বরাত দেওয়া হয়েছিল, স্টল বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনও ই-টেন্ডার, কোটেশন বা স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল কি না, স্টল বণ্টন বাবদ কত টাকা পুরসভার তহবিলে জমা পড়েছিল ইত্যাদি তথ্য জানতে চান শ্যামল। পাশাপাশি স্টল বণ্টনের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার, চুক্তিপত্রের প্রত্যয়িত নথিও চেয়েছিলেন তিনি। ১৫ মে পুরসভার পক্ষ থেকে আবেদনের উত্তরে শুধু বলা হয়, বিগত বছরগুলিতে যেভাবে মেলা পরিচালিত হয়েছে সেই পদ্ধতিতেই ২০২২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মেলা পরিচালনায় পদক্ষেপ হয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

খুশির হাওয়া গরুমারার পিলখানায়

কন্যার জন্ম দিল কুনকি রামি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৬ জুন : কন্যাসন্তানের জন্ম দিল গরুমারার কুনকি রামি। বৃহস্পতিবার রাত একটা নাগাদ গরুমারার মেদলা পিলখানায় সন্তানের জন্ম দেয় সে। মা এবং সন্তান, দুজনেই সুস্থ রয়েছে বলে জানালেন বনকর্মীরা। তবে তাদের প্রাণী চিকিৎসকের বিশেষ পর্যবেক্ষণেও রাখা হয়েছে। বিশেষ খাবারের পাশাপাশি, মা-মেয়ের যত্নে কোনও ত্রুটি রাখছেন না বনকর্মীরা।

বছর বাইশের রামি ছোটবেলায় মেদিনীপুরে জঙ্গলে তার দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় জলদাপাড়ায়। তারপর কয়েকদিন সেখানে রাখার পর তাকে পাঠানো হয় গরুমারায়। ধীরে ধীরে কুনকি হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বন দপ্তরের তরফে। জঙ্গল পাহারা দেওয়া থেকে লোকালয়ে কোনও বন্যপ্রাণী বেরোলে তাদের জঙ্গলে ফেরানোর কাজ দক্ষতার সঙ্গে করেছে রামি।

তবে মাঝেমধ্যেই নিজের পিলখানা ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে একাকী থাকার প্রবণতাও লক্ষ করা গিয়েছে রামির মধ্যে। চলতি বছরও নিজের পিলখানা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল কুনকিটি। পরে অবশ্য তাকে ফিরিয়ে আনা হয়।

বছর দেড়েক হল রামির শরীরে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করে বন দপ্তর। বিশিষ্ট পশু চিকিৎসক দিয়ে তার পরীক্ষানিরীক্ষা করালে ধরা পড়ে সে গর্ভবতী। তারপরই তার বিশেষ যত্ন নেয় বন দপ্তর। সব রকম কাজ থেকে বিরতিতে রাখা হয়। সন্তান প্রসবের জন্য তাকে নিয়ে আসা হয় মেদলা নজরমিনারে। গত দু'দিন ধরে তার শরীরে অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ করেন বনকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার রাতে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করলে প্রাণী চিকিৎসককে আনা হয় তড়িঘড়ি। রাত দেড়টা নাগাদ পিলখানায় কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় রামি। তারপর থেকেই রামি এবং তার কন্যাসন্তানের বিশেষ যত্ন নেওয়া শুরু হয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী রামিকে তরমুজ, আখ, কলা সহ বিভিন্ন ফল খাওয়ানো হচ্ছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বললেন, 'শিশু এবং তার মা একদম সুস্থ রয়েছে। তাদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। কারও যত্নের কোনও ত্রুটি রাখা হচ্ছে না।' পিলখানায় থাকা অন্য হাতিদের থেকে আলাদা রেখে তাদের যত্ন চলছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

এর আগেও গরুমারার কুনকি হাতি আমন সন্তানপ্রসব করেছিল। ফের গরুমারায় আরেক হাতির জন্ম হওয়ায় খুশি বনকর্তা থেকে কর্মীরা।

বৃহস্পতিবার রাতে গরুমারার মেদলা পিলখানায় সন্তানের জন্ম দেয় রামি।

> শিশু এবং তার মা একদম সুস্থ রয়েছে। তাদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। কারও যত্নের কোনও ত্রুটি রাখা হচ্ছে না।
>
> **-রাজীব দে,** *এডিএফও, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ*

শীলভদ্রর তথ্যচিত্রে ল্যান্ডরোভার

সাত দশকের ঐতিহ্যের ঠাঁই ফিল্ম ফেস্টিভালে

পাহাড়ের আবেগ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : খাড়া পথ, বড় বড় বোল্ডার ছড়িয়ে ইতিউতি। যেখানে পা রাখাটাই ঝুঁকির, সেখানে গড়াচ্ছে গাড়ির চাকা। মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফুতে গিয়ে যখন গাড়ি থমকাল, তখন সামনে দিগন্ত বিস্তৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা। ৭০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও বার্ধক্যের লেশমাত্র নেই। বরং তারুণ্যের তেজেই ছুটছে গাড়ি। আসলে ল্যান্ডরোভার এবং দার্জিলিং অনেক বছর ধরেই সমার্থক। সেই ল্যান্ডরোভার নিয়েই এবার তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন কলকাতার শীলভদ্র দত্ত। তাঁর তৈরি 'ল্যান্ডরোভার ফ্যামিলি' এবছর সাউথ এশিয়ান শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভালে জায়গা করে নিয়েছে। নন্দনে আগামী ৭-১৩ জুলাইয়ের মধ্যে ছবিটি প্রদর্শিত হবে। পাশাপাশি ছবিটি দেখানো হবে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ধ্রুমা ফিল্ম ফেস্টিভালেও।

শীলভদ্রর গলায় একরাশ আবেগ আর ভালোবাসা। বলছেন, 'সান্দাকফু, মানেভঞ্জন আমার কাছে খুব প্রিয়। কতবার গিয়েছি মনে করতে পারছি না। আর ল্যান্ডরোভারও ঠিক ততটাই প্রিয়। কত যে স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই গাড়ির সঙ্গে বলে শেষ করতে পারব না।' তাঁর তৈরি এই তথ্যচিত্রে অঞ্জন দত্তরও যে একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন তিনি।

বিদেশের মাটিতে ল্যান্ডরোভার আভিজাত্যের প্রতীক হলেও, দার্জিলিংয়ে কিন্তু গাড়িটির আগমন ঘটেছিল মূলত পণ্য পরিবহণের জন্য। ভারত-নেপাল সীমান্তের মধ্যবর্তী ঝুঁকিপূর্ণ রুটটি প্রধান বাণিজ্য রুটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঘোড়ার ওপর নির্ভরতা কমাতে ১৯৫০ সাল বা তার আশপাশে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল ল্যান্ডরোভার। মানুষ এবং পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে ল্যান্ডরোভার হয়ে উঠেছিল একমাত্র ভরসা। কৌলীন্য ধরে রাখলেও আজ ল্যান্ডরোভারের সংখ্যা হাতেগোনা। কীভাবে দার্জিলিংয়ে পা রাখল ল্যান্ডরোভার, গাড়িটির বৈশিষ্ট্যই বা কী, সমস্ত কিছুই শীলভদ্র তুলে ধরেছেন 'ল্যান্ডরোভার ফ্যামিলি'তে। ৪০ মিনিটের তথ্যচিত্রে ধরা পড়েছে ল্যান্ডরোভার এবং গাড়িটিকে ঘিরে পাহাড়ি মানুষের আবেগ, ভালোবাসা, সমস্ত কিছুই।

ল্যান্ডরোভার-এর সঙ্গে তাঁর ছবির নামকরণে ফ্যামিলি শব্দটি জুড়ে গেল কেন? ভালোবাসার কথা তুলে ধরলেন শীলভদ্র। বললেন, 'যে হাল চাষ করেন, তাঁর কাছে বলদ দুটি পরিবারের সদস্য হয়ে যায়। অনেক পরিবারের কাছে বাড়ির গাড়িটিও পারিবারিক সদস্য, ভালোবাসার টানে।' ছোটবেলায় নিজের জন্মদিনেও কারও কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন ল্যান্ডরোভারের একটি মডেল। সেই স্মৃতি এখনও টাটকা শীলভদ্রর। এর আগে হার্টের সমস্যা নিয়ে জন্মানো শিশুদের নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন পরিচালক। কাজ করছেন সাঁওতালদের বিশেষ একটি নাচ নিয়ে।

সাত দশক ধরে এভাবেই পাহাড়িপথে ছুটছে ল্যান্ডরোভার।

> সান্দাকফু, মানেভঞ্জন আমার কাছে খুব প্রিয়। কতবার গিয়েছি মনে করতে পারছি না। আর ল্যান্ডরোভারও ঠিক ততটাই প্রিয়।
>
> **-শীলভদ্র দত্ত,** তথ্যচিত্র নির্মাতা

অ্যাফিডেভিট

I Milan Debnath, Father of Nandine Debnath. In my daughter's Class 'X' documents my name has been wrongly recorded as Milon Debnath Therefore before the Ld. Notary Public Siliguri by Affidavit date 27/5/25 I declare that Milon Debnath and Milan Debnath is the same and identical person. (C/116744)

চিকিৎসা

Dr. Arijit Bishnu, DM

ONCO-Haematologist will be available at OPD in Anandaloke Multispeciality Hospital, Siliguri on 8/06/2025, Sunday from 11 A.M. (Onwards). (M) 9800600400. (C/116398)

বিজ্ঞপ্তি

ইসলামপুর নিউটাউন (Ward No. 11) এলাকায় শ্যামলী সিনহা পিতা মৃত নিশিকান্ত সিনহা, স্বামী সতীশ চন্দ্র সিনহা ওনার ১৩ শতক জমি (দাগ নং সি.এস ৯১০, আর.এস ৩৬০৪/৪০৬৫, এল.আর ২৯৬৯, খতিয়ান নং-সি.এস ৬২৯, আর.এস ৮৭৬, এল.আর ৬২০২ বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। উক্ত কাহারও কোনও দাবি বা পাওনা থাকলে আগামী তিনদিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণ সহযোগে নিম্নলিখিত মোবাইল/হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাইল/হোয়াটসঅ্যাপ নং-9474510124.

Anima Roy
Advocate
Islampur Court U/D

ABRIDGE TENDER NOTICE

Construction of CC Road/ Drain/Drinking Water under Harirampur Panchayat Samity as per NIT No-07/HRP/PS/ DD, Dt-05.06.2025. Last date of submission-13.06.2025 upto 15.00 P.M. Date of opening tender-16.06.2025 after 11.00 A.M.

Sd/- Executive Officer
Harirampur Panchayat
Samity, Dakshin Dinajpur

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

ইসলামপুর-এ ফ্যাক্টরি কাজের জন্য 20 জন ছেলে প্রয়োজন। বেতন 9-10 হাজার টাকা। থাকা, খাওয়া free. Ph-8389002783. (C/116772)

•

NJP-তে হোটেলে কাজের জন্য স্নাতক এবং অভিজ্ঞ রিসেপশনিস্ট চাই। বেতন-12,000/-. M-94344-79413 (C/116769)

•

সুবর্ণ সুযোগ-কুচবিহার ও শিলিগুড়িবাসীদের বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। Mb-9534415325. (K)

•

SIP Abacus Hakimpara looking for Centre Manager. Female Graduate, Good communication skill (English, Bengali & Hindi) with Computer knowledge (MS Office & Internet) is essential. 1 to 2 years experience in office management should send their bio data @ 9830310794. Shortlisted candidates will call for the interview. Sunday is a working day (9 A.M. to 7 P.M.), Others day 11 A.M. to 8 P.M. Thursday is a holiday. Salary Rs. 12,000/- to Rs. 15,000/- PM. Freshers shouldn't send their bio data. No call will be entertained.

ডিস্ট্রিবিউটার

Dairy-র জন্য Dealer এবং Distributor চাই। Mb No. 9434748722/ 9749258633. (C/115954)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB 63 20140940995 নাম ভুল থাকায় গত 05.06.2025, সদর, কোচবিহার, J.M. 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rabiul Alam এবং Rabiul Alom এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। খাগড়াবাড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/115961)

আজ টিভিতে

জি সিনে অ্যাওয়ার্ডস সন্ধে ৭.০০
জি সিনেমা এবং জি সিনেমা এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ফিরিয়ে দাও, দুপুর ১.০০ শুভদৃষ্টি, বিকেল ৪.০০ সঙ্গী, সন্ধে ৭.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ বিবাহ অভিযান, ১.০০ শত্রু ধ্বংস

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ হাঙ্গামা, বিকেল ৪.০৫ মজনু, সন্ধে ৬.৪৫ অমানুষ, রাত ৯.৫৫ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, দুপুর ১.৩০ নাগিন কন্যা, বিকেল ৪.৩০ তোমায় পাবো বলে, রাত ৯.৩০ বস-বর্ন টু রুল, ১.৩০ রামধনু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ লোফার, সন্ধে ৭.৩০ দেবীবরণ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জন্মদাতা, রাত ৯.০০ লে ছক্কা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১০ রুদ্রাঙ্গী, দুপুর ১.৪৯ হিম্মতওর, বিকেল ৪.৪৮ ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ আদমি, রাত ১০.৩৬ কালিবীরা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৬ কেদারনাথ, দুপুর ২.০০ কৃশ, বিকেল ৫.২৬ কমান্ডো-থ্রি, রাত ৮.০০ জুদাই, ১০.৫০ চেন্নাই ভার্সেস চায়না

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৩ রক অন-টু, দুপুর ২.০৪ মিলি, বিকেল ৪.১২ রুস্তম, সন্ধে ৬.৪৬ ব্লার, রাত ৯.০০ রহনা হ্যায় তেরে দিল মে, ১১.৫৩ এনএইচ ১০

সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১.৩০ অওলাদ, বিকেল ৪.৩১ জিস দেশ মে গঙ্গা রহতা হ্যায়, সন্ধে ৭.৫২ নাজায়জ, রাত ১০.২৯ জিনে কি রাহ

ব্লার সন্ধে ৬.৪৬
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

অমানুষ সন্ধে ৬.৪৫
জলসা মুভিজ

দুর্গা কি বুঝবে মেহেন্দি মুখার্জির চাল? **জগদ্ধাত্রী** সন্ধে ৭.০০ **জি বাংলা**

বাঁশের বোতল বানিয়ে রাজ্যে দ্বিতীয় ইম্পন

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৬ জুন : প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেব কী ব্যবহার করা যেতে পারে! পরিবেশ দিবসে সেই বিষয়ের ওপর ভাস্কর্য তৈরির প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাতে অংশ নিয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতাতেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ইম্পন রায়। তার তৈরি বাঁশের জলের বোতল পুরস্কারের সঙ্গে প্রশংসাও কুড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে ওই প্রতিযোগিতার ফল প্রকাশিত হয়। খবর আসতেই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা সকলেই খুশি। ইম্পনের কথায়, 'এরকম একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরে ভালো লেগেছে। এর মাধ্যমে আমি অনেক নতুন বিষয় শিখতেও পেরেছি।'

ইম্পন আরও জানিয়েছে, বোতল তৈরি করতে তার দুই ঘণ্টার মতো সময় লেগেছিল। সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের জলের বোতলের পরিবর্তে ওই বোতল ব্যবহার করলে দূষণ অনেকটাই কমবে বলেই মত তার। একটি বোতল বানাতে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা খরচ হয়। সেটি বাজারে ৫০ টাকাতেও বিক্রি করা সম্ভব। কয়েকদিন আগে ওই বিশেষ প্রতিযোগিতার বিষয়ে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বিভিন্ন স্কুলে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছিল। পোস্টার এবং নানা ভাস্কর্য তৈরির প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন স্কুলের মতোই তপসিখাতা স্কুলের পড়ুয়ারাও অংশ নেয়।

প্রতিযোগীরা নিজেদের কাজ কলকাতায় পাঠিয়েছিল। সেখান থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে ইম্পনের বাঁশের বোতল বাছাই হয়। তারপর ভার্চুয়ালি ওই ছাত্রের ইন্টারভিউ নেন প্রতিযোগিতার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা। বুধবার তার তৈরি বাঁশের বোতল নিয়ে ইম্পনকে কলকাতায় ডাকা হয়। বিচারকরা তা দেখার পর বৃহস্পতিবার ফল ঘোষণা করেছেন।

শিলিগুড়ি-রায়গঞ্জ ডিইএমইউ ফের চালু

রায়গঞ্জ, ৬ জুন : শিলিগুড়ি-ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি শুক্রবার থেকে ফের চালু হল। এদিন সকাল ৭টা ১৫ মিনিট নাগাদ ট্রেনটি রায়গঞ্জ স্টেশন থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। গত ২৪ মে থেকে এই ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বন্ধ ছিল। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে ট্রেনটি নির্দিষ্ট সময়ে রাধিকাপুরের জন্য রওনা হয় এবং রাত ১০টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ রায়গঞ্জে পৌঁছায়। এছাড়া গত ৩১ মে থেকে শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি ডিইএমইউ ট্রেনটি চালু হয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেশনের চিফ টিকিট কালেক্টর দীপক ক্ষেত্রী এবিষয়ে বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে নির্দিষ্ট সময়ে ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি রায়গঞ্জে এসেছে। তাই এদিন থেকে সকালে নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেনটি চালু হল। বিকেলে ডিইএমইউ ইন্টারসিটি ট্রেনটিও চালু আছে।' তবে, এদিন সকালে স্টেশনে শিলিগুড়ির যাত্রীসংখ্যা তেমন বেশি ছিল না।

এবিবিএস সফট আপগ্রেডেশনের অধীনে ব্যালেন্স ওয়ার্ক

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিপিএম-জিএসই উ-এমএলজি-এমএইএস-২০২৫-০৫, তারিখ: ০৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.: সিপিএম-জিএসই উ-এমএলজি-এমএইএস-২০২৫-০৫। কাজের নাম : পাঠশালা (পিপিএল), নলবাড়ি (এনএলভি) এবং রঙ্গিয়া (আরএনওয়াই) স্টেশনগুলিতে এবিবিএস সফট আপগ্রেডেশনের অধীনে ব্যালেন্স কাজ। আনুমানিক মূল্য : ৮,৫৮,১৫,২৩২.২০ টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-০২-২০২৫-২৬ তারিখ: ০৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরএনওয়াই-ইএল-টি-০২-২০২৫-২৬। কাজের নাম: রঙ্গিয়াতে- শ্রমিকের বিশ্রাম কক্ষ, গুডস অফিস এবং আরসিসি নর্দমার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশি: ২৫,১৬,৫৭৪.৫২/- টাকা। বায়না রাশি: ৫০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পি এম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয় দক্ষিণ দিনাজপুর

Walk-in-Interview

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে চুক্তির ভিত্তিতে Matron পদের জন্য নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতা - ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ (উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে), বয়স : ৩৫ বছর থেকে ৫৫ বছরের পিছুটানহীন মহিলা। নির্বাচনী পদ্ধতি : মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের সময় : 28/06/2025 - 9 AM - Principal Room. হেল্পলাইন : 75868 21506 / 90021 52916.

অধ্যক্ষ
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-টিআরডি-১৮-২৫-২৬ তারিখ: ০৪-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে উচ্চ টিভিইউ থাকা (>২০,০০০) মানবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেল ক্রসিং গেটসমূহে (কেজে-৬২, এসকে-২২০, এসকে-২৩৯, এসকে-২৬২, এসকে-২৬৯) পাঁচটি ইন্টারলকিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশি: ৭৬,৯২,৪২৭.০২/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৫৩,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআইআর/ইএনজিজি./৩১ অব ২০২৫, তারিখ: ২০-০৫-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ০১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৩১ অব ২০২৫, (টেন্ডার নং ০২) এবং (টেন্ডার নং ০৩) তারিখের ২০-০৫-২০২৫ এর কাজের নাম নীচের টেবিলে দেওয়া হিসাবে অনুগ্রহ করে পড়ুন:

টেন্ডার নং.	বিদ্যমান কাজের নাম	সংশোধিত কাজের নাম
২	একলাখী - বালুরঘাট সেকশনে আরইউবি নং. এনসি-৮৩, এনসি-৮৪, এনসি-৮৫, এনসি-৯০, এনসি-৯১ ও এনসি-৯২-তে কভার শেড, সাম্প, অ্যাপ্রোচ রোড, ড্রেনের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	কুমেদপুর-মালদা টাউন সেকশনে আরইউবি নং. এনসি-৮৩, এনসি-৮৪, এনসি-৮৫, এনসি-৯০, এনসি-৯১ ও এনসি-৯২-তে কভার শেড, সাম্প, অ্যাপ্রোচ রোড, ড্রেনের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।
৩	একলাখী - বালুরঘাট সেকশনে আরইউবি নং. এনসি-৯৫, এনসি-৯৬, এনসি-৯৯, এনসি-১০২, এনসি-১০৩ ও এনসি-১১১-তে কভার শেড, সাম্প, অ্যাপ্রোচ রোড, ড্রেনের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	কুমেদপুর-মালদা টাউন সেকশনে আরইউবি নং. এনসি-৯৫, এনসি-৯৬, এনসি-৯৯, এনসি-১০২, এনসি-১০৩ ও এনসি-১১১-তে কভার শেড, সাম্প, অ্যাপ্রোচ রোড, ড্রেনের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

উপরোক্ত টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কালীবাড়ি পাম্প হাউসে ওএইচ ট্যাঙ্ক নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৩৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ০৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ১১-এপি-II-২০২৫। কাজের নাম: "আলিপুরদুয়ার জংশনে - কালিবাড়ি পাম্প হাউসে ২ লক্ষ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ওএইচ ট্যাঙ্ক এবং এসপি কলোনির ০.৭৫ লক্ষ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ফিল্টার হাউস নির্মাণ"। টেন্ডার মূল্য: ৩,৬১,১০,৭০০.২৩ টাকা; বায়নার ধন: ৩,৩০,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_১৭_২৫-২৬ তারিখ: ০২-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং: ইএল_টিআরডি_১৭_২৫-২৬ কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অধীনে বিদ্যমান সুপারভাইসরি কন্ট্রোল এবং ডেটা একুইজিশন সিস্টেমের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন (বি) এএসএইচআইডিএ কর্তৃক সাইবার নিরাপত্তা বাস্তবায়নের জন্য স্কাডা সিস্টেমের আপগ্রেডেশন (কাটিহার ডিভিশন)। টেন্ডার মূল্য: ২,২০,৫০,০০০/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৬০,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

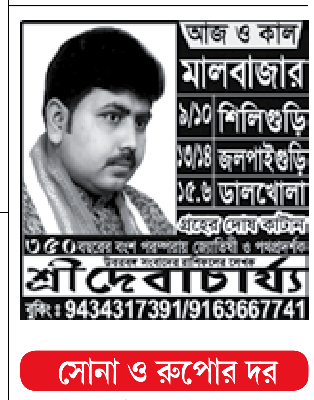

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতি উৎসাহে কোনও কাজ পণ্ড হতে পারে। অপ্রিয় সত্যি বলে সমস্যায়। কোমর ও ঘাড়ের ব্যথার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হতে পারে। **বৃষ :** পরিবারের কোনও সমস্যা আপনি সমাধান করতে পারবেন। পাওনা আদায় হবে। বিদ্যার্থীরা ভালো ফল করবেন। **মিথুন :** স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তি পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। পেটের রোগে ভ্রমণ বাতিল। **কর্কট :** লোভ সংবরণ করুন। দীর্ঘকালীন আর্থিক বিনিয়োগের টোপ পেলেও এড়িয়ে যান। দাম্পত্যে শান্তি। মায়ের রোগমুক্তি। **সিংহ :** পরিশ্রমের দ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করবেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। পড়শিদের সংস্কারে বাধা আসতে পারে। অর্থাগম চলবে। **কন্যা :** পরিবারে আনন্দ। হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না। পথেঘাটে সাবধান থাকুন। মা ও বাবার পরামর্শে সমস্যামুক্তি। **তুলা :** কোনও ভুলে বড় সমস্যার সম্মুখীন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য হঠাৎ চিন্তা। প্রেমে কলহ। **বৃশ্চিক :** রত্ন, বস্ত্র, কাঠ ব্যবসায়ীরা ঝুঁকিহীন লগ্নিতে যেতে পারেন। বাড়িতে আত্মীয়সমাগম। চোখের রোগে সমস্যা। **ধনু :** গতকাল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা বাতিল করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য আনন্দ দেবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে তৃপ্তি। কাজের চাপ থাকবেই। **মকর :** সামান্য অলসতায় বড় কাজ হাতছাড়া হতে পারে। গবেষক ও চিকিৎসকগণ সম্মানিত হবেন। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ। **কুম্ভ :** ব্যবসায় অর্থাগম। প্রতারিত হতে পারেন। অতি সাহস বিপদ ডেকে আনতে পারে। বাড়ির সমস্যা বাইরে নিয়ে যাবেন না। প্রেমে শুভ। **মীন :** সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে চলা মামলার নিষ্পত্তি হতে পারে। স্নায়ুরোগ বৃদ্ধিতে দুর্ভোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ৭ জুন, ২০২৫, ২৩ জেঠ, সংবৎ ১১ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ১০ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৭। শনিবার, ত্রকাদশী প্রাতঃ ৫।১২। চিত্রানক্ষত্র দিবা ১০।২৭। বরীয়ানযোগ দিবা ১২।৩০। বিষ্টিকরণ প্রাতঃ ৫।১২ গতে ববকরণ সন্ধ্যা ৬।১২ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১০।২৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- ত্রকপাদদোষ, প্রাতঃ ৫।১২ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, প্রাতঃ ৫।১২ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি- ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৫৭ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৩৭ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫২ মধ্যে ও ৯।২৬ গতে ১২।৭ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।১৭ মধ্যে ত্রবং রাত্রি ৭।৫ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।১৯ গতে ১।২৬ মধ্যে ও ২।৫১ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

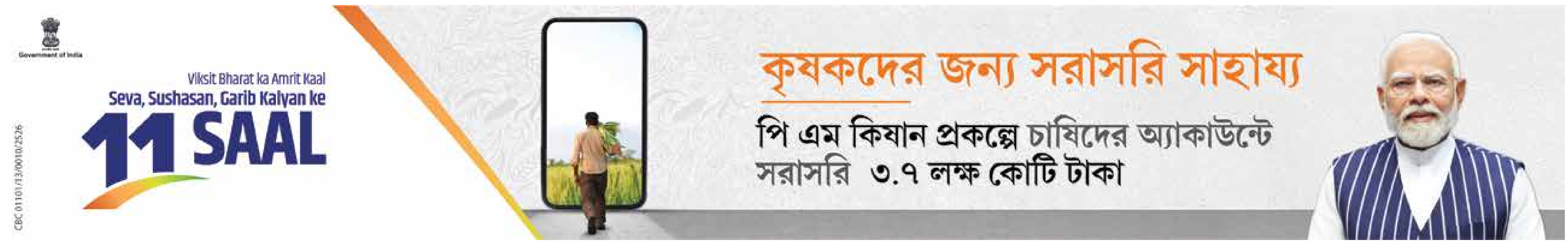

টাকা জমা পড়ছে কোথায়, প্রশ্ন

সরকারি নির্দেশ অমান্য, অফলাইনেই চৌকিদারি কর আদায়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : সরকারি নির্দেশে বন্ধ বাড়ি বাড়ি রসিদ দিয়ে কর আদায়। এপ্রিল মাস থেকে পুরোটাই অনলাইন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতে অনলাইন পোর্টালের সুবিধা চালু হয়নি। ফলে আর্থিক দিক থেকে ক্ষতির মুখে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি।

পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে যে আগামী মাস থেকে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বন্ধ হয়ে যাবে, বলছেন অনেক প্রধানই। তবে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে এখনও আইন অমান্য করে বাড়ি বাড়ি রসিদ দিয়ে কর আদায়ের অভিযোগও রয়েছে। সেই টাকা কোথায়, কার কাছে জমা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও উঠছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলছেন, 'অফলাইন বন্ধ হয়ে অনলাইন পরিষেবা চালু হওয়ায় চৌকিদারি কর আদায় নিয়ে একটা সমস্যা ছিল। তবে, সেটা ধীরে ধীরে মিটছে। অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত অনলাইনে কর আদায়ের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে। বাকিদেরও দ্রুত সমস্যা মিটবে।'

সমস্যা যেখানে

- সরকারি নির্দেশে বন্ধ অফলাইনে চৌকিদারি কর আদায়
- অনলাইন অ্যাক্সেস না পাওয়ায় চরম সমস্যায় একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত
- অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত বাড়ি বাড়ি রসিদ দিয়ে কর আদায় করছে
- ওই টাকা কোন তহবিলে বা কার কাছে জমা পড়ছে, উঠছে প্রশ্ন

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের বড় উৎস হচ্ছে বাড়ি থেকে নেওয়া চৌকিদারি কর। এই কর আদায়ের জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মীও রয়েছেন। করের টাকায় স্থানীয়ভাবে নেওয়া অস্থায়ী কর্মীদের বেতন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরের খরচ, পথবাতির বিল, কিছু রাস্তা তৈরি ও নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখা হয়।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে চলতি আর্থিক বছর অর্থাৎ এপ্রিল মাস থেকে এই কর সংগ্রহ পুরোটাই অনলাইন করে দেওয়া হয়েছে। ফলে পঞ্চায়েতগুলির চৌকিদারি কর আদায়ের পুরোনো প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে।

কিন্তু নয়া নির্দেশের পরেও মহকুমার বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত এখনও বাড়ি বাড়ি থেকে এমন কর আদায় করছে বলে অভিযোগ। মাটিগাড়ার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত, নকশালবাড়ির দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত, ফাঁসিদেওয়ার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং খড়িবাড়ির তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগ, একেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এপ্রিল এবং মে মাসে পাঁচ-সাত লক্ষ টাকা করে তুলেছে। কিন্তু অফলাইনে কর আদায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওই টাকা কোনও তহবিলে জমা করা যাচ্ছে না। সেই টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, আদায়কারীর কাছেই রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অফলাইনে কর আদায়ের বিষয়টি স্বীকার করেননি।

নকশালবাড়ির মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গৌতম ঘোষ বলেছেন, 'অনলাইনে কর আদায়ের নির্দেশ এসেছে। কিন্তু আমরা এখনও অনলাইন পরিষেবা পাইনি। দু'মাস ধরে কর আদায় বন্ধ। অথচ এই কর দিয়েই আমাদের অস্থায়ী কর্মীদের মাইনে দেওয়া সহ অন্যান্য কাজকর্ম করতে হয়। টাকার অভাবে ভীষণ সমস্যা হচ্ছে।'

মাটিগাড়ার চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহার বক্তব্য, 'এপ্রিল থেকে চৌকিদারি কর আদায় বন্ধ করে দিয়েছি। অনলাইনে কর আদায়ের স্বীকৃতি পেলে ভালো হবে।' পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সাহিদ বলছেন, 'পুরোনো তহবিল থেকেই কর্মীদের বেতন দেওয়া সহ অন্যান্য কাজ করা হচ্ছে। অনলাইন অ্যাক্সেস পাইনি।' মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলছেন, 'অনলাইন অ্যাক্সেস পেয়েছি। আগামী সপ্তাহ থেকে নতুনভাবে কর আদায় করা হবে।'

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : এক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে পালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম বিবেক সরকার। সে সিংহীঝোরার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, গত বুধবার নাবালিকার পরিবারের তরফে থানায় নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এরপর পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে, বিবেক ওই নাবালিকাকে ভালোবাসার জালে ফেলে শিবমন্দিরের একটি বাড়িতে নিয়ে রেখেছে। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু

রাজগঞ্জ, ৬ জুন : বাইকের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে গন্ডার মোড়ে রাজ্য সড়কে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম ধীরেন সরকার (৫১)। তাঁর বাড়ি ভুটকিহাটের লক্ষ্মী জামাদারগছ এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন তিনি রাস্তা পার হচ্ছিলেন। সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। জখম অবস্থায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাইকটিকে আটক করেছে পুলিশ।

সামশাদের বাড়িতে কং নেতা-কর্মীরা

ইসলামপুর, ৬ জুন : ইলেক্ট্রিক শক কাণ্ডে নিখোঁজ কিশোর সামশাদের ছয়ঘরিয়ার বাড়িতে শুক্রবার নেতা-কর্মীদের নিয়ে পৌঁছান উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত। তিনি সামশাদের মা এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

মোহিত বলেন, 'মূল অভিযুক্ত ধরা পড়লেও নিখোঁজ কিশোরের কোনও হদিস পুলিশ পায়নি। এটা কি পুলিশের ব্যর্থতা নয়? একটি মায়ের কোল ফাঁকা হয়ে আছে অথচ পুলিশ ছেলেটিকে উদ্ধার করতে পারছে না। দ্রুত সামশাদকে উদ্ধার না করতে পারলে আমরা জোরদার আন্দোলনে নামব।'

এদিন ইসলামপুরের পুলিশ সুপারের অফিসে সামশাদকে উদ্ধারের দাবিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লিখিত দাবি জানানো হয়েছে।

পাঁপড় তৈরির কারখানায় অভিযান

রাজগঞ্জ, ৬ জুন : ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপাইপাড়ায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের কারখানায় প্রশাসন অভিযান চালাল। কারখানাটি একটি বেসরকারি সংস্থা পরিচালনা করে। বৃহস্পতিবার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর এবং শিলিগুড়ি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ওই কারখানায় যৌথভাবে অভিযান চালায়। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চলে। অভিযোগ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এখানে এই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা চলছে।

এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের একজন আধিকারিক বললেন, 'এই কারখানায় মূলত সয়াবিন, পাঁপড় বানানো হয়। খাদ্যদ্রব্যগুলি পরীক্ষা করার পর ফলাফল দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কারখানার মালিক নবীন আগরওয়ালের দাবি, 'খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর এবং এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করেছেন। তবে সব ধরনের সরকারি নিয়ম মেনে কারখানায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।' বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই কারখানাটি অন্তত ৬-৭ বছরের পুরোনো। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলছিল। এলাকার বাসিন্দা বিশ্বনাথ রায় বললেন, 'কারখানার কর্তৃপক্ষ খোলা আকাশের নীচে খাদ্যদ্রব্য শুকোতে দিত। শুকোতে দেওয়া ওই খাদ্যদ্রব্যের ওপর আবর্জনা এসে পড়ে।' ৬ ঘণ্টার বেশি সময় কারখানায় ছিলেন অভিযানরত শিলিগুড়ি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের অফিসাররা। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর এবং এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের অভিযানের খবরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কারখানায় অভিযান চালিয়ে শুকনো খাবারের ১২ ধরনের নমুনা সংগৃহীত হয়। নমুনাগুলি পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হবে। গুণগতমান এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয় কি না তাও যাচাই করা হবে।

মেলার ছবি ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত শিল্পী।। *ইসলামপুরে এক্সপো মেলায় সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।*

ধৃত ৩

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ ফিরোজ কালিম্পংয়ের বাসিন্দা, উজ্জ্বল ছেত্রী সুখিয়াপোখরির ও মুকেশ বিশ্বকর্মা মাল্লাগুড়ির বাসিন্দা। তারা ধারালো অস্ত্র নিয়ে মাল্লাগুড়ি হনুমান মন্দির সংলগ্ন এলাকায় চুরির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল।

টোটোয় ব্যাগ ছিনতাই

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : দিনদুপুরে জংশন সংলগ্ন হোটেল এলাকায় বিমানসেবিকার ব্যাগ ছিনতাই করে পালাল দুই দুষ্কৃতী। অভিযুক্তদের ধরার জন্য বিমানসেবিকার বোন ছুটলেও হাতের নাগাল পায়নি স্কুটারে আসা ওই দুজনের। শেষপর্যন্ত রামকৃষ্ণ কলোনি এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত দুই দুষ্কৃতীর নাম রত্নদীপ সেন রায় ও সুবোধ তামাং। ধৃতদের মধ্যে রত্নদীপ পাতিকলোনির বাসিন্দা। সুবোধ মাটিগাড়ার নিউ কলোনি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অভিযোগকারী পেশায় বিমানসেবিকা কালিম্পংয়ের বাসিন্দা পাসাংমিত লেপচা গত বুধবার বেঙ্গালুরু থেকে শিলিগুড়িতে আসেন। পাসাংমিতের কথায়, 'কিছু নথি রিনিউয়ের জন্য শিলিগুড়িতে আসি। বাগডোগরায় নামার পর প্রধাননগরে এক বান্ধবীর বাড়ি যাই। এরপর সেখান থাকা জংশন এলাকার একটি হোটেলে টোটোয় করে আসি। হোটেলের কাছাকাছি টোটো পৌঁছাতেই আমার সঙ্গে থাকা বোনের কোল থেকে দুজন ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। ওরা স্কুটার নিয়ে এসেছিল।' পাসাংমিত হতচকিত গেলেও ওই দুষ্কৃতীদের পেছনে কিছুটা দৌড়ে ধরার চেষ্টা করেন পাসাংমিতের বোন। পাসাংমিতের কথায়, 'ব্যাগে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিল। ঘটনায়

> ব্যাগে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিল। ঘটনায় আমি এতটাই ভয় পেয়ে যাই যে, কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।
>
> **পাসাংমিত লেপচা**
> বিমানসেবিকা

আমি এতটাই ভয় পেয়ে যাই যে, কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।' বৃহস্পতিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। এরপর সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে তদন্তে নামে প্রধাননগর থানার পুলিশ। শেষমেশ রামকৃষ্ণ কলোনি এলাকা থেকে অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের ব্যবহার করা স্কুটার থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করে পুলিশ।

শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় আশঙ্কিত সাধারণ মানুষ। গত মাসের শুরুতেই সাতসকালে পাঞ্জাবিপাড়া দিয়ে সেবক রোডে ওঠার সময় এক মহিলার হার ছিনতাই হয়। পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি এলাকায় ওই ঘটনায় এখনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। গত মাসেই মেডিকেল ফাঁড়ি এলাকাতেও দুপুরবেলা একটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। সকালে টিউশন থেকে ছেলেকে নিয়ে ফেরার পথে এক মহিলার গলার হার ছিনতাই হয়। ঘটনায় অবশ্য দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রধাননগর এলাকাতেই সপ্তাহ তিনেক আগে সন্ধ্যায় এক মহিলার গলার হার ছিনতাই হয়। ঘটনায় দুজনকে রাতেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ তৎপরতা দেখালেও ছিনতাইকারীরা অপারেশন চালিয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের উদ্বেগ কমছে না। যদিও নজরদারি রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তারা।

পিচ উঠেছে রাস্তার

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৬ জুন : নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত স্টেশন মোড় সংলগ্ন ৭২৫ মিটার দীর্ঘ রাস্তা দীর্ঘদিন থেকেই বেহাল। রাস্তা তৈরির এক বছরেই পিচ উঠে গিয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে নির্মিত এই রাস্তার কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এক বছর না যেতেই রাস্তার এমন দশা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা কল্পনা মণ্ডলের অভিযোগ, 'রাস্তাটি নির্মাণে প্রচুর টাকার দুর্নীতি হয়েছে। যার জন্য এমন দশা।'

রাস্তাটি স্টেশন মোড় থেকে ভারত-নেপাল সীমান্ত লাগোয়া ছোট মণিরামজোত পর্যন্ত বিস্তৃত। যার দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই কিলোমিটার। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে রাস্তার কাজের শিলান্যাস হয়েছিল। রাস্তাটি দুটি ধাপে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম ধাপে ৭২৫ মিটার দীর্ঘ রাস্তার জন্য আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। লোকসভা নির্বাচন শেষেই রাস্তার কাজ শুরু হয়। এখন গোটা রাস্তায় জায়গায় জায়গায় গর্ত। স্টেশন মোড় থেকে রঞ্জিত মোড়ে ঢুকতেই রাস্তার অধিকাংশ অংশই বেহাল। বেশ কয়েক জায়গায় পিচ উঠে ভেতরের বসানো পাথর বেরিয়ে গিয়েছে। টোটোচালক বিনয় বর্মনের কথায়, 'ভেবেছিলাম রাস্তা হল এবার চলাচলে সুবিধা হবে। কিন্তু যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা কাটমানি খেতেই ব্যস্ত যার ফলে রাস্তাটি এক বছরের মাথায় পিচ উঠতে শুরু করেছে। আমাদের আবার আগের মতোই দুর্ভোগ পোহাতে হবে।'

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পৃথ্বীশ রায় বলেন, 'রাস্তাটির পিচ উঠে যাচ্ছে আমি লক্ষ করিনি। কেউ অভিযোগ আমাকে জানায়নি। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের টাকায় রাস্তাটি সংস্কার হয়েছিল। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেব।'

তরুণীকে গালিগালাজ, প্রতিবাদী দাদাকে মার

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : রাস্তায় তরুণীকে হেনস্তার চেষ্টা। প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মারধর দাদাকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ল আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম অজয় চৌধুরী। অভিযোগ, তরুণীর দাদাকে গলা টিপে প্রাণে মারার চেষ্টা করে সে। ধাক্কা মেরে ড্রেনেও ফেলে দেওয়া হয়। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীকে দু'বছরের বেশি সময় ধরে অজয় উত্ত্যক্ত করছে বলে অভিযোগ। এমনকি বুধবার গভীর রাতে তরুণীর বাড়ির দেওয়াল টপকে ঢুকে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করে সে। এরপর তরুণীর পরিবার সহ আশপাশের মানুষজন বাইরে বেরিয়ে এসে অজয়কে মারধর করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু ক্রুদ্ধ অজয় পালটা মার দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়। বৃহস্পতিবার রাতে কাজ সেরে দাদার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন ওই তরুণী। অভিযোগ, সেই সময় তাঁর রাস্তা আটকে দাঁড়ায় অজয়। তরুণীকে হেনস্তার চেষ্টার পাশাপাশি গালিগালাজও করে সে। মেয়েটির দাদা এর প্রতিবাদ করলে অজয় তাঁকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। তাঁদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এলে অজয় পালিয়ে যায়। সেই রাতেই আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের হয়। তার ভিত্তিতে অজয়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

লরিতে চিপস, আড়ালে মোষ পাচারের চেষ্টা

চোপড়া, ৬ জুন : লরি ভর্তি চিপসের প্যাকেট। আর তার আড়ালেই মোষ পাচারের ছক কষেছিল চার তরুণ। তবে পাচারকারীদের সেই চেষ্টা ভেস্তে দেয় চোপড়া থানার পুলিশ। শুক্রবার বিহারের আরারিয়া থেকে আসা অসমমুখী একটি মোষবোঝাই লরি আটক করা হয়। ওই লরিতে চিপসের প্যাকেটের আড়ালে মোষ পাচার করতে গিয়ে পাকড়াও হয় জুলহাস আলি, রাসেদুল ইসলাম, বাসিরুল আলি ও রকিবুল হক নামে চার তরুণ। তাদের প্রত্যেকেরই বাড়ি অসমের গড়বেতায়। শনিবার তাদের ইসলামপুর আদালতে তোলা হবে।

চোপড়ায় জাতীয় সড়কের সুভাষনগর এলাকায় এদিন সকালে একটি লরি আটক করে পুলিশ। লরিতে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় সকলের। লরির ওপরের অংশে চারপাশে চিপস ও নুডলসের প্যাকেটে সাজানো ছিল। তবে চিপস ও নুডলসের প্যাকেট সরাতেই দেখা যায়, ওই লরির ভেতরে রয়েছে ২০টি মোষ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চোপড়া থানার পুলিশ লরিটিকে প্রথমে চোপড়া বাসস্টপে আটকানোর চেষ্টা করে। তবে সেখানে লরিটিকে আটকাতে পারেনি পুলিশ। পুলিশের হাত এড়িয়ে লরি ভর্তি মোষ নিয়ে পাচারকারীরা পালানোর মরিয়া চেষ্টা করে। তবে শেষপর্যন্ত ওই এলাকা থেকে কিছুটা দূরে জাতীয় সড়কের ওপর চোপড়ার সুভাষনগরে লরিটিকে থামাতে সক্ষম হয় পুলিশ। বাইরে থেকে চিপসবোঝাই গাড়ি মনে হলেও ওই গাড়িতে তল্লাশি চালাতেই লুকিয়ে রাখা মোষগুলি দেখতে পাওয়া যায়। লরির পেছনের অংশ থেকে চিপসের প্যাকেট সরাতেই দেখা যায়, প্যাকেটের নীচে গাদাগাদি করে চাপানো ২০টি মোষ রয়েছে। পুলিশ লরিটিকে বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চোপড়া থানার পুলিশ জানতে পেরেছে, এই মোষগুলি অবৈধভাবে অসমে পাচার করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আম উৎসবে উৎসাহী খুদে পড়ুয়ারা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

'খুনি' ছেলের ফাঁসি চাইছেন বাবা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ জুন : কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কদাপি নয়। এই আপ্তবাক্যটা কুসুম রায় শোনেননি। কিন্তু তিনি জীবনের প্রাথমিক পাঠ থেকেই ছেলের অন্যায়কে সমর্থন করছেন না। 'খুনি' ছেলের কঠোর শাস্তি চাইছেন। আর ময়নাগুড়ির ব্রহ্মপুরে তরুণ খুনে মূল অভিযুক্ত পরিমলের বাবা যোগেন রায় আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, 'ছেলের জন্য আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। ও দোষী প্রমাণিত হলে ওর ফাঁসি হোক।'

বাড়ির দাওয়ায় বসে পরিমলের বাবা ও মা।

শুক্রবারও বাড়ির দাওয়ায় বসে বিড়বিড় করছিলেন কুসুম, 'তখন সবে ভোর হয়েছে। বাড়ির অন্য কারও ঘুম ভাঙেনি। ঘুম থেকে উঠে উঠোনে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ বৌমা আর ছোট নাতিকে সঙ্গে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে এসে ছেলে বলল, কাল রাতে আমায় একজন মারতে এসেছিল। আমি ওকে খুন করে দিয়েছি। আমরা পালিয়ে যাচ্ছি। এইটুকু কথা বলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়ির পিছনদিকে নীচু জলকাদাভরা জায়গা পেরিয়ে পালিয়ে গেল তিনজন।' কুসুম বলেন, 'ওই দিনের পর থেকে আমাদের জীবনটাই বদলে গিয়েছে। বারবার খুনে অভিযুক্ত ছেলে, বৌমার খোঁজে বাড়িতে পুলিশ আসছে। আমাদেরও জেরার জন্য থানায় নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবরকমভাবে পুলিশকে সহযোগিতা করছি। ছেলে কোথায় পালিয়েছে, তা জানা নেই। আমাদের আশা, পুলিশ দ্রুত পরিমল ও সংগীতাকে গ্রেপ্তার করবে। আমরা চাই ওদের কঠোর শাস্তি হোক।'

ওই পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেক বছর ধরেই পরিমল অসমে কাজ করে। সেখানেই সংগীতার সঙ্গে পরিচয়। পরবর্তীতে সংগীতাকে বিয়ে করে ময়নাগুড়ি ব্রহ্মপুর লাগোয়া পাহাড়পুর এলাকায় পৈতৃক বাড়িতে সংগীতাকে নিয়ে আসে পরিমল। কিন্তু সংগীতার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের গোলমাল লেগেই থাকত। কুসুম বলেন, 'এই বাড়িতে থাকাকালীন বৌমা একাধিকবার আমার গায়ে হাত তুলেছে।' পরবর্তীতে ব্রহ্মপুর বাজার এলাকায় বাড়ি করে পরিমল। সেসময় সহকর্মী গৌতমের থেকে টাকা ধার করেছিল পরিমল। এমনটাই পুলিশকে জানিয়েছেন মৃত গৌতমের বাবা দীপেন রায়। তবে গৌতমকে তাঁরা চিনতেন না বলে জানিয়েছেন পরিমলের মা ও বাবা।

যোগেশ বলেন, 'লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না। কেউ অন্যায় করে থাকলে পরিমল আইনের দ্বারস্থ হতে পারত। কিন্তু মানুষ খুন আমরা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছি না। আমরা চাই আইনের মাধ্যমে ওর ফাঁসির সাজা হোক।'

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তদন্ত সঠিকপথেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বাবলু রায় বলেন, 'খুনের ঘটনার পর এলাকায় এখনও চাপা আতঙ্ক রয়েছে।'

থানায় অভিযোগ দায়ের, আটক এক

চুরির অভিযোগে পিটিয়ে খুন

রাহুল মজুমদার

ফাঁসিদেওয়া, ৬ জুন : প্যান্ডেলের বাঁশ চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে। বিধাননগরের কামাদগছের ঘটনা। মৃতের নাম মঙ্গল টুডু (৫০)। শুক্রবার ভোরে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। মৃতের ছেলে ইতিমধ্যে ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে।

মৃতের ছেলে স্বপন টুডুর (২৮) বক্তব্য, 'আমার বাবাকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার তিন-চারজন মাতব্বর। ওদের কড়া শাস্তি চাই। আমি পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি।' ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ জানিয়েছেন, একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার সকালে। সেদিন এলাকার একটি প্যান্ডেল থেকে বেশ কয়েকটি বাঁশ চুরির অভিযোগ ওঠে মঙ্গলের বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় কয়েকজন মাতব্বর তাঁর বাড়িতে এসে চড়াও হয়। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে। এরপর মঙ্গলকে ঘর থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে অভিযুক্তরা। বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ওই সময় মৃতের ছোট ছেলে বাড়িতে ছিল। সে জানিয়েছে, মারধরের পর মঙ্গলকে বাড়িতে রেখে যায় অভিযুক্তরা। ছোট ছেলে দুপুরের দিকে দেখে, বাবার অবস্থা খারাপ। সে তড়িঘড়ি পুরো বিষয়টি ফোনে দাদাকে জানায়। খবর পেয়ে বাড়িতে আসেন স্বপন। তিনি মঙ্গলকে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। শুক্রবার ভোরে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। এরপর থানায় যান স্বপন। পুলিশকে সবটা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এক অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। বাকিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

মারধর

- বৃহস্পতিবার সকালে একটি প্যান্ডেল থেকে বাঁশ চুরির অভিযোগ ওঠে মঙ্গলের বিরুদ্ধে
- স্থানীয় কয়েকজন মাতব্বর তাঁর বাড়িতে এসে চড়াও হয়
- এরপর মঙ্গলকে ঘর থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে অভিযুক্তরা
- বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর
- শুক্রবার ভোরে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে

আফগান তরুণীদের খোঁজ নিল মহিলা কমিশন

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : শুক্রবার শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগার পরিদর্শন করল মহিলা কমিশনের তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল। দলটি সংশোধনাগারের মহিলা আসামিদের সঙ্গে কথা বলে। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার জামিন পাওয়া দুই আফগান তরুণীর ব্যাপারেও খোঁজখবর নেওয়া হয়। আফগান তরুণী সম্পর্কে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, 'এটা এখনও বিচারাধীন বিষয়। তাই এ ব্যাপারে বেশি কিছু বলার নেই। তবে যেটা শুনেছি, পুলিশ কোনও সন্দেহে ওই দুই আফগান তরুণীকে গ্রেপ্তার করেছিল। তবে তাঁরা জামিন পেয়ে গিয়েছেন।'

শুক্রবার সকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সংশোধনাগারে আসেন। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তাঁরা সংশোধনাগারের কর্মীদের পাশাপাশি মহিলা আসামিদের সঙ্গেও কথা বলেন। সূত্রের খবর, পরিদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল আফগান তরুণীদের সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া। সেক্ষেত্রে ঠিক কী ঘটনায় ওই দুই তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ছাড়া পাওয়ার পর তাঁরা কোথায় গিয়েছেন, এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিশেষ সংশোধনাগার ঘুরে সন্তোষ প্রকাশ করেছে প্রতিনিধিদলটি।

পুড়ল ঘর

চোপড়া, ৬ জুন : চোপড়া থানার কাঁঠালবাড়ি গ্রামে শুক্রবার দুপুরে বশিরুল হক নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে আগুন লেগে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসীদের তৎপরতায় ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও মুহূর্তের মধ্যে একটি রান্নাঘর ও একটি শোয়ার ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।

নিখোঁজ দুই গৃহবধূ

ময়নাগুড়ি, ৬ জুন : পৃথক দুই গৃহবধূ নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পানবাড়ি এবং খাগড়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হঠাৎ কলোনির ঘটনা। শুক্রবার দুটি পরিবারের তরফে ময়নাগুড়ি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

এখনও গান্ধি পরিবারের ভক্ত শংকর

বাগডোগরা, ৬ জুন : আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পর শংকর মালাকার শুক্রবার ঘাসফুল কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে ভেসে গেলেন। শংকর বললেন, 'আমি আপ্লুত। আমার প্রিয় লোকজনকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে চাই।

বাগডোগরা

আগামীদিনে সকলকে নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই। গান্ধি পরিবার ছেড়ে তৃণমূলে এলেও ওই পরিবারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এখনও আছে।'

বাগডোগরা বিমানবন্দরে এদিন শংকরকে স্বাগত জানাতে অসীম অধিকারী, দীপক শীল, কাজল ঘোষ, জয়ন্ত সাহা, রফিকুল ইসলাম, জয়ন্ত কর, আনন্দ ঘোষ, অভিজিৎ পাল, ব্রজকান্ত বর্মনের মতো তৃণমূল নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ফিরলেন শংকর মালাকার।

মেঘের দেশে।। *সিকিমের রাবাংলায় ছবিটি তুলেছেন অভীক চৌধুরী।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জঞ্জালে ঝোরার 'দমবন্ধ'

পরিবেশ দিবসের পরও বদলায়নি ছবি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : শালবাড়ি বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন অনীশ থাপা। রাস্তার ধারে চোখে পড়ল আবর্জনার স্তূপ। পাশের জনকে বললেন, 'বিশ্ব পরিবেশ দিবসের পরও রাস্তার যদি এমন পরিস্থিতি থাকে, তাহলে আর কিছু বলার নেই।' একই দৃশ্য দেখা গেল নকশালবাড়ির খিমচিঝোরা এলাকাতেও। সেখানেও আবর্জনার স্তূপ। বৃহস্পতিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে কেন্দ্র করে নানা কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিল শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার সংগঠন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তর। কিন্তু কোথাও যেন ব্রাত্যই থেকে গেল শহর সংলগ্ন ঝোরাগুলোর একটা বড় অংশ। শালবাড়ি থেকে শুরু করে নকশালবাড়ি, পরিস্থিতি একই।

আবর্জনায় ভরেছে রাজপ্রহরীঝোরা। - সংবাদচিত্র

পরিবেশ দিবসে সারাদিন পরিবেশ রক্ষার কথা বলা হলেও দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পায়নি মহকুমা পরিষদ এলাকার বিভিন্ন ব্লক এলাকার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝোরাগুলো। শহর সংলগ্ন জাতীয় সড়ক ধরে শালবাড়ি এলাকায় গেলেই একপাশে চোখে পড়বে রাজপ্রহরীঝোরা। দীর্ঘদিন ধরেই এই ঝোরাটি লড়াই করে চলেছে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য। পরিবেশ দিবসের পরও সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হল না। রাস্তার ধার বরাবর চলতেই নজরে পড়ল, আবর্জনার স্তূপে ভরে রয়েছে ঝোরার গতিপথ। নাকে কাপড় দিয়েই যাতায়াত করতে হয় স্থানীয়দের।

হতাশ সুরে অনুপ শর্মা বললেন, 'এলাকারই কিছু মানুষ এভাবে ঝোরাটিকে নালায় পরিণত করেছেন। বিভিন্ন সময় এলাকায় সচেতনতা প্রচার চালানো হলেও লাভ কিছুই হয়নি। বাইরে থেকেও অনেকেই আবর্জনা নিয়ে এসে ফেলে চলে যাচ্ছে। শুধু আবর্জনাই নয়, ঝোরার গতিপথের একাংশ দখল করে সেখানে দোকানপাটও গজিয়ে উঠেছে। নকশালবাড়ি এলাকাজুড়ে থাকা ৫টি ঝোরাই এক্ষেত্রে বড় উদাহরণ। পরিস্থিতি এক মাটিগাড়ার পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঝোরাটিরও। আবর্জনার জেরে সেই ঝোরাটির দমবন্ধকর অবস্থা।

হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'আমরা মহকুমা পরিষদে গিয়ে ঝোরাগুলির পরিস্থিতি নিয়ে আলোকপাত করার জন্য চিঠি দিয়েছি। ঝোরাগুলোর অবস্থা না ফেরালে তীব্র জলকষ্টে ভুগতে হবে গোটা মহকুমা পরিষদ এলাকাকে। নদীগুলোর অবস্থাও যে ভালো নেই।'

মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'আমরা পুরো বিষয়টি নিয়ে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। ঝোরাগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য বলা হবে সেচ দপ্তরকে।'

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ইঁদুরের উৎপাত

চোপড়া, ৬ জুন : চোপড়ার কালাগছ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ইঁদুরের উৎপাতে নাজেহাল অবস্থা তৈরি হয়েছে। গতবছর থেকে ওই কেন্দ্রে ইঁদুরের উৎপাত শুরু হয়। ঘরের বাইরে থেকে সুড়ঙ্গ করে রীতিমতো পাকা মেঝে ফুটো করে বেরিয়ে আসছে সেগুলো। দিনের পর দিন এভাবে চলায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘরের মেঝে দুর্বল হয়ে পড়েছে। একইভাবে রান্নাঘরেও ইঁদুরের উৎপাত বেড়েছে। অভিভাবকরা এ অবস্থায় শিশুদের পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। ইঁদুর থাকার কারণে সাপ আসার আশঙ্কাও করছেন অনেকে। পাশাপাশি, ঘরের মেঝেটি দুর্বল হয়ে বসে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা কমল মাহাতো বলেন, 'ওই কেন্দ্রে আমার ছেলে পড়ে। অনেকদিন ধরে কেন্দ্রটিতে ইঁদুরের উৎপাত চলছে। ঘরের মেঝে প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। তাছাড়া এভাবে চলতে থাকলে যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে।' ওই কেন্দ্রের কর্মী রত্না রায় বলেন, 'প্রতিদিন সমস্যা বাড়ছে। শিশুদের কথা ভেবে ঘরে ইঁদুর মারার ব্যাপারে কীটনাশক ব্যবহার করিনি। ঘরের সমস্যার বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নজরে আনা হয়েছে।' চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন।

থমকে মেচি নদীবাঁধের কাজ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৬ জুন : গত চার বছর ধরে থমকে 'মেচি রিভার প্রোটেকশন স্কিম'। এর আগে বন দপ্তরের অনুমতি না মেলায় মেচি নদীতে বাঁধ তৈরির কাজ আটকে ছিল। তারপর সেই অনুমতি মিললেও কাজ শুরু হয়নি। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের মনে। ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী এই এলাকার মানুষ আজও তাই বর্ষা এলেই ভয়ে থাকেন। স্থানীয় বাসিন্দা বিক্রম সুব্বার কথায়, 'গত বছর নদীভাঙনে বহু কৃষিজমি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল। এবার দ্রুত বাঁধ না দিলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে। তাই আমাদের দাবি, মেচি রিভার প্রোটেকশন স্কিমের কাজ দ্রুত শুরু করা হোক।'

শিলিগুড়ি মহকুমার সেচ দপ্তরের তরফে চার বছর আগে খড়িবাড়ি ব্লকের মদনজোত থেকে নকশালবাড়ি ব্লকের মানঝা পর্যন্ত মেচি নদীর তীরে ৪ হাজার মিটার পাথরের বাঁধ তৈরির প্রকল্প নেওয়া হয়। কাজ শুরু হয় ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রকল্পের পোশাকি নাম 'মেচি রিভার প্রোটেকশন স্কিম'। বাঁধটির ওপর পাথরের পিচিং সহ প্রায় ১৪ ফুট লম্বা রাস্তাও তৈরি করা হয়। সেই রাস্তা দিয়ে এসএসবি জওয়ানরা যানবাহন নিয়ে টহলদারিও চালান। প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় ১২ কোটি টাকা। এরপর কাজটি থমকে যায় কিলারাম, বড় মণিরামজোত এলাকায়। এতে প্রতিবছর বর্ষা এলেই ওই এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় একাধিক কৃষিজমি। স্থানীয় কৃষক নীরেন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'বর্ষা এলেই আমাদের রাতের ঘুম উড়ে যায়। নদীর জল এলাকায় ঢুকে যায়। দু'দিকে বাঁধ থাকলেও মাঝখানে বাঁধ নেই। ফলে মেচি নদীর জল খুব সহজেই এলাকায় ঢুকে যায়।' মণিরামের প্রধান গৌতম ঘোষও একই কথা বললেন। গত বছরের ক্ষতি দেখে সেচ দপ্তরকে বাঁধের কাজ শেষের দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। টাকার অভাবে নাকি কাজ আটকে রয়েছে বলে জানানো হয় তাঁকে।

শিলিগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, যে এলাকায় বাঁধের কাজ আটকে ছিল, সেটা বন দপ্তরের জায়গা। প্রথমে বন দপ্তর অনুমতি না দেওয়ায় কাজ এগোয়নি। পরে অবশ্য অনুমতি দেওয়ার পরেও কাজ শুরু হয়নি। এনিয়ে নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজকে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনও উত্তর মেলেনি।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের সাফাই, 'প্রকল্পটি রাজ্য সরকারের নয়, কেন্দ্রের প্রকল্প। তাই বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারব না।' সেচ দপ্তরের আধিকারিক জানালেন, প্রকল্পটি তাঁদের প্ল্যানিংয়ে রয়েছে। তবে কাজ কেন বন্ধ রয়েছে, সেটা খতিয়ে দেখবেন তিনি।

অনুপ্রবেশের 'সেফ' করিডর দিনহাটা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৬ জুন : দিনহাটার সীমান্ত কি তাহলে অনুপ্রবেশের 'সেফ' করিডর হয়ে উঠেছে। গত সাতদিনে দিনহাটা পুলিশের হাতে ৪৪ জন বাংলাদেশি গ্রেপ্তারের পর সেই প্রশ্নই এখন বড় আকারে দেখা দিয়েছে পুলিশ প্রশাসনের কাছে। ভৌগোলিক দিক থেকে দেখলে দিনহাটার তিন দিকেই রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। দিনহাটা গিতালদহ-১, গিতালদহ-২ থেকে দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ এবং সিতাই বেশ কিছু অংশ জুড়ে রয়েছে কাঁটাতার ঘেরা সীমান্ত। তবে গিতালদহের-২ এর পঞ্চধ্বজি, দরিবস ও জারিধরলার প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা একেবারে উন্মুক্ত। তেমনি সিতাইয়ের বেশ খানিকটা অংশও উন্মুক্ত। এর ফলে ওই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে পাচার নানা ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জের একেবারে রাজ্য সড়কের ধারেই রয়েছে সীমান্ত। কোথাও সেই সীমান্ত উঁচু কোথাও আবার নীচু। এর ফলে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা যেন স্বাভাবিক। আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে দালালচক্রের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ ঘটছে অহরহ। কোথাও কি যারা গোরু পাচার করছে তারাই আবার মানব পাচার করছে না তো? সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, 'সীমান্ত এলাকায় টহলদারি আছে বলেই তো ধরা পড়ছে। তবে তাদের সঙ্গে দালালচক্রের যোগাযোগ রয়েছে কি না তা বলতে পারব না। তবে যাদের ধরা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের বাড়ি দিনহাটা সীমান্ত লাগোয়া বাংলাদেশের গ্রামে। সেকারণেই তারা ওই পথ দিয়ে ফিরতে মরিয়া ছিল।'

ফাইল চিত্র।

গত ৩০ মে দিনহাটা স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে ২৮ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। যারা দিনহাটার সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। কেউ ২০ বছর আগে তো কেউ আবার ১২ বছর আগে এসে দিল্লি, হরিয়ানার ইটভাটায় কাজ করছিল। পুলিশের ধরপাকড় শুরু হতেই তারা দেশে ফিরতে চায়। গত ২ জুন ফলিমারি স্টেশন থেকে ১৬ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ জানতে পারে দিনহাটার সীমান্ত লাগোয়া বাংলাদেশের গ্রামেই তাদের বাড়ি। তাদের অনুপ্রবেশ নিয়ে এক্ষেত্রে বিএসএফ থেকে পুলিশ প্রশাসন সকলের ভূমিকায় উঠছে প্রশ্ন।

যদিও বরাবরের মতোই এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বিএসএফের কোর্টেই বল ঠেলেছেন। উদয়নের কথায়, 'দিনহাটা-১ ব্লকের গিতালদহ-২ কিছুটা এলাকা ছাড়া দিনহাটা-২ ব্লকের সর্বত্রই ফেন্সিং রয়েছে। তাহলে যদি অনুপ্রবেশ ঘটেই থাকে তাহলে তার দায় কার? কোনও দালালচক্র যদি করেও থাকে তার সঙ্গে বিএসএফের মদত রয়েছে। না হলে যেদিক দিয়ে একটা বিড়াল যেতে পারবে না সেদিক দিয়ে মানুষ কী করে ঢুকবে?' উদয়নের দাবি, সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ যতটা না স্বচ্ছন্দ, পুলিশ ততটা নয়, তাই অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফকে সক্রিয় হতে হবে।

যদিও বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, 'বিষয়টি দিনহাটা থানার অধীন, তারা নিশ্চয় বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। তবে কেউ গ্রেপ্তার হওয়ার পর কিছু বলতেই পারে, তাতে সবটা প্রমাণ হয় না। আমরাও বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নই, খোঁজ নিয়ে দেখেই তবে এবিষয়ে কিছু বলা যাবে।'

কর্মীসভায় মদন

কিছু কর্মী তৃণমূলকে খুবলে নিয়েছেন

কলকাতা, ৬ জুন : কিছু কর্মী আছেন যাঁরা দলটাকে খুবলে নিয়েছেন, কর্মীসভা থেকে এভাবেই দলের একাংশকে নিশানা করলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। এর আগে আইপ্যাক প্রসঙ্গে তাঁর বিরূপ মন্তব্য নিয়ে দলের অন্দরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তারই মধ্যে সম্প্রতি দলের কর্মীসভা থেকে ফের বিতর্কিত মন্তব্য করলেন মদন। দলের একাংশের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, আমি জানি না অন্য কোথায় কে কী বলবে। এখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে ৪০ শতাংশ তৃণমূলের দেওয়া চাকরি পেয়েছেন।' সাম্প্রতিক সময়ে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে চাপে পড়েছে রাজ্য সরকার। এই প্রেক্ষিতে মদনের মন্তব্যে সরকারি চাকরিতে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলছেন বিরোধীরা।

নজরুল মঞ্চে তৃণমূলের কর্মীসভা ছিল। সেখানে মদন মিত্র ছাড়াও ছিলেন পার্থ ভৌমিক, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায় সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা। এই কর্মসূচিতে কামারহাটি পুরসভার বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার অনুপস্থিত থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন মদন। তিনি বলেন, 'সায়ন্তিকার বক্তব্যের পর একে একে হল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন একাধিক কাউন্সিলার। অনেক কাউন্সিলার আছেন যাঁরা পর পর পাঁচটি বৈঠকে অংশগ্রহণ

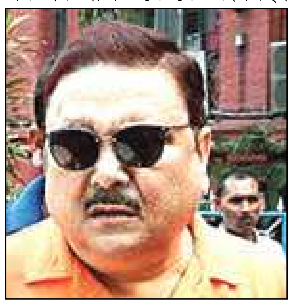

করেননি। কী ভাবছেন, হরিদাস পাল। গা থেকে এখনই তৃণমূলের জামাটা খুলে নেওয়া হলে ও কাউন্সিলার পদটা সরিয়ে দেওয়া হলে পাড়ার কুত্তাটাও পায়ে কামড় দেবে।' অনুপস্থিত থাকা কর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মদন। তিনি বলেন, 'অবিলম্বে বিধায়কের অফিসে রিপোর্ট দেবেন। প্রতি তিনদিন অন্তর ওয়ার্ড থেকে রিপোর্ট নিন কজন কর্মী আসছেন। দলের কাছে আমার নামে অভিযোগ হতে পারে এসব বলার জন্য। তাও বলছি।'

কয়েকমাস আগে আইপ্যাকের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে দলের কাছে ক্ষমা চাইতে হয় মদনকে। তারই মধ্যে দলীয় কর্মীসভা থেকে তাঁর মন্তব্য ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। তিনি এও অভিযোগ করেছেন, 'যাঁরা কিছুই পাননি তাঁরাও দলের জন্য কাজ করেছেন। তাঁরা কী ভাবছেন সেটাও ভাবা দরকার।' মদন মিত্রকে কটাক্ষ করে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'উনি কখন কী বলেন তার ঠিক নেই। ওঁর সব কথার জবাবও দিতে নেই।' বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা শংকর ঘোষ বলেন, 'ওঁর মন্তব্য করতেও দেরি নেই, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পালটি খেতেও দেরি নেই। আসলে উনি প্রথমে যা বলেন সেটা ঠিক। ঝাড় খেয়ে পরে অন্য মন্তব্য করেন।'

ছুড়ছিস ছোড়, জলে ফেলিস না... শুক্রবার নদিয়ায়। ছবি - পিটিআই

জগন্নাথের প্রসাদ বিলি, ওবিসি বিল নিয়ে বেকায়দায়

রথযাত্রায় পালটা বাজি শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ জুন : ওবিসি বিল আর জগন্নাথ মন্দির, মমতার দুই তাসেই ২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে সরকার বদলের স্বপ্নে অশনিসংকেত দেখছে বিজেপি। পালটা চালে রথযাত্রাকে নিয়ে হইচই ফেলে দিতে চান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির হিসেবে, লোকসভা ভোটের থেকে ৪-৫ শতাংশ হিন্দুভোট বাড়াতে পারলেই রাজ্যে সরকার গড়তে পারবে বিজেপি। আর তার জন্য হিন্দু ভোটকে একছাতার তলায় নিয়ে আনাই লক্ষ্য বিজেপির। সম্প্রতি নেতাজি ইন্ডোরে দলের বিজয় সংকল্প সভায় ২৬-এ বিজেপির সরকার গড়তে সেই অঙ্কই দলের নেতা-কর্মীদের মনে করিয়ে দিয়েছেন অমিত শা। কিন্তু ওবিসি বিলের সংশোধনী ও দুয়ারে র‍্যাশনের মাধ্যমে জগন্নাথের প্রসাদ বিলির পরিকল্পনায় অশনিসংকেত দেখছে পদ্মশিবির।

গত লোকসভা ভোটে বিজেপির ভোটপ্রাপ্তি ছিল ৩৯ শতাংশ। তৃণমূলের ৪৪ শতাংশ। ২৯৪টি বিধানসভার মধ্যে ৯৭টিতে এগিয়ে বিজেপি। ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে ১৪৩টি বিধানসভায়। রাজনীতির এই অঙ্ককে মাথায় রেখে ২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দুত্বের পোস্টারবয় হয়ে হিন্দুভোটকে একজোট করতে পাখির চোখ করেছেন শুভেন্দু। সেই অঙ্কে রামনবমী থেকে বাংলাদেশ বা মুর্শিদাবাদের হিন্দু নিধন একসূত্রে গাঁথা। বিজেপির এই কৌশল ভেস্তে দিতে পালটা চাল দিতে প্রস্তুত মমতাও।

বিজেপির আশঙ্কা, আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে যে সংশোধনী আনতে চলেছে সরকার, ভোটের আগে তা কার্যকর হলে মুসলিম ভোটব্যাংক সুনিশ্চিত করে ফেলবে তৃণমূল। বিলে সংশোধনী এনে ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় কার্যত সব মুসলিম সাবকাস্টকে অন্তর্ভুক্ত করাই তৃণমূলের লক্ষ্য। তার জন্য শীর্ষ আদালতের নির্দেশে রাজ্য একটি সমীক্ষাও করেছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন দাবি করেছেন, ২০১০-এ ৯৯টি অনুমোদিত সাবকাস্টের মধ্যে ৩৬টি ছিল মুসলিম। এবার যে ১৮০টি সাবকাস্টকে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে সরকার, সেখানে মুসলিম সাবকাস্টের সংখ্যা ১১৯। শুভেন্দুর দাবি, এর ফলে মাহিষ্য, তিলি, কুম্ভকার, কুর্মির মতো ওবিসি হিন্দু ওবিসিরা সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। সতর্ক করে ফের বলেন, ' এরপরেও রাজ্যের হিন্দুরা যদি বিভক্ত থাকেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।' বিধানসভায় এই বিল পাশে বিরোধিতা করবে বিজেপি।

এরই সঙ্গে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ বিলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনব পরিকল্পনা ভাবাচ্ছে শুভেন্দুকে। এদিন প্রসাদ বিতর্কে তিনি বলেন, 'ওবিসি করে মুসলিমভোট আর গজা, প্যাঁড়া খাইয়ে কিছু হিন্দুভোট এটাই লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রীর।' জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনের ঘোষণাতেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে জগন্নাথের প্রসাদ খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন তা কার্যকর করতে ১৭ জুন থেকে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দুয়ারে র‍্যাশনের মাধ্যমে হিন্দু পরিবারদের কাছে বিনামূল্যে মন্দিরের ছবি সহ জগন্নাথের প্রসাদ পাঠাবে রাজ্য সরকার। একে হিন্দুদের বিশ্বাস ও আস্থার ওপর আঘাত বলে সমালোচনা করলেও জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে হিন্দু আবেগের কথা মাথায় রেখে শুভেন্দুকে বলতে হয়েছে, 'পচে না গেলে একে মমতার পাঠানো মিষ্টি বলে খান। জগন্নাথের প্রসাদ হিসাবে নয়।'

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে শুভেন্দু অধিকারী। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমতা রক্ষার দাবি

কলকাতা, ৬ জুন : ইদের আগে রাজ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদযাপনে সমতা রক্ষার কথা মনে করিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর মতে, হিন্দুদের রামনবমী, দোল, দুর্গোৎসব সব অনুষ্ঠানেই নানা ধরনের বিধি চালু করেছে রাজ্য সরকার। রামনবমীর মিছিল কোন রাস্তা দিয়ে যাবে, দোলে কাকে রং দেওয়া যাবে আর কাকে দেওয়া যাবে না, বিসর্জনের দিন বিসর্জন হবে না মহরমের মিছিল হবে সেই নির্দেশিকাও দিচ্ছে প্রশাসন। অথচ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নিয়ে হেলদোল নেই ।

শুভেন্দুর কথায়, 'ইদ উদযাপনে কার্যত খোলা মাঠ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই উদযাপনে সমতা থাকুক।' শুভেন্দু বলেন, 'বকরি ইদে হাইকোর্ট ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের নির্দেশিকা রয়েছে। আমরা দেখতে চাই, সেই নির্দেশিকা পালনে রাজ্য প্রশাসন কতটা তৎপর।'

মিড-ডে মিলেও সংঘাত

চাহিদা কমেছে রাজ্যে, পালটা দাবি শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ জুন : রাজ্যের স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে মিড-ডে মিলের চাহিদা কমছে। কেন্দ্রীয় এই রিপোর্টকে খারিজ করল রাজ্য। সম্প্রতি একটি কেন্দ্রীয় রিপোর্টে গত শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের ৩১ শতাংশ পড়ুয়া মিড-ডে মিল খায়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। কারণ জানতে ৩০ জুনের মধ্যে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কেন্দ্র। আবার সেই সূত্রেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিড-ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যার বিরুদ্ধে পালটা সওয়াল করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

২০২৪-'২৫ শিক্ষাবর্ষে মিড-ডে মিলের জন্য রাজ্যে নথিভুক্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৪৬ জন। তার মধ্যে মিড-ডে মিল পেয়েছে ৭৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৪৬ জন। শতাংশের হিসেবে ৬৯ শতাংশ। অর্থাৎ ৩১ শতাংশ পড়ুয়া মিড-ডে মিল পায়নি। আবার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ বেশ কিছু জেলায় এই সংখ্যাটা প্রায় অর্ধেক। এই পরিস্থিতিতে ২০২৫-'২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য মিড-ডে মিল চেয়ে কেন্দ্রের কাছে ৮০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর তালিকা পাঠিয়েছে। বিরোধীদের দাবি, এই তথ্যই বলছে রাজ্যে মিড-ডে মিলের প্রতি আকর্ষণ হারাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। কারণ, মিড-ডে মিলের গুণগত মানের অবনতি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'রাজ্যের ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী মিড-ডে মিল খায় না। কেন্দ্র এই খাতে রাজ্যকে ৪ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। তা খরচই করতে পারছে না রাজ্য।' মিড-ডে মিলের সেই টাকা কোথায় যাচ্ছে বলে রাজ্যের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন, এব্যাপারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে তথ্য সহ অভিযোগ জানিয়েছি। অভিযোগ, একশো শতাংশ ছাত্র দেখিয়ে কেন্দ্রের থেকে টাকা নিচ্ছে রাজ্য। অথচ স্কুলে পড়ুয়াই নেই।

সুকান্ত, শুভেন্দুদের অভিযোগ উড়িয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু পালটা তথ্য দিয়ে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে মিড-ডে মিল নিয়ে যে গেল গেল রব উঠেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। বিহার, গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গের পারফরমেন্স অনেক ভালো।'

রাজ্যের ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী মিড-ডে মিল খায় না। কেন্দ্র এই খাতে রাজ্যকে ৪ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। তা খরচই করতে পারছে না রাজ্য।

সুকান্ত মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে মিড-ডে মিল নিয়ে যে গেল গেল রব উঠেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। বিহার, গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের থেকে পশ্চিমবঙ্গের পারফরমেন্স অনেক ভালো।

ব্রাত্য বসু

কাশ্মীর যাচ্ছে সিপিএম, দলে বাংলার ৪ জন

কলকাতা, ৬ জুন : তৃণমূলের পর কাশ্মীরের সীমান্ত এলাকায় প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে সিপিএম। ১০ ও ১১ জুন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীরে যাবে ওই দল। পহলগাম কাণ্ডে নিহত ও আহতদের পরিবারের সঙ্গে গিয়ে কথা বলবেন ওই দলের সদস্যরা। সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন তাঁরা। সূত্রের খবর, ওই দলে থাকছেন সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। পলিটব্যুরো থেকে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যের তিন জন পলিটব্যুরো সদস্যকে পাঠানো হবে। তবে ওই প্রতিনিধি দলে থাকছেন না সিপিএমের রাজ্য

সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। শুক্রবার তিনি বলেন, 'এই প্রতিনিধি দল ওই এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত, প্রতিবাদী, নিহতদের পরিবার, সম্প্রীতির বার্তা যাঁরা তুলে ধরছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন, সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।'

এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের অবস্থান প্রসঙ্গেও খোলসা করেন। তিনি জানান, কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে ইতিমধ্যেই সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা কংগ্রেসের হয়ে প্রচারে নেমেছেন। কংগ্রেস চাইলেই আগামী দিনে তাঁরা সমঝোতা টিকিয়ে রাখবেন। ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর একজন ও রাজ্য কমিটির তিনজন সদস্যকে। '২৬-এর নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা'র সফর নিয়ে বঙ্গ বিজেপিকে কটাক্ষ করে সেলিমের দাবি, 'নির্বাচনের আগে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের অপদার্থতার কারণে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ডাকতে হচ্ছে।'

বকেয়া ডিএ'র হিসাব কষতে অ্যাপ চালু নবান্নের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ জুন : রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ দেওয়ার জন্য নবান্নকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যদিও এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ খোলেননি। তবে প্রতিটি কর্মচারীর বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ হিসাব করতে ইতিমধ্যেই অ্যাপ চালু করেছে রাজ্য সরকার। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ওই অ্যাপের মাধ্যমে কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র হিসাব অর্থ দপ্তরে পৌঁছে যাবে।

ফলে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সময়সীমার মধ্যে ডিএ রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা পাবেন কি না, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই বিধানসভার বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলেন কি না, সেদিকে নজর রয়েছে সকলেরই।

নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহেই অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হতে পারে।সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী রায়ে জানিয়েছিল, ৬ সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকারকে মিটিয়ে দিতে হবে। পরবর্তী শুনানি হবে অগাস্ট মাসে। তারপরই নড়েচড়ে বসল রাজ্য সরকার। অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই হিসাবনিকাশ শুরু হয়েছে।

প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রতিটি কর্মীর বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ হিসাব করার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য অর্থ দপ্তরের হাতে এসে পৌঁছে যাবে। তারপরই রাজ্য সরকার পরবর্তী পদক্ষেপ করবে। এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র পার্থক্য রয়েছে ৩৭ শতাংশ। বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মেটাতে রাজ্য সরকারের ভাঁড়ারে যথেষ্ট টান পড়বে।

বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারকে এমনিতেই যথেষ্ট আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছে। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। ফলে ভোটবাক্সের দিকে নজর রেখে রাজ্য সরকারকে আরও জনমুখী হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে বকেয়া ডিএ মেটানো রাজ্যের কাছে যথেষ্ট চাপের।

নবান্ন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেছেন। সেখানে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে, বকেয়া ডিএ-এর একাংশ পেনশন স্কিমে যোগ করে দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে এখনই মোটা অঙ্ক মেটাতে হবে না। কিন্তু অগাস্টে সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেয়, সেদিকে নজর রয়েছে নবান্নের।

ইতিমধ্যেই নরেন্দ্র মোদির সাক্ষাৎ চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্যই যে মমতার দরবার, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে নবান্ন। এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সাহায্য কিছু পাওয়া গেলে রাজ্যের আর্থিক সংকট মিটতে পারে। একই সঙ্গে পরিবহণ, আবগারি, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে রাজস্ব আদায় বাড়াতেও নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

সংস্কারে সাহায্য

কলকাতা, ৬ জুন : আলিপুরদুয়ারে গুরুত্বপূর্ণ ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের বীরপাড়ার কাছে ক্ষতিগ্রস্ত সেতু সংস্কারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাহায্য নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ওই বিভাগের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই সেখানে নদীর ওপর বিপর্যস্ত ওই সেতু পরিদর্শন করে এসেছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং ৬১-৬৪-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ০৫.০৬.২০২৫ (সিভিল ওয়ার্কস)। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং ১. টেন্ডার নং ৬১-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম: সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবগঞ্জ-এর অধীনে মহারাজপুর থেকে বিক্রমশীলা পর্যন্ত শাখায় (ফেজ-II) শাখা অংশের গতিবেগ ১৩০ কিমি প্রতিঘণ্টা পর্যন্ত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৩৪.০৫৬ কিমি সুরক্ষার জন্য বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ৩৩,৩৮,৭৮,২৯৮.৯৮ টাকা। ক্র. নং ২. টেন্ডার নং ৬২-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভাগলপুর-এর অধীনে বিক্রমশীলা থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত শাখায় (ফেজ-II) শাখা অংশের গতিবেগ ১৩০ কিমি প্রতিঘণ্টা পর্যন্ত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২৮.১৭৬ কিমি সুরক্ষার জন্য বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২৭,৬২,২৪,১৯৭.৪৪ টাকা। ক্র. নং ৩. টেন্ডার নং ৬৩-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধীনে জামালপুর থেকে কিউল পর্যন্ত শাখায় (ফেজ-II) শাখা অংশের গতিবেগ ১৩০ কিমি প্রতিঘণ্টা পর্যন্ত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২৫.৪৫ কিমি সুরক্ষার জন্য বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২৪,৯৪,৯৫,৩৩২.২৪ টাকা। ক্র. নং ৪. টেন্ডার নং ৬৪-এমএলডিটি- ২৫-২৬, কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধীনে ভাগলপুর থেকে জামালপুর পর্যন্ত শাখায় (ফেজ-II) শাখা অংশের গতিবেগ ১৩০ কিমি প্রতিঘণ্টা পর্যন্ত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২৮.১১ কিমি সুরক্ষার জন্য বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২৭,৫৫,৮১,৩৭৫.৩৮ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৭.০৬.২০২৫ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে (প্রতিক্ষেত্রে)। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড: www.ireps.gov.in / ডিআরএম কার্যালয়/মালদা টাউন (প্রতিক্ষেত্রে)।

MLD-79/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চিঠি আসে না, জঞ্জালের গাদায় ডাকবাক্স

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ জুন : বছর দশেক কেটে গিয়েছে। আর আসে না চিঠি। প্রিয়জনকে আর চিঠি লিখতে বসে না কেউ। লাল ডাকবাক্সগুলি শুধু অপেক্ষাতেই থাকে। এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারের যুগে দিন ফুরিয়েছে চিঠির।

এক সময় দিনে তিন-চারবার তালা খুলতে হত ডাক বাক্সের। সেখান থেকে চিঠি বের হয়ে চলে যেত জিপিও'র নানা খোপে। তারপর পাড়ি দিত দূরদূরান্তে। বেশ কয়েক দশক আগেও বিজয়ার পরে বাঙালির বাড়িতে গোছা গোছা পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড লেটার কেনা হত। কাগজে লেখা অক্ষরে বেঁচে থাকত সম্পর্ক। প্রযুক্তির যুগে চটজলদি বার্তা পাঠাতে ভরসা এখন হাতের মুঠোফোনে বন্দি মোবাইল অ্যাপগুলি। লালবাক্সগুলি এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐতিহ্যের প্রতীক। তাই নতুন নতুন পরিষেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের ধরে রাখতে হচ্ছে ডাক বিভাগকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম পরিবর্তিত হয়েছে। তাই ডাক পরিষেবাকে এখনও প্রাসঙ্গিক রাখতে নিত্যনতুন উদ্যোগ নিতে হচ্ছে ডাক বিভাগকে। ব্যাংকিং পরিষেবার দিকটি বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়।

কলকাতার জিপিও'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (বিডি) শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথনে সেই প্রসঙ্গই উঠে এল। তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগত চিঠি এখন খুব দুর্লভ। প্রায় দশ বছর ধরে চিঠি লেখার প্রচলন কমেছে। এখন ব্যক্তিগত চিঠি কেউ লেখে না বললেই চলে। সরকারি কাজকর্মের সূত্রে শুধুমাত্র স্পিড পোস্ট করা হয়, রেজিস্টার্ড পোস্ট বা পার্সেলও করা হয়।'

কাজের ধরন বদলে এখন বিভিন্ন আর্থিক জমা প্রকল্প, পরিষেবা প্রদানকারী কাজকর্ম চালায় ডাক বিভাগ। ড্রাইভিং লাইসেন্স, আধার কার্ড তৈরি, পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড প্রেরণের কাজ করে পোস্ট অফিসগুলি। শুভেন্দুবাবু জানান, 'আমাদের ৪১টি পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র, ৮৬৪টি আধার কিট রয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে ১০০টির বেশি আধার কিট রয়েছে। খাদি গ্রামোদ্যোগের সঙ্গে কথা বলে আর্থিক ঋণের ব্যবস্থা, ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড, কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন, লজিসটিক পোস্ট, বিএনপিএল সার্ভিস, পোস্টাল লাইফ ইনসিওরেন্স সহ একাধিক পরিষেবা দিই। এমনকি মোবাইল পার্সেল ভ্যানের সুবিধাও চালু করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে এই ভ্যানগুলি ঘুরে ঘুরে পার্সেল পাঠানোর আগের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেয়।' একসময় গ্রামবাংলা থেকে শহরের আনাচেকানাচে খাকি উর্দিপরা পোস্টম্যান সাইকেলে চেপে পিঠে ব্যাগভর্তি চিঠি নিয়ে ঠিকানায় গিয়ে হাঁক পাড়ত। গ্রামবাংলার বুক থেকেও কার্যত বিদায় নিয়েছেন ডাকহরকরারা।

জানা গিয়েছে, এখন চুক্তির ভিত্তিতে গ্রুপ ডির কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৭৫০০ পোস্টমাস্টার রয়েছেন। ডাকঘরগুলি ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছে পোস্টাল ব্যাংকে। হারিয়ে গিয়েছে প্রিয়জনের চেনা শব্দ, 'পৌঁছে চিঠি দিও'।

প্রয়োজন ফুরিয়েছে, যেখানে-সেখানে পড়ে থাকে লালবাক্স।

কড়া হল কমিশন

কলকাতা, ৬ জুন : ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে ব্লক লেভেল অফিসার বা বিএলও হিসেবে একমাত্র স্থায়ী কর্মচারীদেরই নিয়োগ করতে হবে। এই মর্মে সম্প্রতি নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। গোটা দেশের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য হলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এর আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় বিএলও হিসেবে আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়োগ করা নিয়ে কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন কমিশনের নয়া নির্দেশিকাকে তুলে ধরে শুভেন্দু দাবি করেছেন, তাঁর অভিযোগের জন্যই বিএলও নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম বদলাল কমিশন। নয়া নির্দেশিকায় বিএলও হিসেবে স্থায়ী কর্মচারীদের নিয়োগের কথা বলা হলেও কোনও ক্ষেত্রে তা না পাওয়া গেলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এদের নিয়োগ করা যাবে বলেও জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা রসানলাল প্রসাদ - কে 22.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74D 60006 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার একজন কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, কিঞ্চিৎ পরিমান কিছু অর্থ ব্যয় করে। এটি একটি ব্যাখ্যাতীত অভিজ্ঞতা এবং এটি আমাকে অপরিসীম আনন্দ প্রদান করেছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমায় এই রকম একটি সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০ সংখ্যা, শনিবার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

প্রশ্নে বিদেশনীতি

ভারতের বিদেশনীতি যেন দিশা হারাচ্ছে। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর বিশ্ব মঞ্চে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে বৈকি ভারত। কিন্তু পাকিস্তানকে একঘরে করতে পারেনি। নানা দেশে কূটনৈতিক দৌত্যেও পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় হিসেবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। উলটে রাষ্ট্রসংঘের সন্ত্রাসবিরোধী দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির শীর্ষ পদে ঠাঁই পেয়েছে পাকিস্তান।

বিশ্বজুড়ে ভারতের দৌত্যের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের তালিবান নিষেধাজ্ঞা কমিটির চেয়ারম্যান এবং সন্ত্রাসবিরোধী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পদ পাকিস্তানের পাওয়া নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। তাছাড়া ভারতের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার পাকিস্তানকে মোটা অঙ্কের ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকও পাকিস্তানকে বিপুল অঙ্কের ঋণ মঞ্জুর করেছে ভারতের আপত্তিতে কর্ণপাত না করে।

ভারতের বিদেশনীতিতে ফাঁকফোকর থেকে যাচ্ছে বলেই পাকিস্তান এতটা সুবিধা পাচ্ছে। সাউথ ব্লক নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র তো বটেই, বিশ্বের কোনও দেশকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এককাট্টা করতে পারেনি। উলটে আরববিশ্বের পাশাপাশি একাধিক শক্তিশালী দেশকে কাছে পেয়ে ইসলামাবাদ সাফল্যের পরিধি বাড়িয়েছে। সন্ত্রাসবাদী হামলা ঠেকাতে যে কমিটির বিশ্বকে দিশা দেখানোর কথা, তার শীর্ষ পদে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ে পরিণত দেশের থাকার অর্থ বিড়ালকে মাছ পাহারার দায়িত্ব দেওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে পাকিস্তানের এই গুরুত্ব ভারতের কাছে অস্বস্তিকর। পাকিস্তান বরাবরই 'ভিকটিম কার্ড' খেলে বিশ্বে করুণা আদায়ের চেষ্টা করে। সফলও হয়। পহলগামে হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতের বিশ্বজোড়া দৌত্যে গোড়ায় মনে হয়েছিল, পাকিস্তান এবার অন্তত পরিত্রাণ পাবে না। শেষপর্যন্ত তা না হওয়ায় ভারতের বিদেশনীতি প্রশ্নের মুখে পড়েছে বৈকি।

অথচ দুনিয়া দেখেছে, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত করেছে। হাফিজ সইদ, মাসুদ আজহারের মতো মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি নেতারা শুধু আশ্রয় নয়, পাকিস্তানের সরকারি সুযোগসুবিধা কাজে লাগিয়ে লাগাতার ভারতবিরোধী সভা এবং কার্যকলাপ চালাচ্ছে। তারপরও পাকিস্তান নিজেদের সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার রাষ্ট্র বলে দাবি করে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছে। সেই মুখোশ খুলে দিতে ব্যর্থ ভারত।

বিপুল পরিমাণ ঋণের বড় অংশ ভারতবিরোধী কার্যকলাপে খরচ করছে জেনেও আইএমএফ, এডিবি'র মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা পাকিস্তানকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করছে। ভারত তাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারছে না। স্বাধীনতার পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রভাবশালী এবং দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি ছিল ভারতের। নেহরুর জমানা থেকেই মার্কিন ও সোভিয়েত ব্লকে বিভাজিত দ্বিমেরু বিশ্বে ভারতের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর জি২০, জি৭ নিয়ে মাতামাতি চললেও নির্জোট আন্দোলনের মঞ্চে ভারতকে বড় একটা দেখা যায়নি। অথচ নির্জোট আন্দোলনের অন্যতম হোতা হিসেবে ভারত বরাবর তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল, মুক্তিকামী দেশগুলিকে দিশা দেখিয়েছে। পাকিস্তান তখনও আমেরিকা, চিনের দোসর হিসেবে বিশেষ খাতির পেলেও ভারতকে অবজ্ঞা করে পাকিস্তানকে নিয়ে এত নাচানাচি হত না।

অথচ এবার ভারতীয় সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের ২৪ ঘণ্টা পর কুয়েত সরকার পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য নিজের দেশের দরজা খুলে দিয়েছে। অর্থাৎ ভারতের সামরিক, কূটনৈতিক ইত্যাদি পদক্ষেপের পরেও বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তান রয়েছে স্বমহিমায়। এটা ভারতের বিদেশনীতির ব্যর্থতা তো বটেই। এমন নয় যে, ভারতের বিদেশনীতি আগে ত্রুটিবিচ্যুতিমুক্ত ছিল। তবে সমস্যা বুঝলে নিজেদের সংশোধনও করেছে। কিন্তু দেশের বিদেশনীতিকে এখনকার মতো শাসকদলের ভোটের জিয়নকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। যা এখন হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যতই জিরো টলারেন্স নীতি থাক, সেই নীতিকে ভোট রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করলে তার প্রভাব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পড়বে না।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

– শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

দুটি নিহত বাগান এবং দুটি মৃত নদী

প্রশাসকহীন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিত্যক্ত পড়ে বিশাল চা ও রাবার বাগান, দুটি নদী। তাদের খবর কেউ রাখে না।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মাসখানেক আগেও সেখানে রাস্তার ধারে জারুল ফুলের দল এত সারবদ্ধ দাঁড়িয়েছিল, মনে হত, সেই ঐশিক রং তৈরি করেছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট দিয়ে, একবার ভিতরে ঢুকলে মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে যেতে হয় অপার বিস্ময়ে। কত রকম যে সবুজ হতে পারে!

একটা নদী এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে চত্বরজুড়ে। নাম বড় আনরোমান্টিক-- মাগুরমারি। বৃষ্টি না হলে জল ভোঁ কাট্টা ঘুড়ি হয়ে উড়ে যায়। কোথাও কোথাও ডোবার মতো। ছোট দুটো কালভার্টের মুখে উঠলেই বুঝি, একদা এটা এক নদী ছিল।

আগে সে হাঁটা শুরু করেছিল দূর পাহাড়ের কোনও ঝোরা থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়কে ছুঁয়ে চলে যেত বালাসনের বুকে মুখ লুকোতে। এখন শুরু ও শেষ সব কার্যত শূন্যতে মিশেছে। শেষ রাজপাট এই সবুজেই। তার উৎস এবং শেষ খোঁজা কঠিন খুব। চুরি হয়ে গিয়েছে নদী। তবু ওখানকার অনেক অধ্যাপক ভালোবেসে বলেন মাগুরমারি উপত্যকার কথা। সেখানে শালকুঞ্জের মাঝে উৎসারিত হয়ে জেগে ফার্নের দল, উদ্ভিদ বাহিনী। ফ্লোরা আর ফনা।

শান্তিনিকেতন ছাড়া এমন উজাড় করা প্রকৃতি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে বাংলায়? কোথাও এভাবে জোড়া নদী নেই প্রাঙ্গণ ছুঁয়ে।

একেবারে প্রাণকেন্দ্রে যেমন ছোট নদীটি এখন জন্মেই মরে যাওয়ার দশায়, পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে অন্য ছোট নদী গিয়েছে। কার্যত সীমানা তৈরি করে। সে নদীর নামটিও বড় আনরোমান্টিক-- লচকা।

বৃষ্টি নামার আগে লচকায় গিয়ে দেখেছিলাম, শীর্ণ শূন্য খাতে গোরু চরাচ্ছেন এক তরুণ। তবে হাল ছাড়েনি মৃতপ্রায় নদী। ওই অবস্থাতেই সে এগিয়েছে। ট্রেনে এনজেপি থেকে কলকাতা গেলে মহানন্দা ব্রিজ পেরোনোর পরেই ছোট ব্রিজ পাবেন। এখন তো রেল সব ছোট ব্রিজের গায়ে নদীর নামে বোর্ড রাখে। ওখানে দেখবেন, হলুদ-কালো বোর্ডে লেখা লচকা। সেই নদী এতদূর কীভাবে গেল? মাগুরমারিই পারল না।

এতসব দেখে ঘোর লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রামমোহন রায়ের মূর্তির সামনে দাঁড়ালে অন্য প্রশ্ন হাত ধরে অনিবার্য পথে। পুরোনো বৈরাটিশাল জায়গাটার এত চমৎকার নাম দেওয়া হয়েছিল-- রাজা রামমোহনপুর। সেটাকে ভালোভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ প্রশাসন বা স্থানীয়রা দেখাল না কেন? মনে মনে বলি, রামমোহনপুর। চমৎকার লাগে। ঠিক যেমন নরেন্দ্রপুর। এইভাবে বলতে থাকি। রবীন্দ্রপুর। গদাধরপুর। সুভাষপুর। জগদীশপুর।

হায়, কেন রাজা রামমোহনপুর নামটা জনপ্রিয়ই হল না?

শিলিগুড়ির মানুষজন বা প্রশাসন রাজা রামমোহনপুরকে এভাবে উপেক্ষায় রেখে দিল কী করে? যাঁরা আজও জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে রামমোহনপুরকে বুকের মধ্যে রেখেছেন, তাঁরা একটা প্রাণের যন্ত্রণার উপলব্ধি বলেন। শুরুর দিকে প্রকৃতির মাঝে রামমোহনের মূর্তি মনে হত বিশাল বড়। এখন চারপাশে বড় বিল্ডিং ওঠার পরে অনেক ছোট যেন রামমোহন।

একটা দিকে একটা ট্যাংক রাখা। ১৯৭১ ভারত-পাক যুদ্ধে পাকিস্তানের ফেলে যাওয়া। এখন দেশপ্রেমের বাজারেও সেই ট্যাংক দেখতে বাড়তি আকুতি রয়েছে কারও? দেখে মনে হল না কিন্তু। জায়গাটার নাম যদিও ট্যাংক মোড়।

এসব সুখ-দুঃখের মাঝে যে দুটো জায়গা দেখে চোখে বেশি জল আসে, তার জন্য আরও গভীরে যেতে হবে পাঠক আমার। রিসার্চ স্কলারদের হস্টেলের পাশ দিয়ে আপনি চললেন পাঁচ নম্বর গেটের দিকে। ওখানেই আপনার জন্য অপেক্ষারত দুই গভীর বিস্ময়। যা আবার বোঝায়, কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন বলে কিছুই না থাকলে তার কী দুর্দশা দাঁড়ায়।

প্রথমে অজস্র রাবারের গাছ। কার্যত বন হয়ে গিয়েছে এখন। এত ছায়া যে প্রথমে ভাববেন, মাথার ওপর বট-অশ্বত্থ। সেলফি তোলার আদর্শ জায়গা। তারপরই প্রশ্ন উঠবে, এই রাবার গাছ থেকে রাবার তোলার কী হল? কতদিন লাগানো হয়েছে গাছ! এতদিনেও আসল কাজ আর হল না। এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তাদের অপদার্থতায়।

ওই অপদার্থতার আরও বড় নমুনা মেলে আর একটু হাঁটলে। বাঁদিকে বিশাল চা বাগান। চা গাছগুলো বড় হয়ে লতিয়ে একেবারে জঙ্গল। শিলিগুড়ির এত কাছে এভাবে এক চা বাগানকে হত্যা করা হল, কেউ কিছু করল না? দুটো চা বাগানের মাঝ দিয়ে একটা ঘাসের রাস্তা। সেখানে ভরদুপুরে হাঁটলে গেলেও এখন ভয় হয়। এই বুঝি কোনও সাপ বা লেপার্ড বেরিয়ে এল ঘন জঙ্গল থেকে! জঙ্গলই তো।

বহু বছর ধরে যাঁরা পড়ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, থাকছেন রিসার্চ হস্টেলে, তাঁদের কথাতেও অপার বিস্ময়। কেন এভাবে পড়ে চা বাগান? দু'বছর আগে যখন ওমপ্রকাশ মিশ্র উপাচার্য হয়ে এলেন, সে সময় ডুয়ার্সের আটটি চা বাগানের তরুণ-তরুণীদের আনা হয়েছিল। সোনালি, চুয়াপাড়া, মধু, হান্টাপাড়া, মুজনাই, লঙ্কাপাড়ার ছেলেমেয়েদের ড্রাগন ফ্রুট আর মাশরুম চাষের ট্রেনিং দেওয়ার চুক্তি হল। তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হল, জানা যায়নি। তবে দেখা গেল, চা এবং রাবার বাগানের ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ।

অথচ দেখুন, দেশে একমাত্র টি সায়েন্স বিভাগ রাজা রামমোহনপুরের বিশ্ববিদ্যালয়েই। শুরু হয়েছিল তিরিশ বছর আগে। তখন নিজেদের টাকা দিয়ে পড়তে হত। ২০১০ সাল থেকে এমএসসি, এমফিল, পিএইচডি করা যায়। ওখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চা বাগানগুলো চোখে পড়ে। তবু তা ভূতের রাজ্য হয়ে দাঁড়িয়ে।

এই দুর্দশা কী জন্য? যা শুনলাম, সাম্প্রতিককালের কিছু উপাচার্যর খামখেয়ালিপনার জন্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন দিন আনি, দিন খাই দশা। বাংলায় একমাত্র এখানেই বোধহয় অস্থায়ী দায়িত্বেও কেউ নেই।

কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন টি সায়েন্স বিভাগ শুরুর সময় ওই বিস্তৃত চা বাগানের পরিকল্পনা নেওয়া অনন্য স্বপ্নের অংশীদার হতে। মাটিগাড়ার গ্রিন অল চা বাগানের মালিকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি হয়েছিল। তাঁরাই কাজ শুরু করেন ওখানে। যথেষ্ট লাভও হচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের। তখনই বছরে অন্তত পাঁচ লক্ষ টাকা আসত। দেখার মতো ছিল জায়গাটা।

পরে ২০০৯ সালের পর এক উপাচার্য এসে ওদিকে প্রাচীর গড়ার সিদ্ধান্ত নেন। সঙ্গে কিছু বিল্ডিং। চুক্তিভঙ্গ হচ্ছে বলে স্বাভাবিকভাবে চা গাছ প্রতি টাকা দাবি করে বাগান মালিকরা। যা দেওয়া সম্ভব ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের--ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রির দশা। তারা তা মানেনি। চা বাগানের কর্তারা রাজ্যপালকে চিঠি লিখেও কিছু না হওয়ায় চলে যান ট্রাইবিউনালে। তারপর এই অবস্থা। অবাক লাগে, আমাদের সব দলের নেতারা দুঃস্থ চা বাগান নিয়ে কত কথা বলেন। শিলিগুড়ির দোরগোড়ায়, এত তরুণের সামনে একটি চা বাগান শেষ হতে থাকে। কেউ কিছু বলে না।

রাবার গাছের মোটা পাতার ছায়াতেও জড়িয়ে থাকে চুক্তিভঙ্গের কাহিনী। রাবার বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার তরফে প্রাথমিক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, এ মাটিতে রাবার হবে দারুণ। সেই অনুযায়ী ওইখানে জায়গাটা নেওয়া রাবার গাছ লাগানোর জন্য। রাজগঞ্জের এক রাবার বাগানের মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় জমি। অথচ পরে হঠাৎই চুক্তিভঙ্গ করে তাদের উঠে যেতে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এখন অজস্র রাবার গাছ রসে টইটুম্বুর। সেগুলো নিয়ে কাজ করার লোক নেই। কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে? কোনও মস্তিষ্কও নেই, হৃদয়ও নেই।

চা এবং রাবার-- দুটো ক্ষেত্রে গল্প যাই হোক না, সেসব আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল, সব জট কাটিয়ে আবার নতুন শুরু করার চেষ্টা। সেটাই আর হয়নি। টি সায়েন্স বিভাগে রয়েছে টি বোর্ড অনুমোদিত সয়েল অ্যানালিসিস ল্যাব। তাতে লাভ হল কই? কথা ছিল, ওই বাগানেই প্র্যাকটিকাল ক্লাস করবেন টি সায়েন্সের নতুন ছাত্ররা। সেটাই বন্ধ। আপনি বলবেন, পড়াশোনাই লাটে, উপাচার্যই নেই দিনের পর দিন, তো নদী-বাগান নিয়ে এত লিখে কী লাভ!

২০১৯-'২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিন অডিট রিপোর্ট খুলে দেখি, অনেক চটকদার পরিসংখ্যান সেখানে। পরিশ্রমের ছাপ। ৩২৯.৫৮৪ একর অঞ্চলজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে চা বাগান ৫৩.২২১ একর। রাবার বাগান ২৭.১৪২ একর। ফাঁকা চত্বর (১৪০.৭৪৪ একর) বাদ দিলে চা বাগানই সবচেয়ে বেশি এলাকাজুড়ে। তবু এত বছর ধরে এমন জঙ্গল হয়ে পড়ে কেন?

ওই সমীক্ষায় দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছ পর্যবেক্ষণ করে ডিভিশনাল ফরেস্ট কমিশনার যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে সেখানে সবচেয়ে বেশি গাছ, অকাজের কুকাঠের। সংখ্যায় ৪২৭২। তারপর শিশু (১৩২০), শাল (৮৪১), গামার (১৪০), সেগুন (১২৫)। এখানে নাকি ৬ হাজার ৮৫৯ গাছ। অন্তত ১৪২ রকমের। শালকুঞ্জই প্রায় ছয় একরের।

অলসভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে দেখলে একের পর এক হাতের সামনে অপেক্ষমাণ কদম, জারুল, ইউক্যালিপ্টাস, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, সেগুন, মেহগনি, ঘোড়ানিম, নাগকেশর। সেই সমীক্ষায় ফলের গাছের সংখ্যার নিখুঁত হিসেবও মেলে। আম (৬৫), কাঁঠাল (৩৮), লিচু (৩৪) জাম ও পেয়ারা (২৯), সবেদা (২৬), কামরাঙা (২১), ডালিম (১৭), নারকেল (১৬), চালতা (১৪), চেরি (৪)। এখন হয়তো বেড়েছে বা কমেছে। তবু উদ্যোগটাই মারাত্মক প্রশংসার। ওই সময় বটানি বিভাগ ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে পর্যবেক্ষণ ছিল, ৬ হাজার ৮৫৯ গাছের মাঝে পোকায় আক্রান্ত মাত্র ৭২টি গাছ।

হায়, শুধু ওই ধুলো ধূসরিত চা ও রাবার বাগানের অতলান্ত সবুজেরই হিসেব মেলে না! লাভার্স লেনের নির্জন রাস্তায় বিকেলের দিকে হেঁটে যায় অসংখ্য প্রথম প্রেমের সাক্ষীরা। তারাও কি কখনও ওদিকে যায় আর? মৃত দুটো নদী ও বাগানই শুধু জানে! আর জানে উপেক্ষিত রাজা রামমোহনপুর!

আজ

১৯২৩

শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯১৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পরিচালক রাজেন তরফদার।

আলোচিত

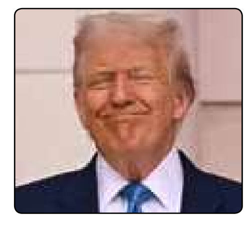

এলন মাস্কের সঙ্গে কথা বলার আর কোনও আগ্রহ নেই আমার। সত্যি বলতে কী, কোনও প্রশ্ন নেই কথা বলার। ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। আমি ভাবছি আমার টেসলা গাড়িটা বিক্রি করে দেব। এই ছেলেটার নিশ্চয় কোথাও কোনও সমস্যা আছে। পুওর গাই!

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

চিড়িয়াখানায় বসে সিংহ-সিংহী। এক কর্মী সিংহের দিকে তাকাতেই সে রেগে যায়। কর্মীকে আক্রমণ করে। পাশের কর্মী ছুটে আসেন। সিংহ ছাড়ার পাত্র নয়। শেষে সিংহী কাছে যেতে শান্ত হয় সিংহ। প্রাণে বাঁচেন কর্মীরা।

ভাইরাল/২

আমআদমির গণ্ডগোল থামাতে মধ্যস্থতা করে পুলিশ। এবার পুলিশের গণ্ডগোল থামাতে ছুটে এল সাধারণ মানুষ। জয়পুরে তিনজন পুলিশকর্মী প্রথমে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পরে পরস্পরের পোশাক ধরে টানাটানি শুরু করেন। চলে ঠেলাঠেলি। জনতাই শান্ত করে তাঁদের।

উত্তরের পাঁচালি

জেগেছে কলম

অজয়কুমার সেন।

অবসরের পরও সৃষ্টিতে মগ্নদের অন্যতম গঙ্গারামপুর বোড়ডাঙ্গীর অজয়কুমার সেন। অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কোনও এক গ্রামে দেশ স্বাধীন হওয়ার বছরে জন্ম। জীবন ঘাত-প্রতিঘাতে ভরপুর। একটা সময় বাবার হাত ধরে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরেছেন এক সরকারি ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে। কর্মজীবনের শুরুতে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগে করণিকের পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে একই সঙ্গে সামলেছেন এসডিওটি, (বুনিয়াদপুর টেলিকম সাব-ডিভিশন) এবং এসডিও ফোনস (কালিয়াগঞ্জ টেলিকম সাব-ডিভিশন।) বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। ভেবেছিলেন, অবসরের পরবর্তী জীবন কম্পিউটার বিজ্ঞানে নিজেকে নিয়োজিত করবেন। কিন্তু করোনাকালীন সময়ে চরম দারিদ্র্য-সমুদ্রে ডুবে যাওয়া মানুষদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। অন্যদিকে ভালোবেসে ফেলেন কবিতা। সেই শুরু। পড়তে পড়তে লিখতে শুরু করেন অগুনতি কবিতা। দিবারাত্রি নিমগ্ন চিত্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন উদ্যোগে পড়ে ফেলেন। প্রকাশিতব্য নিজের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, 'অমল সমগ্র'। নিজেকে সেঁচেই মুক্ত সন্ধান যেন। বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা লিখে চলেছেন। প্রকাশ করেছেন প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'বসন্ত শেষে'। হাতে বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি।

–অজিত ঘোষ

ছন্দের টানে

দীপ্তি রায়চৌধুরী।

রায়গঞ্জের কবি দীপ্তি রায়চৌধুরী উত্তরের সাহিত্য জগতে বেশ প্রতিষ্ঠিত। পেশায় ছিলেন শিক্ষাকর্মী, নেশায় অক্ষরকর্মী। স্কুল জীবন থেকেই অন্যতম সঙ্গী তাঁর বই। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তখন থেকেই। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ অন্যান্য পত্রপত্রিকায় বহু লেখা প্রকাশিত। তরঙ্গ সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রচারবিমুখ সংবেদী এই কবি নিজের মধ্যে মগ্ন থেকে আড়ালে সাহিত্য সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত। শখ বলতে বই পড়া ও গান শোনা। দীপ্তির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নিঃশব্দে আড়ালে'। তিনটি কাব্যগ্রন্থ তাঁর সৃষ্টির ঝুলিতে। সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'আত্মজা'। তাঁর কলমে উঠে আসে স্বদেশ ভাবনা, সমাজ চেতনা ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা। অন্যদিকে, প্রকৃতি প্রেমের পাশাপাশি বাস্তবিক জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনার বিচ্ছুরণও। কবির কবিতায় কোনও ভড়ং নেই, আছে সহজবোধ্যতা। তিনি নিয়মিত বহুমুখী জীবনের ছবি আঁকেন শব্দের তুলিতে।

-সুকুমার বাড়ই

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সম্মোহনী সুরের অলংকার সতীনাথ

আজ জন্মদিন গায়ক সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের। মান্না, হেমন্ত, শ্যামল, মানবেন্দ্র, দ্বিজেনের মতো বাংলা গানে তিনি অমর।

অলক রায়চৌধুরী

মোহিতলাল মজুমদারের কবিতার সঙ্গে মিলে গেল ভাস্কর বসুর গানের কথা। সে গান গাইবেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। গানের প্রথম কলি 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলংকার'। সুর করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। ভাস্কর চাইছেন, অলংকারকে অহংকার করতে। নারাজ সতীনাথ। অভ্যাস করে ফেলেছেন যে! রেকর্ড হয়ে সে গান বাজারে বেরোনো মাত্র জনপ্রিয়তা এবং কোর্টের কেস দুটোই এল সমারোহে। মোহিতলালের প্রকাশক মামলা ঠুকেছেন।

সে মামলার পরিণতি কী হয়েছিল জানা নেই, কিন্তু সেই সোনার কণ্ঠের শতাধিক মরমি গান আজও শ্রোতার হৃদয়ে অক্ষয় অব্যয়। খোদ লতা মঙ্গেশকর ওঁর গলায় ভজন শুনে চেয়ে নিয়েছিলেন শারদ অর্ঘ্যর পুজোর গান। আকাশপ্রদীপ জ্বলে এবং কত নিশি গেছে নিদহারা সেই অমল দুটি গান। বাংলা গানে লতার সেই প্রথম প্রবেশ।

আজই যাঁর জন্মদিন, সেই সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কোনও কপি হয়নি বাংলা। তাঁর প্রধান ছাত্র জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় বলতেন, উত্তর ভারতীয় প্রায় সব সংগীতধারা কণ্ঠস্থ ছিল সতীনাথবাবুর। বিস্ময়কর প্রতিভা, কিন্তু সম্মান পেলেও সেই অর্থে বাজারধন্য হয়নি তাঁর গান। অর্থ পাননি। অর্থের কষ্ট ছিল বরাবর।

বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র স্নেহধন্য সতীনাথবাবুর গান স্মৃতিতে হাতড়াতে হয় না। একটির পেছনে আর একটি চলে আসে। বনপথ মাঝে, জীবনে যদি দীপ, কত না হাজার ফুল, এলো বরষা, আমার এই গানে, পাষাণের বুকে লিখো না, উৎপলা সেনের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে মাঝে নদী বহে রে, রাতের আকাশ, যেদিন জীবনে তুমি-- এ তালিকা কি শেষ হয়?

দুঃখের গানের পূজারী নাম দিয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সেই হেমন্তবাবুর জন্য 'তোমার আমার কারো মুখে কথা নেই' তৈরি করে আনলেন সতীনাথ। হেমন্তর গান-জীবনের এ এক মাইলফলক সন্দেহ নেই। শিল্পীদের সঙ্গে সহমর্মিতায় অদ্বিতীয় সতীনাথ। সমসাময়িক বিখ্যাতদের দিয়ে গাইয়েছেন।

সতীনাথের গলায় বাংলা রাগপ্রধান অন্যরকম প্রাণ পেয়েছে বারবার। তিনি নিজে যেমন শুদ্ধসুরে নজরুলগীতি গাইতেন, তেমন মহম্মদ রফিকেও ট্রেনিং দিয়েছিলেন নজরুলগীতি গাইতে। রফির গলায় জনপ্রিয় আধুনিক বাংলা গান রয়েছে সতীনাথের সুরে।

সারা ভারতে শীর্ষ গজল গাইয়েও ছিলেন তাঁর সময়ে। তবে আশ্চর্য কোনও এক বা একাধিক কারণে সেই অর্থে প্লে ব্যাকে ডাক পাননি। তবে বাঙালি ভুলবে না তাঁর কিছু ছবির গান-- মাঝে নদী বহে রে, ভাগ্যের চাকাটা তো ঘুরছেই। দুটোই স্ত্রী উৎপলার সঙ্গে। আর একটা গান হিট ছিল-- সাগরে মিশিলে নদীর মরণ নাহি হয়।

সে নিয়ে অবশ্য কোনও খেদ ছিল না সতীনাথের। দীপক মৈত্রদের মতো ছাত্র গড়েছেন, যাঁর গলার কিংবদন্তি গায়ন 'এ তো নয় শুধু গান'- এ সুরকার হিসেবে সমুজ্জ্বল সতীনাথ। আকাশবাণীর অডিশনে বারবার অনুত্তীর্ণ সতীনাথকে সম্মানের আসন দিয়েছিলেন তৎকালীন আকাশবাণীর কেন্দ্র অধিকর্তা। আর শ্রোতারা দিয়েছেন প্রশস্ত হৃদয়ের প্রশ্রয়। স্ত্রী উৎপলাকে নিয়ে দশকের পর দশক সে সব হৃদয়ে সুর বপন করেছেন শিল্পী যার অনুরণন চিরস্থায়ী। শতবর্ষ পেরোনো সেই মরমি গায়ককে বাংলা গান ভুলবে না।

(লেখক গায়ক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬০

পাশাপাশি : ১। অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ৩। দরবার থেকে উঠে আসা শাস্ত্রীয় নৃত্য ৫। যে সরোবরে পদ্ম ফোটে ৭। যার দুটো নয়, তিনটে পা আছে ৯। ফুলের নাম ১১। চারপাশে ঘর মাঝে উঠোন ১৪। প্রতিমাসে পাওয়া যায় ১৫। অম্ল স্বাদের একটা ফলের নাম।

উপর-নীচ : ১। অপরাধীকে প্রমাণ সহ পাকড়াও ২। জীবদেহে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া ৩। তামাটে বা বাদামি রঙের গোরু ৪। দোষ, ত্রুটি বা অপরাধ ৬। শান্তির পায়রা বা কবুতর ৮। যিনি অর্থের বিনিময়ে রান্না করেন ১০। এই ফলের আর এক নাম আতা ১১। চোখের জিনিস কানের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে ১২। সহজে মিশতে পারে ১৩। নাকের গয়না।

সমাধান ■ ৪১৫৯

পাশাপাশি : ১। মোলায়েম ৩। অন্তিম ৫। দানখয়রাত ৬। জায়গা ৭। অর্জুন ৯। ময়নাতদন্ত ১২। সামাল ১৩। কালঘুম।

উপর-নীচ : ১। মোলাহেজা ২। মলিন ৩। অভয় ৪। মদত ৫। দাগা ৭। অন্ত ৮। নরোত্তম ৯। মনসা ১০। নাকাল ১১। দমকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জম্মু ও কাশ্মীরে উন্নয়নের অঙ্গীকার মোদির

দাঙ্গা বাধাতেই পহলগাম হামলা

জম্মু, ৬ জুন : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথমবার জম্মু ও কাশ্মীরের মাটিতে পা রেখেই পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর অভিযোগ, 'পহলগামে মানবতা এবং কাশ্মীরিয়াত উভয়ের ওপরই হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান। ওদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে দাঙ্গা বাধানো এবং কাশ্মীরের খেটে খাওয়া মানুষের রুজিরুটি ভেস্তে দেওয়া। সেই কারণেই ওরা পর্যটকদের আক্রমণ করেছিল।'

শুক্রবার জম্মুর কাটরায় বিশ্বের বৃহত্তম রেলসেতু চেনাব সেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তান ও তাদের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিতে মোদি সেখানে জাতীয় পতাকা হাতে ঘুরেও বেড়ান। চেনাব সেতু নির্মাণে যুক্ত ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের প্রশংসাও করেন মোদি। তারপর অঞ্জি সেতুর উদ্বোধন এবং তা পরিদর্শন করেন মোদি। সেখান থেকে কাটরা স্টেশনে গিয়ে সবুজ পতাকা দেখিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম বন্দে ভারতের যাত্রার সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে বেরিয়ে কাটরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন তিনি। কাটরাতে একটি রোড শো-ও করেন তিনি। মোদির সঙ্গে ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং প্রমুখ।

একমাস আগে পহলগামের জবাবে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অপারেশন সিঁদুর চালিয়ে ৯টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। সেই কথা স্মরণ করতে গিয়ে নমোর তোপ, 'আজ ৬ জুন। ঠিক এক মাস আগে ৬ মে রাতে পাকিস্তানের মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েছিল। এরপর পাকিস্তান যখনই অপারেশন সিঁদুরের নাম শুনবে, তখন তাদের সর্বনাশা হারের কথা মনে পড়বে।' মোদি বলেন, 'পাকিস্তানের সেনা ও সন্ত্রাসবাদীরা কখনও ভাবতেও পারেনি যে ভারত তাদের ভূখণ্ডের গভীরে ঢুকে এমন আঘাত হানবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জঙ্গিঘাঁটিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বহু বছর ধরে পাকিস্তানের তৈরি করা সন্ত্রাসের ইমারত নিমেষে খণ্ডহরে পরিণত হয়েছে। এটা দেখে পাকিস্তান ঘাবড়ে গিয়েছে।

> পহলগামে মানবতা এবং কাশ্মীরিয়াত, দুটোর ওপরই হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান। ওদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে দাঙ্গা বাধানো এবং কাশ্মীরের খেটে খাওয়া মানুষের রুজিরুটি ভেস্তে দেওয়া। সেই কারণেই ওরা পর্যটকদের আক্রমণ করেছিল।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

তাই ওরা জম্মু, পুঞ্চ ও তার সংলগ্ন জেলাগুলির মানুষের ওপর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ করেছে। শিশুদেরও ছাড়েনি। স্কুল, হাসপাতাল, মন্দির, মসজিদ, গুরদোয়ারায় গোলাবর্ষণ করেছে। তবে আপনারা যেভাবে পাকিস্তানি হামলার মোকাবিলা করেছেন, তা দেশ দেখেছে।'

বৈসরণে পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় খচ্চরচালক সঈদ আদিল হুসেনও জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর বলিদানকে স্মরণ করে মোদি বলেন, 'পাকিস্তান এমন এক দেশ, যারা রুটিরুজির সন্ধানে থাকা গরিব মানুষের জীবন ধ্বংস করতে পিছপা হয় না। পর্যটনের মাধ্যমে কাশ্মীরে কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে, গরিব মানুষের ঘরে রুটি পৌঁছোচ্ছে, সেই দৃশ্য পাকিস্তানের সহ্য হয়নি। তাই তারা পরিকল্পিতভাবে পর্যটকদের নিশানা করেছে।' আদিলকে কাশ্মীর উপত্যকার সত্যিকারের নায়ক বলেও আখ্যা দেন মোদি।

পহলগাম হামলায় নিহতদের স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২২ এপ্রিলের হামলায় ২৬ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান কাশ্মীরের উন্নয়নের পথ আটকাতে পারেনি, পারবেও না। আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কাশ্মীরের যুবসমাজের অগ্রগতির পথে যারা বাধা দেবে, তাদের সেই বাধাকে প্রথমে মোদির মুখোমুখি হতে হবে। বিকাশের যে বাতাবরণ জম্মু ও কাশ্মীরে হয়েছে তাকে পহলগামের হামলা লাইনচ্যুত করতে পারবে না। জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের কাছে নরেন্দ্র মোদি কথা দিচ্ছে, আমি এখানে উন্নয়ন রুদ্ধ হতে দেব না।'

এদিন চেনাব ও অঞ্জি সেতুর ভূয়সী প্রশংসা করে মোদি বলেন, 'কাশ্মীরে এবার থেকে পর্যটকরা দলে দলে এখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি এই সেতুটিও দেখতে আসবেন। এই সেতুটি একটি আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল হবে। মানুষ প্যারিসে আইফেল টাওয়ার দেখতে যান। এই সেতুটি আইফেল টাওয়ারের থেকে অনেক উঁচু। আমাদের অঞ্জি সেতুও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অসাধারণ নমুনা। এই দুটি সেতু পিরপঞ্জাল পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতের শক্তির জীবন্ত প্রতীক।' তিনি জানান, কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ১১ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই ১১ বছর গরিবদের কল্যাণে নিবেদিত। এদিকে মোদির কৃতিত্ব নেওয়াকে কটাক্ষ করে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের কটাক্ষ, 'রেল সংযোগ ও অন্যান্য প্রকল্প আসলে পূর্ববর্তী সরকারের পরিকল্পনারই ধারাবাহিকতা।'

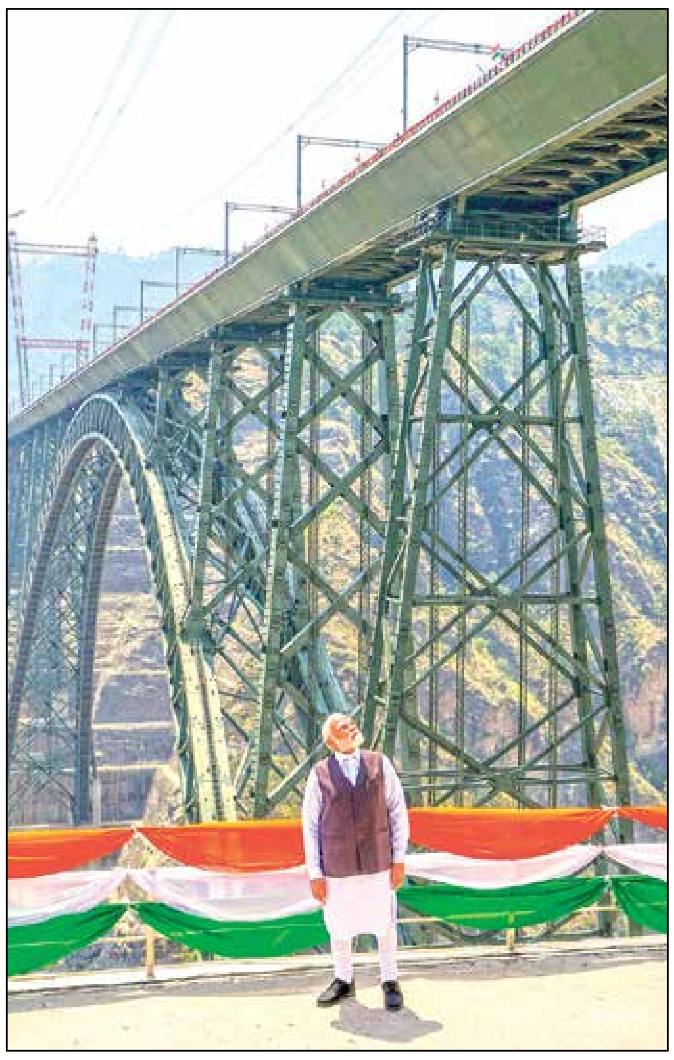

চেনাব সেতুর নীচে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার।

রাজ্যের মর্যাদা ফেরতের দাবি তুললেন ওমর

জম্মু, ৬ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনেই জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফেরতের দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তা জানাতে গিয়ে কৌশলে নমোকে খোঁচাও দেন তিনি। শুক্রবার চেনাব সেতু, প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক প্রকল্পের দ্বারোদঘাটন করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ওমরও। সেখানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২০১৪ সালে কাটরা রেলস্টেশনের উদ্বোধনে চারজন উপস্থিত ছিলেন। প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর হাজির হয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। পিএমও-র প্রতিমন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং এবং আমাদের উপরাজ্যপাল তথা সেদিনের রেল প্রতিমন্ত্রী মনোজ সিনহাও হাজির ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমিও ছিলাম সেই সময়। আপনারা দেখুন মাতা বৈষ্ণো দেবীর আশীর্বাদে পদোন্নতি হয়েছে মনোজ সিনহার। আমার অবনতি হয়েছে। আমি সেই সময় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। আর এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী।' ওমরের কথায়, 'এই ভুল শুধরে নিতে খুব বেশিদিন সময় লাগবে না বলে আমি মনে করি। আপনাদের চোখের সামনেই আবার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাবে।'

কাশ্মীরকে রেল মানচিত্রে জুড়ে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। ওমর বলেন, 'ব্রিটিশরাও কাশ্মীরকে রেলপথে জুড়তে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা সফল হয়নি। ব্রিটিশরা যা পারেনি তা আপনি পেরেছেন। কাশ্মীর বাকি দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।' কাশ্মীরকে জাতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প দেওয়ার জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ীরও প্রশংসা করেন ওমর। তিনি বলেন, 'আমি যদি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে ধন্যবাদ না জানাই

> মাতা বৈষ্ণো দেবীর আশীর্বাদে পদোন্নতি হয়েছে মনোজ সিনহার। আমার অবনতি হয়েছে। আমি সেই সময় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। আর এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী। এই ভুল শুধরে নিতে খুব বেশিদিন সময় লাগবে না বলে আমি মনে করি। আপনাদের চোখের সামনেই আবার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাবে।
>
> **ওমর আবদুল্লা**

তাহলে অনেক বড় ভুল হয়ে যাবে। এই প্রকল্পটি ১৯৮৩-৮৪ সালে শুরু হয়েছিল সন্দেহাতীতভাবে। কিন্তু বাজপেয়ী প্রকল্পটিকে জাতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করে এবং বাজেট বরাদ্দ করার পরই সেটির কাজ শেষ হয়।' ওমরের কথায়, 'এটা ভাগ্য বা নিয়তি, জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত রেল প্রকল্পে আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকতে পেরেছি। প্রথমে অনন্তনাগ রেলস্টেশনের উদ্বোধনে, তারপর বানিহাল রেল টানেল উদ্বোধনে।'

'মহিলা সংবাদ' অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধি। শুক্রবার বিহারের গয়াজিতে।

ঘুমন্ত শিশুকে ধর্ষণ, হত অভিযুক্ত

লখনউ, ৬ জুন : মেট্রো স্টেশনের পাশে ফুটপাথে মা-বাবার সঙ্গে ঘুমোচ্ছিল বছর আড়াইয়ের এক শিশুকন্যা। অভিযোগ, এক স্কুটার আরোহী তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে উত্তরপ্রদেশের আলমবাগ সেনাছাউনির কাছে দেবীখেড়া রোডে। অভিযুক্ত ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংঘর্ষে খতম হয়েছে।

আলমবাগ থানার পুলিশ অভিযোগ পেয়েই পাঁচটি টিম গঠন করে অভিযানে নামে। অভিযুক্তের সন্ধানে ঘোষিত হয় এক লক্ষ টাকার পুরস্কার। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে। তাকে তাড়া করে আত্মসমর্পণ করতে বলা হলে সে গুলি চালায়। পুলিশও পালটা গুলি ছোড়ে।

ডিসি সেন্ট্রাল আশিস শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, শুক্রবার পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আইশবাগের বাসিন্দা অভিযুক্ত দীপক ভার্মা গুরুতর আহত হয়। বছর ২৬-এর দীপককে ভর্তি করা হয়েছিল লোকবন্ধু হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। সে জল বিক্রি করত। শিশুকন্যাটিকে কিং জর্জ মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা মারাত্মক।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মহিলা সুরক্ষা ও দুষ্কৃতীনিধনে পুলিশ-প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করতে বলেছেন।

বুলডোজার মডেলে ভাঙা হল সম্পত্তি

কিন্তু ধর্ষণের ঘটনা বন্ধ করা যাচ্ছে না। শিশুকন্যা থেকে প্রৌঢ়া এমনকি বৃদ্ধারাও ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন।

বিহারের পাটনায় ধর্ষিতা দলিত কিশোরীর মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তকে পাকড়াও করা যায়নি বটে কিন্তু মুজফফরপুর জেলার ওই বাসিন্দার বাড়ি ও খাবারের দোকান বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মুজফফরপুর (গ্রামীণ)-এর এসপি বিদ্যা সাগর জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ওই অভিযান চালানো হয়। তিনি এও জানিয়েছেন, বিহার সরকার এক্ষেত্রে যোগী সরকারের 'বুলডোজার ন্যায়বিচার মডেল'-কে অনুসরণ করেছে। ধর্ষিতা দলিত কিশোরীর মৃত্যুর ঘটনা বিপাকে ফেলেছিল নীতীশ কুমার সরকারকে। উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

চেনাব সেতুর নেপথ্যচারিণী

জম্মু, ৬ জুন : উদ্বোধনের পর তুলনা শুরু হয়েছে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের সঙ্গে। উদ্বোধন এবং জাতীয় পতাকা হাতে পরিদর্শনের পর খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এই সেতু আগামী দিনে কাশ্মীরে যাঁরা ঘুরতে আসবেন সেই সমস্ত পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। চন্দ্রভাগা নদীর ওপর নির্মিত এহেন বিশ্বের বৃহত্তম রেলসেতু চেনাব সেতু যাঁদের কাঁধে ভর করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সেই দলের অন্যতম সদস্য হলেন একজন নারী। তিনি হলেন গলি মাধবী লথা। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির অসাধারণ এই নিদর্শন তৈরি করতে পেরে দেশবাসীর সঙ্গে গর্বিত তিনিও। আইফেল টাওয়ারের থেকে ৩৫ মিটার লম্বা চেনাব সেতু ১২০ বছর নিশ্চিন্তে টিকে থাকবে বলে দাবি করেছেন নির্মাতারা।

বেঙ্গালুরুর আইআইএসসির সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপিকা এবং রক মেকানিকস স্পেশালিস্ট বলেন, আমরা গোড়া থেকেই জানতাম চেনাব সেতু একটি চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প হতে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্গম পাহাড় যে একাধিক রহস্য আমাদের উপহার দিতে চলেছে সেটা আমরা জানতাম না।' ২০০৫ সালে ওই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়।

২০১৭ সালে মূল নির্মাণ কাজ শুরু হয়। নির্মাণ শেষ হয় ২০২২ সালে। সেতু নির্মাণ করতে গিয়ে পাথরের স্থিতিশীলতা, পাথরের মাঝে কতটা ফাঁক রয়েছে, কতটা ওজন বহনে তা সক্ষম সেসব খতিয়ে দেখেন ইঞ্জিনিয়াররা। ব্রিজের ভিত শক্তিশালী করার জন্য পাথরের টুকরো ও স্টিলের রড দিয়ে সিমেন্ট গ্রাউটিং করা হয়। হাওয়ার প্রবল গতি সহ্য করার মতো বড় ও গভীর ভিত তৈরি করা হয়।

রেপো রেট কমাল আরবিআই

মুম্বই, ৬ জুন : মধ্যবিত্তের মনে যুগপৎ স্বস্তি-শঙ্কা জাগিয়ে রেপো রেটের হার আরও কমাল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। মুদ্রানীতি কমিটি (এমপিসি)-র বৈঠকের পর শুক্রবার সকালে রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানোর কথা ঘোষণা করেন আরবিআইয়ের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। এর ফলে রেপো রেটের হার ৬ শতাংশ থেকে কমে হল ৫.৫ শতাংশ। রেপো রেট কমায় বাড়ি, গাড়ির ঋণগ্রহীতারা কিছুটা স্বস্তি পেলেও স্থায়ী আমানতের সুদের ওপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ মানুষের আয়ে টান পড়তে পারে।

একনজরে

- ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমল রেপো রেট
- ৬ শতাংশ থেকে কমে হল ৫.৫ শতাংশ
- রেপো রেট কমায় বাড়ি, গাড়ির ঋণগ্রহীতারা স্বস্তি পেলেও স্থায়ী আমানতের সুদের ওপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ মানুষের আয়ে টান পড়তে পারে
- চলতি অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাব্য সংশোধিত হার ৩.৭ শতাংশ

মালহোত্রা জানান, এমপিসির বৈঠকে সর্বসম্মতভাবেই রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আরবিআই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে দেওয়া ঋণ থেকে যে হারে সুদ আদায় করে তাকে বলে রেপো রেট। আরবিআই রেপো রেট বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি আমানত ও ঋণে সুদের হার বাড়াতে বাধ্য হয়। রেপো রেট কমলে সাধারণত ব্যাংক আমানত এবং ঋণে সুদের হার কমে। দীর্ঘদিন ধরে শিল্প সংস্থা, শেয়ার বাজারে লগ্নিকারী এবং ঋণগ্রহণকারীরা ঋণে সুদ কমানোর দাবি করছিলেন। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে রেপো রেট কমানোর ঝুঁকি নেয়নি আরবিআই। বরং ২০২২, ২০২৩ জুড়ে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে রেপো রেট। এবার মুদ্রাস্ফীতি নাগালের মধ্যে থাকায় রেপো রেট কমানোর পথে হাঁটতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গত ফেব্রুয়ারিতেও তারা রেপো রেটের হার ০.২৫ শতাংশ কমিয়েছিল। এই নীতি যে আপাতত চালু থাকবে, এদিন গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার কথায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। তিনি বলেন, 'চলতি অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে। তা সম্ভবত ৩.৭ শতাংশের আশপাশে থাকবে। যা চলতি অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস ৪ শতাংশের চেয়ে অনেকটাই কম।' মালহোত্রা আরও বলেন, 'খাদ্যদ্রব্যে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আগের চেয়ে কমেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতে শিল্পজাত পণ্যে মুদ্রাস্ফীতির মাত্রাও সহনীয় থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। যে কারণে চলতি বছরের জন্য মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস ৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩.৭ শতাংশ করা হচ্ছে।'

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এদিনের বৈঠকে এমপিসির সদস্য নাগেশ কুমার, রাম সিং, রাজীব রঞ্জন, পুনম গুপ্তা এবং সঞ্জয় মালহোত্রা রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানোর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমানোর পক্ষে ভোট দিয়েছেন একমাত্র সৌগত ভট্টাচার্য।

জি৭-এর আমন্ত্রণ পেলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : দীর্ঘ বিতর্কের পর অবশেষে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির থেকে আসন্ন জি৭ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্য জানিয়েছেন। চলতি মাসের শেষে কানানাস্কিসে ওই সম্মেলনের আসর বসছে। মোদি জানিয়েছেন, কার্নি তাঁকে ফোন করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সাম্প্রতিক নির্বাচনি জয়ের জন্য কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দনও জানান নমো। ক্ষমতায় আসার পর এটাই ছিল মোদি-কার্নি প্রথম ফোনালাপ। খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বেশ কিছুদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিল। কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সরাসরি মোদি সরকারের দিকে আঙুল তুলেছিলেন। সেই কারণে মোদি জি৭ বৈঠক এড়িয়ে যেতে পারেন বলে জল্পনাও ছড়িয়েছিল।

'ন্যায়বিচার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের প্রতিশ্রুতি পেলে ফেরার কথা ভাবব'

আমাকে চোর বোলো না, আর্জি মালিয়ার

লন্ডন, ৬ জুন : তাঁকে কেউ 'চোর' বলুন, চান না বিজয় মালিয়া। তবে 'পলাতক' শব্দে আপত্তি নেই এই ফেরারি শিল্পপতির। সম্প্রতি উদ্যোগপতি রাজ শামানির একটি পডকাস্ট অনুষ্ঠানে এমন কথাই বলতে শোনা গিয়েছে বিপুল ঋণ জালিয়াতিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন কিংফিশার কর্তাকে। ৯০০০ কোটির আর্থিক তছরুপে অভিযুক্ত মালিয়া ওই অনুষ্ঠানে দাবি করেন, তিনি ভারত ছেড়ে পালাননি। পূর্বনির্ধারিত কাজের জন্য দেশ ছেড়েছিলেন।

নয় বছর চুপ থাকার পর আত্মপক্ষ সমর্থনে নানা বিষয়ে মুখ খোলেন মালিয়া। ইউটিউবার রাজ শামানির সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি কিংফিশার এয়ারলাইন্সের পতন, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং নির্বাসিত জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশও করেন প্রাক্তন কর্মীদের কাছে।

২০০৮ সালের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটকেই কিংফিশার এয়ারলাইন্সের পতনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন মালিয়া। তাঁর কথায়, 'লেম্যান ব্রাদার্স, বিশ্বমন্দা- এগুলি কি ভারতের ওপর প্রভাব ফেলেনি? সব সেক্টরেই ধাক্কা লেগেছিল। টাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, টাকার দাম পড়ে গিয়েছিল।'

বিলাসবহুল পরিষেবার জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কিংফিশার এয়ারলাইন্স। মালিয়ার দাবি, ২০০৫ সালে এই সংস্থা আর্থিক সংকটে পড়লে তিনি তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে কর্মী ছাঁটাই ও বিমান কমানোর কথা জানান। কিন্তু তাঁকে বলা হয়েছিল, পরিকাঠামো ও পরিষেবার বহর না কমাতে। বরং বলা হয় 'ব্যাংকগুলি সহায়তা করবে' মালিয়াকে। মালিয়ার দাবি, তখন থেকেই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

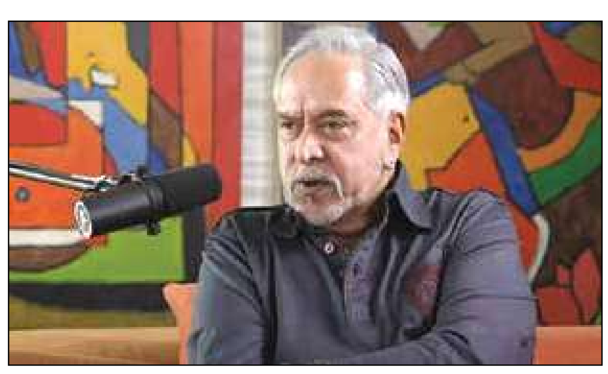

প্রাক্তন কর্মীদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে মালিয়া বলেন, 'আমি গভীরভাবে দুঃখিত। অনেকেই বেতন পাননি, তার জন্য আমিই দায়ী। কোনও অজুহাত দিচ্ছি না।' তিনি আরও দাবি করেন, কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করলেও ব্যাংক এবং আদালত সেই টাকা ছাড়তে রাজি হয়নি।

ভারত থেকে পালানোর অভিযোগ নস্যাৎ করে মালিয়া বলেন, 'আমি ২০১৬-র মার্চে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিদেশ সফরে যাই, পালাইনি। আমি ফিরিনি কারণ আমার কিছু যুক্তিসম্মত কারণ ছিল। আপনি চাইলে আমাকে 'পলাতক' বলতে পারেন, কিন্তু 'চোর' বলার মানে কী?'

মালিয়া দাবি করেন, ভারতীয় ব্যাংকগুলি ইতিমধ্যে তাঁর কাছ থেকে ৬,২০০ কোটির বেশি টাকা আদায় করেছে।

ভারতে ফিরবেন কি না জানতে চাইলে মালিয়া স্পষ্ট শর্ত দেন। তিনি বলেন, 'যদি আমি নিশ্চিত হই যে, একটা ন্যায়সংগত বিচার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন পাব, তবে দেশে ফেরার কথা ভাবব।'

এপ্রিলের শুরুতে ভোট ইউনূস

আমরা একটা যুদ্ধাবস্থায় আছি। এখন আমাদের এক থাকতে হবে যে কোনও মূল্যে। পরাজিত শক্তি এবং তাদের সহযোগীরা ওঁত পেতে বসে আছে আমাদের ছোবল মারার জন্য, আমাদের অগ্রযাত্রাকে রুখে দেওয়ার জন্য। আমরা তাদের কিছুতেই এই সুযোগ দেব না।

মুহাম্মদ ইউনূস
প্রধান উপদেষ্টা, বাংলাদেশ

ঢাকা, ৬ জুন : বিএনপিকে চাপে রাখতে তড়িঘড়ি ভোট-বার্তা দিলেন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। শুক্রবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, 'আগামী জাতীয় নির্বাচন ২০২৬ সালের এপ্রিলের প্রথমার্ধের যে কোনও একটি দিনে অনুষ্ঠিত হবে।' কিছুদিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের তরফে এ ব্যাপারে রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে বলে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন ইউনূস।

কয়েকদিন ধরে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবিতে সরকারের ওপর চাপ বাড়াচ্ছিল বিএনপি। খালেদা জিয়ার দলের সুরে সুর মিলিয়ে ছিল আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল। তবে সংস্কার এবং জুলাই সনদ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে না যাওয়ার ব্যাপারে অনড় রয়েছে বাংলাদেশে 'কিংস পার্টি' বলে পরিচিত এনসিপি। জামায়াতে ইসলামি অবশ্য এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করেছিল। দেখা যাচ্ছে, জামায়াতের প্রস্তাবই মেনে নিয়েছে ইউনূস সরকার। এই ঘটনা থেকে অন্তর্বর্তী সরকারে জামায়াতের গভীর ছায়া নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

টিম ইউনূস যেভাবে জামায়াতে ও এনসিপির দিকে ঝুঁকে রয়েছে তাতে আগামী নির্বাচন কতটা নিরপেক্ষ হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এদিন ইউনূসের ঘোষণার পরেই এক বিবৃতি জারি করেছে এনসিপি। দলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী এপ্রিলের মধ্যে যদি জুলাই সনদ, জুলাই ঘোষণাপত্র ও সংস্কার বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়, তাহলে ওই সময়ের মধ্যে নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের আপত্তি নেই।

এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন শুক্রবার বলেন, 'আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, জুলাই সনদ ও জুলাই ঘোষণাপত্রের আনুষ্ঠানিকতা শেষে জাতীয় নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আসবে। তারপরও প্রধান উপদেষ্টা আগামী বছর এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচনের সময়সীমার কথা বলেছেন। এই সময়কালের মধ্যে যদি জুলাই সনদ, জুলাই ঘোষণাপত্র ও সংস্কার বাস্তবায়নের ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে ঘোষিত সময়ে নির্বাচনের বিষয়ে আমাদের আপত্তি নেই।'

ছাত্রদের দল যেভাবে শর্তসাপেক্ষে নির্বাচনে যাওয়ার কথা জানিয়েছে তাতে এপ্রিলের মধ্যে ভোটের আয়োজন কতটা সম্ভবপর হবে সাধারণ মানুষের বড় অংশ সেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, সংস্কার এবং জুলাই ঘোষণাপত্রের বিভিন্ন দাবি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে স্পষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। এনসিপির অনেক দাবি বিএনপি ও বাম দলগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে ইউনূস ভোট ঘোষণা করলেও সেই নির্ঘণ্ট নিয়ে রাজনৈতিক মতৈক্য তৈরি হওয়া কঠিন। এদিন নির্বাচনের পাশাপাশি করিডর, বন্দর, সংস্কার, জুলাই-অগাস্ট আন্দোলন, আওয়ামি লিগ নিয়েও সরব হয়েছেন ইউনূস। বাংলাদেশ যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, আজ আবারও বলছি, আমরা একটা যুদ্ধাবস্থায় আছি। এখন আমাদের একতাবদ্ধ থাকতে হবে যে কোনও মূল্যে। পরাজিত শক্তি এবং তাদের সহযোগীরা ওত পেতে বসে আছে আমাদের ছোবল মারার জন্য, আমাদের অগ্রযাত্রাকে রুখে দেওয়ার জন্য। আমরা তাদের কিছুতেই এই সুযোগ দেব না।' করিডর প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'আমরা লক্ষ্য করেছি রাখাইনের জন্য বাংলাদেশ করিডর দিয়ে দিয়েছে বলে একটা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আমি সুস্পষ্টভাবে বলছি, এটি সর্বৈব মিথ্যা। এটা চিলে কান নিয়ে যাওয়ার গল্প।'

চট্টগ্রাম বন্দরকে 'বাংলাদেশের অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড' বলে দাবি করে তিনি বলেছেন, 'বর্তমানে এই হৃৎপিণ্ড খুব দুর্বল। এখন যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় তাকে রেখে দিলে আমাদের অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এই হৃৎপিণ্ডকে বড় করতে হবে। মজবুত করতে হবে।' চট্টগ্রাম বন্দরকে বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার জল্পনাকে গুজব বলে খারিজ করে দিয়েছেন তিনি।

আগুনের ফুলকি... গুয়াতেতমালার ফুয়েগো আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত। সান জুয়ান অ্যালোতেনাঙ্গো এলাকা থেকে।

বিরাটদের টিমের কর্তা গ্রেপ্তার বেঙ্গালুরুতে

গোয়েন্দা প্রধান বদলি ● মুখ্যমন্ত্রীর সচিব বরখাস্ত

বেঙ্গালুরু, ৬ জুন : কর্ণাটকের গোয়েন্দাপ্রধান হেমন্ত নিম্বলকরকে শুক্রবার বদলির নির্দেশ দিল মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার অফিস। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের পদপিষ্টের ঘটনার জেরেই এই পদক্ষেপ। শুধু হেমন্ত নন, সিদ্দারামাইয়ার রাজনৈতিক সচিব কে গোবিন্দরাজকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি কর্ণাটক অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনেরও মাথায় ছিলেন। ক্রিকেটারদের সংবর্ধনার অনুষ্ঠান বিধান সৌধে করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চাপ দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

চিন্নাস্বামীর দুর্ঘটনায় সংস্থার কর্তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরসিবির বিপণন (মার্কেটিং) বিভাগের প্রধান নিখিল সোসালেকে। শুধু তা-ই নয়, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা 'ইভেন্ট ফার্মের' আধিকারিকদেরও আটক করা হয়েছে।

পদপিষ্টে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরে তোলপাড় চলছে। ইতিমধ্যে সরকার আরসিবি, ডিএনএ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা ও কর্ণাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রশাসনিক কমিটির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। একই সঙ্গে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বেঙ্গালুরু পুলিশের কমিশনার বি দয়ানন্দ, অতিরিক্ত কমিশনার বিকাশ কুমার বিকাশ, ডেপুটি কমিশনার (সেন্ট্রাল) শেখর এইচ তেক্কান্নবর, এসিপি বালকৃষ্ণ, কুব্বন পার্ক থানার আধিকারিক একে গিরিশ সহ কয়েকজন শীর্ষ পুলিশকর্তাকে।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়। বিজেপি এই পদক্ষেপকে 'পুলিশকে বলির পাঁঠা বানানো' বলে কটাক্ষ করেছে। পালটা প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, 'আমি রাজনীতি করি না। যাঁরা দায়িত্বে গাফিলতি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিজেপি কেবল রাজনীতি করছে।'

পুলিশ কমিশনার বি দয়ানন্দকে বরখাস্ত করার সরকারি সিদ্ধান্ত ঘিরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল, পুলিশ বাহিনী, জনসমাজে। ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে প্রচার শুরু হয়েছে আই স্ট্যান্ড উইথ বি দয়ানন্দ হ্যাশট্যাগ দিয়ে। ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পুলিশ বাহিনীর অন্দরেও। বেঙ্গালুরু পুলিশের একাংশ প্রতিবাদে কালো ব্যাজ পরার পরিকল্পনা করছে বলে খবর।

প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মেঘারিখ বলেন, 'প্রাথমিক তদন্ত ছাড়াই একজন কমিশনারকে বরখাস্ত করাটা দুর্ভাগ্যজনক। এই ইভেন্টে পুলিশের ভূমিকা সামান্য ছিল। এটা ঠিক পদক্ষেপ নয়। বড় দায়িত্বশীলরাও ছিলেন। তাঁরা দায় এড়াতেই পুলিশকে বলির পাঁঠা করেছেন।' দয়ানন্দের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন ডিজিপি এসটি রমেশও।

অবসরপ্রাপ্ত আরেক আইপিএস ভাস্কর রাও আরও কড়া ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীকে দোষারোপ করেছেন। তিনি একে কর্ণাটক পুলিশের ইতিহাসে 'সবচেয়ে অন্ধকার দিন' বলে অভিহিত করে বলেন, 'এই মৃত্যু মিছিলের প্রকৃত রচয়িতা উপমুখ্যমন্ত্রী। সরকার রক্তে রঞ্জিত। মুখ্যমন্ত্রী অসহায়, কাপুরুষ, নার্ভাস এবং আতঙ্কগ্রস্ত। সরকার দিশাহীন।' 'অ্যারেস্ট ডিসিএম' হ্যাশট্যাগ দিয়ে ডিকে শিবকুমারের বিরুদ্ধেও প্রচার শুরু হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

এদিকে পদপিষ্টের ঘটনায় কর্ণাটক ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে এখনই কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে শুক্রবার নির্দেশ দিয়েছে কর্ণাটক হাইকোর্ট।

আরসিবি, বিজয়োৎসবের দায়িত্বে থাকা ডিএনএ এন্টারটেইনমেন্ট, কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (কেএসসিএ) বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর দায়ের করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কর্ণাটক ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা। সেই মামলায় শুক্রবার বিচারপতি এসআর কৃষ্ণ কুমার নির্দেশ দেন, পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।

কর্ণাটক ক্রিকেট বোর্ডের যেসব আধিকারিক এই মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন, তাঁদেরও আদালতের অনুমতি ছাড়া রাজ্যের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন বিচারপতি।

পরমাণু যুদ্ধের জুজু দেখালেন বিলাওয়াল

ওয়াশিংটন, ৬ জুন : সিন্ধুর জল না ছাড়লে প্রথমে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পিপিপি চেয়ারপার্সন বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। তার জবাবে অপারেশন সিঁদুর ঘটিয়েছিল ভারত। এই অবস্থায় এবার সিন্ধুর জল নিয়ে পরমাণ যুদ্ধের জুজু দেখালেন বিলাওয়াল। বৃহস্পতিবার একটি আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছিলেন বেনজির-পুত্র। সেখানে তিনি বলেন, জল বন্ধ করে দক্ষিণ এশিয়াকে পরমাণু যুদ্ধের দিকে ঠেলছে ভারত। নয়াদিল্লির পদক্ষেপকে আগ্রাসন বলে আখ্যা দিয়ে পশ্চিমী বিশ্বকে পালটা ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী। বিলাওয়াল বলেন, 'আমরা বলেছিলাম, জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া যুদ্ধের শামিল। দেশপ্রেমের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এই কথা বলিনি। এটা আমাদের অস্তিত্বের সংকট। জল ও বেঁচে থাকার স্বার্থে যে কোনও দেশ যুদ্ধ করতে পারে। পাকিস্তানকে জল দেওয়া বন্ধ করে ভারতই প্রথমে পরমাণু যুদ্ধের বীজ বপন করেছে।'

নয়াদিল্লি অবশ্য একবারও পরমাণু যুদ্ধের কথা বলেনি। বরং পরমাণু যুদ্ধের জুজু দেখিয়ে যে কাজের কাজ হবে না। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতি সত্ত্বেও ভারত যে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত থেকে আপাতত সরবে না। পাকিস্তান অবশ্য সিন্ধুর জল নিয়ে ভারতকে লাগাতার আর্জি জানাচ্ছে। চুক্তি স্থগিত রাখার যে সিদ্ধান্ত ভারত নিয়েছে তা পুনর্বিবেচনার জন্য এখনও পর্যন্ত মোট ৪ বার চিঠি পাঠিয়েছে ইসলামাবাদ। তার মধ্যে তিনটিই পাঠানো হয়েছে অপারেশন সিঁদুরের পর। মোদি জানিয়ে দিয়েছেন, বাণিজ্য ও সন্ত্রাস, জল আর রক্ত, গুলি আর আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না। পাক জল মন্ত্রকের সচিব সৈয়দ আলি মুর্তাজা চারটি চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রককে। ওই চিঠিগুলি জলশক্তি মন্ত্রককে পৌঁছেছে।

শশীকে প্রশ্নবাণ সাংবাদিক পুত্রের

ওয়াশিংটন, ৬ জুন : এমনটা যে হতে পারে সেটা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের মুখোশ খুলতে তাঁর নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলকে নিয়ে মার্কিন মুলুকে এসেছেন তিনি। কিন্তু পাকিস্তানকে বিঁধতে গিয়ে আমেরিকার মাটিতে বৃহস্পতিবার তিনি যেভাবে নিজের সাংবাদিক-পুত্র ঈশান থারুরের প্রশ্নবাণের মুখোমুখি হয়েছেন, তাতে শশী থারুর একইসঙ্গে বিস্মিত এবং যারপরনাই আপ্লুতও। অন্তত পিতা-পুত্রের প্রশ্নোত্তর পর্বের ভিডিও দেখে সেটা প্রমাণিত।

বৃহস্পতিবার একটি আলোচনাচক্রে পহলগাম হামলায় পাকিস্তানের ভূমিকা এবং তার জবাবে ভারতের অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কথা বলছিলেন থারুর। আলোচনা শেষে উপস্থিত সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন। হঠাৎই প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে ঈশান উঠে দাঁড়ান। তাঁকে দেখে প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে যায়। থারুর তখন স্মিত হাসি হেসে বলেন, 'এটা কিছুতেই অনুমতি দেওয়া যায় না। এ তো আমার ছেলে।' ঈশান তখন নিজেকে 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়ে জানতে চান, পহলগাম হামলায় পাকিস্তানের যুক্ত থাকার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভারতের প্রতিনিধি দল বিদেশের দরবারে পেশ করেছে কি না। তিনি বলেন, 'আপনার সরকারের কাছে কি কোনও দেশ প্রমাণ চেয়েছে? চাইলে আপনারা কী ধরনের প্রমাণ তুলে দেবেন? ওই হামলায় যুক্ত না থাকার যে কথা পাকিস্তান বারবার বলছে, সেই ব্যাপারেই বা আপনাদের বক্তব্য কী?'

সাংবাদিক-পুত্রের এমন প্রশ্নে রীতিমতো সন্তোষ প্রকাশ করেন তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ। হাসতে হাসতে তিনি বলেন, 'ঈশান, আমি খুশি হয়েছি যে তুমি এই প্রশ্ন করেছ। তবে সবাই জানুক যে আমি তোমাকে দিয়ে এই প্রশ্ন করিয়ে নিইনি।' এরপর ছেলের প্রশ্নের জবাবে থারুর বলেন, 'তথ্যপ্রমাণ না থাকলে যে ভারত এই কাজ (অপারেশন সিঁদুর) করত না, সেটা আমি খুব স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই। (পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে) কারও মনে কোনও সন্দেহ জাগেনি। কেউ আমাদের কাছে তথ্যপ্রমাণও চায়নি। কিন্তু সংবাদমাধ্যম এবং তোমার সম্প্রদায় দু-তিন জায়গায় এই প্রশ্নটি করেছে।' তাঁর কথায়, 'কোনও মজবুত কারণ ছাড়া যে ভারত এই ধরনের সামরিক অভিযান করার মতো দেশ নয়, আমি সেই আশ্বাস তোমাকে দিতে পারি।'

পাকিস্তানই যে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর, সেটা বোঝাতে তিনটি কারণ দর্শান থারুর। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে পাকিস্তানের ৩৭ বছরের যোগসাজশ রয়েছে। ২৬/১১ হামলার পর ধরা পড়া জঙ্গি পাকিস্তানের নাগরিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ভারত ও মার্কিন গোয়েন্দারা পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে জঙ্গিদের লাগাতার কথাবার্তার তথ্যও পেয়েছিল। পাকিস্তানি সেনার নাকের ডগায় ৯/১১ হামলার মূল চক্রী ওসামা বিন লাদেন যে সেফ হাউসে, সেই কথাও সবাই বেমালুম ভুলে গিয়েছে বলে মন্তব্য করেন থারুর। অপারেশন সিঁদুরের পর নিহত জৈশ জঙ্গিদের শেষকৃত্যে পাকিস্তানি সেনাকর্তাদের উর্দি পরে উপস্থিত থাকার ঘটনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট নামে লস্করের ছদ্ম সংগঠন যে পহলগাম ঘটনার দায় স্বীকার করেছিল, সেই কথাও ছেলেকে জানিয়ে দেন থারুর।

কে ঈশান থারুর

ওয়াশিংটন, ৬ জুন : শশী থারুর এবং তাঁর প্রথম স্ত্রী তিলোত্তমা মুখোপাধ্যায়ের সন্তান হলেন ঈশান থারুর। ১৯৮৪ সালে সিঙ্গাপুরে তাঁর জন্ম হয়। ঈশানের যমজ ভাইয়ের নাম কনিষ্ক থারুর। শশী থারুর সেই সময় ইউএনএইচসিআর-সিঙ্গাপুরের প্রধান ছিলেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৬ সালে ইতিহাস এবং এথনিসিটি, বর্ণ এবং অভিবাসন নিয়ে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন ঈশান। তাঁর লিংকডিন প্রোফাইল অনুযায়ী, তিনি সাডলার ফেলোশিপ পেয়েছিলেন। ২০০৬ সালে টাইম পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেন থারুর-পুত্র। ২০১৪ সালে ওয়াশিংটন পোস্টে যোগ দেন তিনি। ২০১৮ থেকে কয়েক বছর জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছিলেন ঈশান।

চাঁদের মাটিতে ভেঙে পড়ল জাপানি চন্দ্রযান

টোকিও, ৬ জুন : জাপানের বেসরকারি মহাকাশ সংস্থা আইস্পেস-এর চন্দ্রাভিযান আবারও বড় ধাক্কা খেল। গত দু'বছরে দ্বিতীয়বার।

লক্ষ্য ছিল চাঁদের মাটিতে নামা। পৃথিবী থেকে চাঁদের যাত্রাপথের প্রতিটি পর্যায় গত প্রায় পাঁচ মাসে ঠিকভাবেই পার করেছিল 'রেজিলিয়েন্স রোভার'। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হল গণ্ডগোল। চাঁদের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল জাপানি চন্দ্রযান। এর আগে ২০২৩ সালে প্রথম চন্দ্রযান 'হাকুতো-আর'-ও দুর্ঘটনায় পড়েছিল।

চলতি বছর জানুয়ারিতে স্পেসএক্সের ফ্যালকন ৯ রকেটে রওনা দিয়েছিল রেজিলিয়েন্স রোভার। প্রায় পাঁচ মাস ধরে ধীরে ধীরে চাঁদের দিকে সেটি এগোচ্ছিল জ্বালানি সাশ্রয়ী পথে। মে মাসে চন্দ্রযান চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করে এবং উত্তর গোলার্ধের 'সি অফ কোল্ড (মারে ফ্রিগোরিস)' নামে পরিচিত একটি অন্ধকার সমতল এলাকায় নামার জন্য প্রস্তুত হয়। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার ১২টা ৪৭ মিনিটে চাঁদের মাটিতে নামার কথা ছিল চন্দ্রযানটির।

কিন্তু ঠিক ল্যান্ডিংয়ের মুহূর্তেই টোকিওর মিশন কন্ট্রোলের সঙ্গে চন্দ্রযানের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। কোনও সংকেত মেলেনি, এমনকি নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও চাঁদের মাটি থেকে কোনও সফল অবতরণের ইঙ্গিতও মেলেনি। আইস্পেস জানিয়েছে, চন্দ্রযানটি ১০০ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে সফলভাবে নামতে শুরু করেছিল। ২০ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছোনোর পর ইঞ্জিন চালু করে সক্ষম হয়েছিল গতি কমাতেও। কিন্তু এরপরই বিপত্তি ঘটে। যে লেজার রেঞ্জফাইন্ডারটি চাঁদের মাটি থেকে দূরত্ব মাপার কাজ করছিল, তা ঠিক সময় ডেটা দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে চন্দ্রযানটি যথাযথ গতিতে থামতে পারেনি। মুখ থুবড়ে পড়ে চাঁদের মাটিতে।

গাজায় ৫ টাকার পার্লে-জি বিকোচ্ছে ২,৪০০ টাকায়

গাজা, ৬ জুন : চরম খাদ্যসংকটে ডুবে যাচ্ছে গাজা। সামান্য পার্লে-জি বিস্কুটও সেখানে মহার্ঘ বস্তু হয়ে উঠেছে। ভারতে তৈরি ওই বিস্কুটের ছোট একটি পাঁচ টাকার প্যাকেট যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরে বিকোচ্ছে প্রায় ২,৪০০ টাকায়। সম্প্রতি গাজা থেকে ভাইরাল হওয়া এক পোস্টে এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, তিনি তাঁর মেয়ের জন্য পার্লে-জি বিস্কুট কিনেছেন ২৪ ইউরোর বেশি দামে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২,৩৪২ টাকা)। পোস্টে লেখা ছিল, 'অনেক অপেক্ষার পর আমি অবশেষে রফিফের প্রিয় বিস্কুটটা কিনতে পারলাম। যদিও দাম বেড়ে ১.৫ ইউরো থেকে ২৪ ইউরো হয়েছে। তবুও ওর ভালোবাসার জিনিসটা না কিনে পারিনি।'

গাজায় এখন সব জিনিসের দামই আকাশছোঁয়া। শুক্রবারের বাজারদর দেখলেই সেটা মালুম হয়। এদিন ১ কেজি চিনি ৪,৯১৪ টাকায়, ১ লিটার রান্নার তেল ৪,১৭৭ টাকায়, ১ কেজি আলু ১,৯৬৫ টাকায়, ১ কেজি পেঁয়াজ ৪,৪২৩ টাকায় এবং ১ কাপ কফি ১,৮০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের ফলে গাজায় খাবারদাবার প্রবেশ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ২ মার্চ থেকে ১৯ মে পর্যন্ত সীমিত সংখ্যক ত্রাণবাহী ট্রাক ঢুকতে পেরেছিল বটে, তবে তা-ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে। ইজরায়েলের দাবি, হামাস ত্রাণ সহায়তা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। সেই কারণে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি স্থগিত করে একটি নতুন বিতরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়— সিকিওর ডিস্ট্রিবিউশন সাইট ১ বা 'এসডিএ১'। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইৎজারল্যান্ড এবং ইজরায়েল। ওই বিতরণ কেন্দ্রে মানুষকে খাঁচার মতো করিডর দিয়ে ঢুকতে হয়। এর নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে এক বেসরকারি মার্কিন সংস্থা, যাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগও আছে।

গাজার বাসিন্দা ৩১ বছর বয়সি চিকিৎসক খালেদ আলশাওয়া জানিয়েছেন, 'পণ্যগুলি সাধারণত নিখরচায় মানবিক সহায়তা হিসাবে আসে। কিন্তু এগুলি পৌঁছোয় মাত্র কয়েকজনের কাছে। ফলে সংকট তৈরি হয়, আর তা বাজারে চড়া দামে বিকোয়। বিস্কুটগুলির প্যাকেটে লেখা থাকে 'এক্সপোর্ট প্যাক'। কিন্তু তাতে দাম লেখা থাকে না। এর সুযোগ নিচ্ছেন অসাধুরা।'

জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠক প্রতিনিধিদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ জুন : 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করতে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল সাতটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলকে। তার মধ্যে তিনটি দল দেশে ফিরে দেখা করল বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে। বৈঠকে তারা বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ, বাণিজ্য, পর্যটন ও ভূ-কৌশলগত প্রশ্নে বিদেশি রাষ্ট্রগুলির প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রকে জানায়। প্রতিনিধি সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি চেয়েছেন, আপনারা যেসব প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন, আমরা সেগুলি মন দিয়ে শুনি ও কাজে লাগাই।' যদিও বিদেশে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ভারতের আদৌ কতটা লাভ হয়েছে তা নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেতের প্রশ্ন, প্রতিনিধি দলের সফরের পর কতগুলি দেশ আমাদের পক্ষে কথা বলেছে? কতগুলি দেশ পাকিস্তানের সমালোচনা করেছে? কুয়েত পাকিস্তানি ভিসার ওপর থাকা ১৯ বছরের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের ভ্রান্ত বিদেশনীতির জন্য ভারতের বদনাম হয়েছে সর্বত্র।

দক্ষিণ কোরিয়া ভারতে তাদের বিনিয়োগ এবং দেশে কাজ করা ছ'শোরও বেশি কোরীয় সংস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পাকিস্তানকে ঘিরে সাম্প্রতিক উত্তেজনা তাদের বিনিয়োগ-পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। জাপান-ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়ার তরফেও ভারতের পর্যটন পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। জবাবে প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলার পরও পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হচ্ছে।

মাস্কের সংস্থার সঙ্গে বিচ্ছেদের হুমকি

আমি না থাকলে হেরে যেতেন, পালটা এলনের

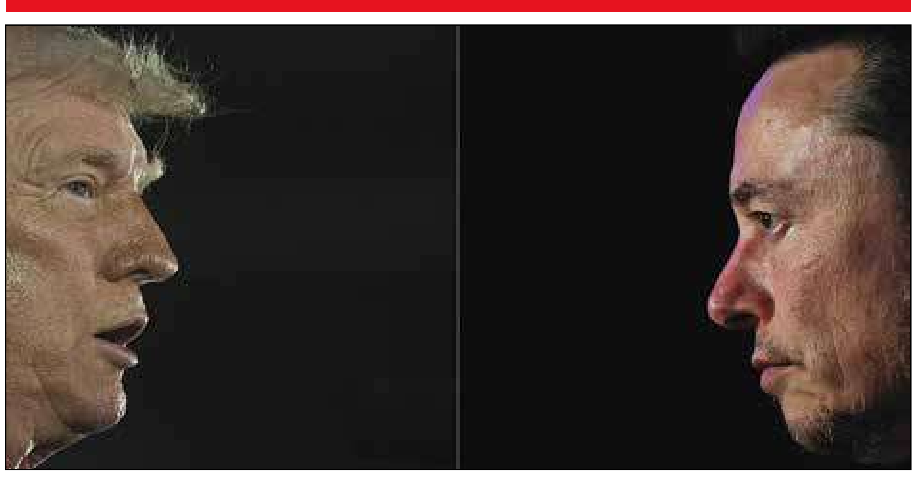

ওয়াশিংটন, ৬ জুন : কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালিয়ে কার্যত অসাধ্য সাধন করেছিলেন তাঁরা। ক্ষমতা ধরে রাখার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ডেমোক্র্যাটদের ভোটযুদ্ধে বিধ্বস্ত করেছিল ট্রাম্প-মাস্ক জুটি। কিন্তু সরকারে আসার ৬ মাস যেতে না যেতে সেই সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। বন্ধুবিচ্ছেদ যে আসন্ন, তা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁদের সম্পর্ক যে আগের মতো নেই, সেই কথা জানানোর সঙ্গেই এলন মাস্ককে আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, নাসার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্সের। মার্কিন সরকারের কাছ থেকে বড় অঙ্কের ভরতুকি পায় তাঁর অপর সংস্থা টেসলা। ওই চুক্তি ও ভরতুকি দুটোই বাতিল করে দেওয়া হতে পারে বলে ট্রাম্প বলেন, 'আমাদের বাজেটে কোটি কোটি ডলার সাশ্রয় হতে পারে। যদি আমরা এলন মাস্কের চুক্তি এবং ভরতুকি বাতিল করে দিই।' তবে মাস্ককে ট্রাম্পের বেনজির হুঁশিয়ারি আঘাত নয় 'প্রত্যাঘাত'। দুই বন্ধুর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল কিছুদিন আগে। মার্কিন সরকারের ব্যয় হ্রাস নিয়ে খুশি ছিলেন না ট্রাম্পের অন্যতম উপদেষ্টা মাস্ক। সেজন্য সম্প্রতি উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের কর কমানো সংক্রান্ত বিলটি নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মাস্ক।

এদিকে ট্রাম্প দাবি করেছেন টেসলা কর্তা তাঁকে সমর্থন না করলেও তিনি পেনসিলভেনিয়া প্রদেশে জয়ী হতেন। ট্রাম্প সরকারের উদ্দেশে একের পর এক তোপ দেগেছেন মাস্ক। টেসলা কর্তার সাফ কথা, 'আমার সাহায্য না পেলে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিততে পারতেন না।' তাঁর আরও দাবি, তিনি সক্রিয় না হলে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেটে সামান্য ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতেন রিপাবলিকানরা। কিন্তু নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে বিপুলভাবে জয় পেত ডেমোক্র্যাট পার্টি। প্রেসিডেন্ট পদে হয়তো দেখাই যেত না ট্রাম্পকে। তবে কীভাবে তিনি নির্বাচনি সমীকরণকে রিপাবলিকানদের পক্ষে আনতে সাহায্য করেছেন, সেই ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি মাস্ক। যৌন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত জেফ্রি এপিস্টাইনের সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে মাস্ক বলেন, 'বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা এপিস্টাইন ফাইলে ট্রাম্পের নাম রয়েছে। সেই কারণে ফাইলটি প্রকাশ করা হয়নি। ভবিষ্যতে এই কথাগুলি ভুলে যাবেন না। কারণ, সত্যি একদিন সামনে আসবেই।'

ব্রডব্যান্ড পরিষেবায় ছাড়পত্র স্টারলিংককে

নয়াদিল্লি, ৬ জুন : ভারতে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও এককদম এগোল এলন মাস্ক পরিচালিত স্টারলিংক। সূত্রের খবর, এদেশে কাজ করা তৃতীয় সংস্থা হিসাবে গ্লোবাল মোবাইল পার্সোনাল কমিউনিকেশন বাই স্যাটেলাইট (জিএমপিসিএস) লাইসেন্স পেয়েছে তারা। এর আগে জিএমপিসিএস লাইসেন্স পাওয়া সংস্থাগুলি হল, ইউটেলস্যাটের ওয়ানওয়েব এবং রিলায়েন্স জিও। স্টারলিংক ছাড়পত্র পেলেও জেফ বেজোসের মালিকানাধীন অ্যামাজন কুইপারের আবেদনটি এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। ২০২৫-এর মার্চে ভারতের প্রথমসারির দুটি টেলিকম সংস্থা ভারতী এয়ারটেল এবং রিলায়েন্স জিও স্যাটেলাইট-ভিত্তিক ব্রডব্যান্ড পরিষেবার জন্য স্টারলিংকের সঙ্গে চুক্তি করেছে।

রংতুলির টানে

ক্যালেন্ডার বলছে গ্রীষ্মকাল। বাইরের আবহাওয়া তখন বলছে যেন স্যাঁতসেঁতে বর্ষা। তবে দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে কিন্তু একটুকরো বসন্তকাল। সম্প্রতি সেখানে চিত্র প্রদর্শনী ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল ইন্ডিয়ান কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস গিল্ড (আইসিএজি)। প্রদর্শনীর নাম 'মেইডেন স্প্রিং শো'। শিলিগুড়ির শিল্পীদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই সংগঠনটির বয়স ১০ বছর। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মিঠুন তপস্বী জানালেন, বছরে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এই সংগঠন। তারই মধ্যে অন্যতম হল এই প্রদর্শনী। গত চার বছর ধরে এমন প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছেন তাঁরা।

এবছরের প্রদর্শনীতে ৫০ জন শিল্পীর ৯০টির বেশি ছবি ঠাঁই পেয়েছিল। তবে চিত্র প্রদর্শনী ছাড়াও মিঠুনদের এই আয়োজনের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। তা হল, প্রথিতযশা শিল্পীরা কীভাবে কাজ করেন, তা সরাসরি দেখার সুযোগ করে দেওয়া। এছাড়া একাধিক বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হয়েছিল।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পী প্রদীপ মৈত্র। আর তাঁরা কীভাবে কাজ করেন, তা শিলিগুড়ির শিল্পী ও দর্শকদের সামনে 'লাইভ' দেখান প্রদীপ ও কলকাতা থেকে আগত আরও ১০ শিল্পী। এছাড়া এই গোটা আয়োজনের শো স্টপার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী বিজেন্দ্র শর্মা। ক্যানভাসে কীভাবে সাবলীল চলে বিজেন্দ্রর তুলি, সেই মুহূর্তেরও সাক্ষী থাকল শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষ। তাছাড়া একজন শিল্পী হিসেবে নিজের যাত্রাপথের চড়াই উতরাইয়ের কথাও উপস্থিত দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন বিজেন্দ্র। শিলিগুড়ি শহরের বুকে তাঁদের এমন উদ্যোগে যথেষ্ট ভালো সাড়া পেয়েছেন, জানিয়েছেন মিঠুন।

– শুভ সরকার

প্রতিষ্ঠা দিবস

কিছুদিন আগে কোচবিহার শিশু কিশোর সংস্থার অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস ব্রাহ্ম মন্দির প্রাঙ্গণে পালিত হল। বর্ষবরণের অনুষ্ঠানকে সঙ্গী করে। অংশ নিল সংস্থা পরিচালিত ছোটদের থিয়েটার ইসকুলের শিক্ষার্থীরা। সংস্থার পতাকা উত্তোলন ও ছোটদের সমবেত সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সূচনা হয়। অতিথি ও ছোটদের থিয়েটার ইসকুলের প্রশিক্ষকদের সম্মানিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার ও শিল্পী দ্যুতিমান ভট্টাচার্য এবং অন্য নাট্যজনেরা। সম্পাদক সোমনাথ ভট্টাচার্য সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। এরপর ছোটদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ তৈরি করতে অভিনব পদক্ষেপ হিসেবে 'ছোদের বইঘর' উদ্বোধন করেন অতিথিরা। ছোটদের থিয়েটার ইসকুলের বিগত বছরের শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র, নোটবুক ও কলম প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু কিশোরদের সমবেত সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা। সবশেষে থিয়েটার স্কুলের শিক্ষার্থীদের অণুনাটক 'কালাজাদু' মঞ্চস্থ হয়।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

সাহিত্যসভা

শান্তিনিকেতন সাহিত্যপথ-এর উদ্যোগে সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এক বিশেষ সাহিত্যসভা হয়ে গেল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ দীপককুমার রায়। 'বাংলা সাহিত্যে আত্মবোধ থেকে বিশ্ববোধ' বিষয়ে তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।
এই আলোচনা সভার আরেক বক্তা ছিলেন পাটনার জানকী দেবী উইমেন্স কলেজের অধ্যাপক ডঃ অমরকুমার পাল। 'মুখের ভাষা বিজ্ঞাপনের ভাষা' -এই বিষয়ে তিনি মনোজ্ঞ ও মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই দিনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল শান্তিনিকেতন সাহিত্যপথ-এর পক্ষে ডঃ দীপককুমার রায়কে 'শান্তিনিকেতন সাহিত্যপথ সম্মাননা ২০২৫' অর্পণ। তাঁর হাতে স্মারক তুলে দেন শান্তিনিকেতন সাহিত্যপথ-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ সুদীপ বসু। এই সভায় অন্যান্য শিক্ষক, গবেষক এবং ছাত্ররাও উপস্থিত ছিলেন। শিলিগুড়ি শহরে এই ধরনের আলোচনা সভা এবং সম্মাননা অর্পণ অনুষ্ঠান সম্ভবত প্রথম বলে দীপকবাবু জানান। অধ্যাপক ডঃ সুদীপ বসুর নেতৃত্বে শান্তিনিকেতন সাহিত্যপথ-এর পথ চলা আরও সুদৃঢ় ও সুন্দর হোক বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

ছন্দোবদ্ধ।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে নৃত্য মালঞ্চের বার্ষিক অনুষ্ঠান।*

ঘুঙুরে নয়া বোল

মন্দির থেকে যে নৃত্য সময়ের আবর্তে ছিটকে মঞ্চে এসে পড়েছে তার গায়ে তখনও ছিল ভক্তির রস। আর মজলিশ থেকে যে নৃত্য এসেছিল তার পায়ে ছিল মন্থর চালের মাদকতা। মন্দিরের ভক্তি আর মজলিশের মাদকতাকে পায়ের ঘুঙুরে এক সুতোয় বাঁধলেন গুরু সংগীতা চাকি। অনুষ্ঠান ছিল নৃত্য মালঞ্চের বার্ষিক নৃত্য সমারোহ গতি-২০২৫। ক'দিন আগে দীনবন্ধু মঞ্চে দু'দিনের এই সমারোহে এই শিল্পী পরিবেশন করেন ভরতনাট্যম শৈলীতে বিষ্ণু কীর্তনম এবং কত্থক শৈলীতে শ্রীরামচন্দ্র কথা। দু'দিনের নিবেদনে মন্দির আর মজলিশকে দীনবন্ধু মঞ্চের মায়ায় বেঁধে বুঝিয়ে দেন নাচ শুধু আলো পোশাক আর শরীরের কসরত নয়, তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিবেদন করতে হয়। চার দশকের সাধনায় গুরু সংগীতা তা রপ্ত করেছেন। তাই তাঁর নাচে আত্মনিবেদনের স্নিগ্ধতার সঙ্গে থাকে প্রাণের উষ্ণতা। আর এর জন্যই আসন পেতে এ শহর তাঁকে গুরুর আসনে বসিয়েছে।

দু'দিনই সান্ধ্য সমারোহের সূচনা হয় গণপতি বন্দনা দিয়ে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মহানগরিক গৌতম দেব, অনুরাধা চাকি, জ্যোৎস্না আগারওয়াল, সুজিত রাহা, বিদ্যাবতী আগারওয়াল, মৌসুমি দাশগুপ্ত, শ্রাবণী চক্রবর্তী, সহেলি বসু ঠাকুর, অদিতি দাস ঘোষ, সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়। আর বিভিন্ন শাখার শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুবীর ঠাকুর, সুবীর অধিকারী, সন্দীপ নিয়োগী, প্রতীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দ মুখোপাধ্যায়, ঋজু সাহা, হেমশ্রী পাল, লোপিতা ভট্টাচার্য।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে একক কত্থক নৃত্য ও নৃত্য পরিচালনায় নজর কেড়েছেন নিকিতা ভাওয়াল। শ্রেয়সী ঘোষের পরিচালনায় বেশ কিছু নাচের কোরিওগ্রাফি ছিল দেখার মতো। দ্বিতীয় দিন গুরু সংগীতার দুটো অনুষ্ঠানের মধ্যেও আলাদা করে চোখে পড়েছেন অনিমিখা দে। শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠানগুলিতে ভাবনার সীমাবদ্ধতা থাকলেও তালিম ও অনুশীলনের আন্তরিকতায় বেশিরভাগ অনুষ্ঠানই উতরে গিয়েছে। এই সমারোহে দেখা গেল সংগীতার কাছে তালিম নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীরাও সামনের সারিতে উঠে আসছেন। আর এটাই এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় পাওনা।

– ছন্দা দে মাহাতো

প্রথম উপন্যাস

প্রকাশিত হল ওয়াহিদার হোসেনের লেখা উপন্যাস 'জগৎপুর'। ডুয়ার্সের এক কল্পিত গ্রামকে নিয়ে ওই উপন্যাস। কাহিনীর নায়কের সহজ অনাড়ম্বর জীবনে আবির্ভাব হয় এক সুফি সাধকের। এরপর ওই যুবকের ব্যক্তিগত জীবনের সমান্তরালে প্রবাহিত হতে থাকে আরেক জীবন।

কৈশোরের ভালোবাসাকে হারিয়ে নায়কের জীবন হয়ে ওঠে ছন্নছাড়া। তিনি আক্রান্ত হন জটিল শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিতে। একসময় জেল হয় তাঁর। কীভাবে তিনি নিজেকে খুঁজে পেলেন, তা নিয়েই ২১১ পাতার উপন্যাস। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়ির ওয়াহিদার দীর্ঘদিন ধরেই কবিতা লিখছেন। পেশায় তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা সমাদৃত। তিনটি কাব্যগ্রন্থ এর আগে প্রকাশিত হলেও এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস।

–মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

পত্রিকা প্রকাশ

গবেষণাধর্মী পত্রিকা 'উত্তুরে দর্পণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হল। ময়নাগুড়ি পশ্চিমপাড়ার দুর্গামণ্ডপ প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী সম্মানিত শিল্পী মঙ্গলাকান্ত রায় পত্রিকার মলাট উন্মোচন করেন। পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক কালীশঙ্কর রায়, অরূপকুমার রায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

–অভিরূপ দে

নকশালবাড়িতে 'স্বরবিতান'-এর রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান।

নাচ-গান-কবিতায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে নকশালবাড়িতে 'স্বরবিতান'-এর পক্ষ থেকে এক রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে সংস্থার শিল্পীবৃন্দ দ্বারা পরিবেশিত উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন প্রবীর বিশ্বাস, স্বপ্না সেনগুপ্ত, মেঘা দে, বনশ্রী ঘোষ, সাম্য বালা, জয়দীপ সেনগুপ্ত, সঞ্চিতা ঘোষ, মহম্মদ রিদওয়ান হক, মৌলিনা কুণ্ডু প্রমুখ। তবলা সংগতে ছিলেন সুবীর পাল। অনুষ্ঠানটিতে সমবেত নৃত্যে মুগ্ধ করে অহেনজিতা দে, সৌরভী দে, শ্রেয়া মজুমদার, ধৃতি সাহা, মেখলা কুণ্ডু, সদিচ্ছা রায়, আহেলি লাহিড়ি প্রমুখ। আবৃত্তি করে শোনান কিরণ ঘোষ, রাখি দাস, শুভাঙ্গী দাস, শৌনক দাস, সৌহার্দ্য পাল, নিহিত পাল, নিরুপম পাল, কোয়েল বিশ্বাস, আয়ুষ দে প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে 'স্বরবিতান'-এর শিশুশিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় কবিগুরুর লেখা হাস্যকৌতুক নাটক 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'। পরিচালনায় ছিলেন সুবীর পাল।

–শুভজিৎ বোস

সাত নাটকে পরিপূর্ণ উৎসব

কোচবিহারে অনুভব নাট্য সংস্থার রজত জয়ন্তী নাট্যোৎসবে 'মেয়েটি' নাটকের একটি মুহূর্ত।

কিছুদিন আগে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হল অনুভব নাট্য সংস্থার রজত জয়ন্তী নাট্যোৎসব। টেরাকোটার পুতুল আর কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী ফসল পাট দিয়ে দৃষ্টিনন্দন এবং নতুনত্বে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল ভবন চত্বর। সদ্য প্রয়াত উত্তরবঙ্গের নাটকের কিংবদন্তি হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে রাখা ছিল তাঁর বিরাট প্রতিকৃতিও। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াত নাট্যব্যক্তিত্বর স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন সকলেই। 'অনুভব সম্মাননা' প্রদান করা হয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুভাষচন্দ্র সাহা এবং পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে। দুলালচন্দ্র চক্রবর্তী, ডঃ নিলয় রায় এবং দ্যুতিমান ভট্টাচার্য উৎসবের উদ্বোধন করেন।

উৎসবের প্রথম দিন মঞ্চস্থ হয় অনুভব সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনা 'ঝিন্টি একটা ফুলের নাম'। শ্রীপর্ণা দত্ত রচিত এবং ডাঃ অশোক ব্রহ্ম নির্দেশিত নাটকটি প্রতিটি দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়। নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর হস্টেলে সিনিয়ার ছাত্রদের কাছে নবাগত শিক্ষার্থীরা যেন খেলনা। এইভাবেই এক ছাত্রের মৃত্যু এবং তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার অপরাধে কয়েকজন ছাত্রের শাস্তি। নাটকের শুরু এই রকম সাজাপ্রাপ্ত এক ছাত্রের ১০ বছর পর বাড়িতে ফিরে আসা নিয়ে। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় ছিল নির্বাক অভিনয় অ্যাকাডেমি কলকাতার বিখ্যাত নাটক 'সওদাগরের নৌকা'। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এবং অশোক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এই নাটকের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন সৌমিত্র বসু এবং সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। এর পরদিন কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের প্রযোজিত নাটক 'মেয়েটি' ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। তিনটি চরিত্রের সুদক্ষ অভিনয় যেন নাটকটিকে মঞ্চসফল করেছে। গৌতম হালদার, বিন্দিয়া ঘোষ এবং কিশোর সেনগুপ্ত এই নাটকের প্রাণভোমরা।

উৎসবের চতুর্থ সন্ধ্যায় অভিনীত হয় সংলাপ কলকাতার নিবেদন 'হুলুস্থুল'। কুন্তল মুখোপাধ্যায় রচিত এবং দেবাশিস রায় নির্দেশিত নাটকটিতে মঞ্চসজ্জা, আলো এবং আবহ চরিত্র হয়ে উঠেছে বারবার। পঞ্চম সন্ধ্যায় ছিল মহিষাদল শিল্পকৃতি-র 'আজও স্বপ্নপুর' এবং অর্কিড উত্তরপাড়া প্রযোজিত নাটক 'দায়'। উৎসবের ষষ্ঠ দিনে হযবরল প্রযোজিত 'একনায়কের শেষ রাত' নাটক দেখতে নাট্যানুরাগী মানুষের ভিড়ে প্রেক্ষাগৃহ ছিল পূর্ণ। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন নাট্যাভিনেতা দেবশংকর হালদার। উৎসবের শেষ সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় নাটক 'ধর্মাবতার'। সায়ক কলকাতা প্রযোজিত, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং মেঘনাদ ভট্টাচার্য নির্দেশিত ও অভিনীত নাটক মঞ্চসজ্জা এবং আলোর যথাযথ ব্যবহারে অসাধারণ হয়ে উঠেছিল। উৎসব শেষে আতশবাজি প্রদর্শনী ছিল দর্শকদের কাছে উপরি পাওনা।

–দেবদর্শন চন্দ

আবৃত্তির জন্য

উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল কিছুদিন আগে। রায়গঞ্জের বিজয়া ভবনে আলোচনা, সংগীত, নৃত্য, একক ও সমবেত বাচিক অনুষ্ঠান ও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তাপস দাস। সায়ন্তন কুণ্ডুর গান দিয়ে শুরু এদিনের অনুষ্ঠান। অর্পিতা ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় কাব্যকথার খুদে শিল্পীরা পরিবেশন করে 'ঝিক ঝিক রেলগাড়ি' ও 'দূরের পাল্লা' সহ কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ। একক আবৃত্তি পরিবেশনায় ছিলেন মৌতুলি মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত নন্দী, লতিকা দাস বর্ধন, ফিরোজা বানু, রিঙ্কু সাহা, স্ববৃত্তি দত্ত, রেশমী মজুমদার সহ একাধিক আবৃত্তিকার। সম্প্রতি আয়োজিত সংস্থার আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের সফল প্রতিযোগীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন সংস্থার সম্পাদক মিঠুন দত্ত।

–সুরমা রানি

দ্বিতীয় অধিবেশন

'নৃত্য মঞ্জিল' ও 'আমরা অপরাজিতা'র আয়োজনে মাসিক 'কৃষ্টি-কল্প' শিরোনামের দ্বিতীয় মাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল সম্প্রতি শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার নৃত্য মঞ্জিল আঙিনায়। পরপর নাচ-গান-আলেখ্য ও শ্রুতিনাটক পরিবেশন করে নৃত্য মঞ্জিল, 'অনুসৃজন স্কুল অফ ওডিশি ডান্স, সম্প্রীতি, শিলিগুড়ি থিয়েটার অ্যাকাডেমি, আমরা অপরাজিতা এবং নৃত্য ঝঙ্কার ডান্স অ্যাকাডেমি। কুন্তল ঘোষ এবং সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমবেত সংগীতগুলির পরিবেশনা ছিল খুবই মনোগ্রাহী। কৌশিক রজক ও কৃষ্ণা কর পরিবেশিত শ্রুতিনাটকটি অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

সবশেষে পরিবেশিত হয় 'থিয়েটার অ্যাকাডেমি' প্রযোজিত নাটক 'শেষ অঙ্কে এসে'। কুন্তল ঘোষের লেখা ও পরিচালনায় একক অণুনাটকটি সাগরিকা চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত অভিনয়ে সফল হয়ে ওঠে সেই সন্ধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সোমা দাস।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

বইটই

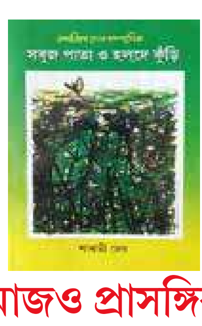

আজও প্রাসঙ্গিক

কোচবিহারের রণজিৎকুমার দেব সম্পাদিত কবিতা সংকলন **সবুজ পাতা ও হলদে কুঁড়ি**র **প্রথম সংস্করণ** ১৯৬০ সালে প্রথমবার ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ছাপা হল কিছুদিন আগে। কারণটা কী? সংকলনের এই পর্বের সম্পাদনার দায়িত্ব যাঁর হাতে সেই শাশ্বতী দেবের কথায়, 'আজকের রণজিৎ দেবকে জানতে হলে সেই সময়ের রণজিৎকুমার দেবকে জানতে হবে। তাঁর সেই সময়কার জীবন সম্পর্কে পরিচিত হতে হবে... তাই।' নরেন্দ্র দেব থেকে শুরু করে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার দাস থেকে শুরু করে বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর কবিতা, এই বই স্মৃতিসাগরে বারবার ডুব দেওয়ার। দিগ্বিজয় দে সরকার, অর্ণব সেনদের লেখা পাঠককে এই সংকলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে।

প্রাণে ভাস্কর্য

কীভাবে রামকিঙ্কর বেইজ গোটা শান্তিনিকেতনকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে মুড়ে দেওয়ার বরাত পেয়েছিলেন, সোমনাথ হোড়ের 'ভিয়েতনামের মা'-র কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল... এমন অজস্র কিছুই গল্পের মতো করে ধরা দিয়েছে। ভাস্কর ও লেখক শিলিগুড়ির মৈনাক ভট্টাচার্যের বই **ভাস্কর্যের আঁতুড়ঘর**-এর মাধ্যমে। অরুণ যোগীরাজের ইন্ডিয়া গেটের নেতাজি থেকে শুরু করে গোলপার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি...শিল্পে সেভাবে যাঁরা আগ্রহী নন তাঁদেরও এই সমস্ত লেখা বইটি গোগ্রাসে গিলতে বাধ্য করবে। প্রতিটি লেখার সঙ্গে ছবি পাঠকদের উপরিপাওনা। এই বই চিরকালের মতোই নিজের সংকলনে রাখার। লেখকের নিজের সৃষ্টির ছবি প্রচ্ছদ হিসেবে এই বইটির আরেক সম্পদ।

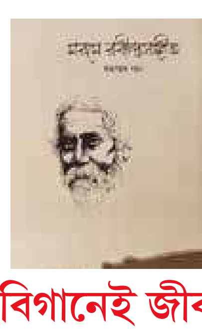

রবিগানেই জীবন

সখী ভালোবাসা কারে কয়! ভালোবাসার অর্থ কী তা এই গানের মধ্যে দিয়েই কবিগুরু গভীরভাবে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই সমস্ত গান কীভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে তা বালুরঘাটের সনাতন পাল খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখা বই **মরমে রবীন্দ্রসংগীত**-এর মাধ্যমে। বইটি ১৫টি প্রবন্ধের সংকলন। বেশ কয়েকটি আগেই প্রকাশিত। কয়েকটি সম্প্রতি লেখা। সবগুলিকে একত্রিত করে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টাটা প্রশংসাযোগ্য। সনাতনের জীবন ঘাতপ্রতিঘাতে ভরা। সে সব সামলে যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তা অনুপ্রেরণাযোগ্য। সনাতন অবশ্য নিজে রবিগানেই সমস্ত অনুপ্রেরণা খুঁজে বেড়ান। নিরন্তর।

স্মৃতির সম্ভার

আচার্য বিনোদা ভাবে থেকে মেজর সত্য গুপ্ত, মনোহর আইচ থেকে অরুণ ভাদুড়ি, সবাই এক মলাটে হাজির। অরুণেশ্বর দাসের কল্যাণে। তাঁর অভিনব প্রবন্ধ সংকলন **মনে পড়ে**-তে। লেখাগুলি বিশিষ্টদের জীবনকাহিনী মোটেই নয়, তাঁদের সঙ্গে লেখকের সরাসরি সাক্ষাতের স্মৃতিবিশেষ। নিজের চোখে মহানায়িকা সুচিত্রা সেনকে দেখা, ভোজপুরি সিনেমায় এক্সট্রা হিসেবে কাজ...অরুণেশ্বরের কলম তরতরিয়ে এগিয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকে লিখে চলেছেন। ২০২৫ সালেও তাঁর কলমযাত্রা অব্যাহত। বাবার বদলির চাকরি ছিল। সেই সুবাদেই বর্তমানে শিলিগুড়ি নিবাসী লেখকের জীবন নানা অভিজ্ঞতায় ভরপুর। সেগুলি সার দিয়ে এই বইয়ে পাঠকদের সামনে হাজির।

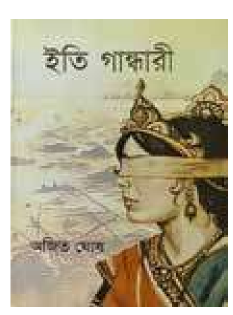

গান্ধারীর কথায়

টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে পত্রিকা কেনা। জীবনের মানে কী তা বহুদিন ধরেই খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। সেই পত্রিকাই পথ দেখাল। উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত প্রথম কবিতা পাঠক দরবারে হাজির হওয়ার পর অজিত ঘোষ জীবনের অর্থ খুঁজে পেলেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড় সখ্য। এই সূত্রেই জীবনের প্রথম পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর দীর্ঘ কবিতা লেখা। **ইতি গান্ধারী** নামে সেই কবিতাকেই কেন্দ্র করে অজিতের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। একই শিরোনামে। 'কৃষ্ণ তুষ্ট হলে জগৎ তুষ্ট/ তুমি কি তুষ্ট হয়েছ কৃষ্ণ?' গান্ধারী এভাবেই গোটা বই ধরে জীবনকে প্রশ্ন করে চলেন। নিজের দর্শনকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

জীবনসঙ্গী কি বেহিসাবি?

বাজারে যা হাল, তাতে একা রোজগার করে চলে না। সেই টাকা যদি জলের মতো কেউ খরচ করে, তাহলে কী বলবেন তাকে? যার যত আয় হোক না কেন, হিসেব কষে চলতে হবে। নইলে জীবন হয়ে উঠবে বেসামাল।

বাজেট জরুরি

মাসের শুরুতেই বাজেট করা জরুরি। তাহলে লাগামের মধ্যে খরচ থাকবে। তবে আপনার জীবনসঙ্গী যদি বাজেট করে চলতে ইতস্তত করে, বুঝবেন সে বেহিসাবি। বাজেট মেনে চলতে মনের জোর লাগে। সঙ্গে থাকতে হবে ধারাবাহিকতা। দায়িত্বহীনভাবে খরচ করার প্রবণতা পরে আর্থিক সংকট তৈরি করে।

ধারে ডুবে থাকলে

কথায় বলে, 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' ঋণ করেও ঘি খাওয়ার নিদান দিয়েছেন মহাপুরুষেরা কিন্তু খরচ যখন লাগামহীন হয়, তখন আরেকজনের কাছে হাত পাততে হয়। ধার নেওয়ার বাজে অভ্যাস হয়ে যায়। ফলাফল প্রতি মাসে যে টাকা জমানোর কথা, সেটা পাওনাদারদের পকেটে চলে যায়। আপনার সংসার তখন গুরুতর আর্থিক সংকটে পড়ে। একদিকে ধার শোধ করছেন আপনি, আরেক দিকে আরেকজন কেনাকাটা করেই যাচ্ছে, তখনই বুঝবেন, পরিস্থিতি আর হাতের নাগালের মধ্যে নেই। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে কাপল কাউন্সেলিং নিতে পারেন।

অতিরিক্ত খরচ

হুট বলতেই ছুট। হাতে যদি কোনও কাজ না থাকে, তাহলেই মার্কেটিং করা। কারণ ছাড়াই ঘনঘন কেনাকাটার অভ্যাস। দুজনের হাতখরচের জন্য বরাদ্দ টাকার বাইরে গিয়ে যদি খরচ হতে থাকে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টও ফতুর হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খরচের চিন্তায় শুরু হয়ে যাবে অশান্তি।

আর্থিক স্বচ্ছতার অভাব

বিয়ের পর দুজনের মধ্যেই আর্থিক স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন। আপনার সঙ্গে কথা না বলে যদি অন্য কারও সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করে, ক্রেডিট কার্ডের বিল লুকিয়ে রাখে, না জানিয়ে কেনাকাটা করে, তাহলেই বুঝবেন অবস্থা শোচনীয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক সুস্থ থাকলে অনেক কিছুই সামলে নেওয়া সম্ভব।

সঞ্চয়ের অভাব

জীবনে সঞ্চয়ী হওয়াটা খুব জরুরি। আমরা অনেকে সঞ্চয় করার কাজটা খুব সহজ ভেবে থাকি। আসলে কিন্তু তা নয়। হাতে টাকা থাকলেই খরচ করার ইচ্ছে হবে। যাইহোক, একজন স্বামী-স্ত্রী এবং মা-বাবা হিসেবে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা উচিত। আর্থিক দায়িত্বহীনতার একটি চিহ্ন হল যে তার কোনও সঞ্চয় নেই। তবে সুযোগ পেলেই যতটা সম্ভব সঞ্চয় করুন। যত কঠিনই হোক না কেন, সঞ্চয় করাকে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলতে পারলে আখেরে লাভ আপনারই হবে।

আপনার খরচে মাথা গলাবে

বেহিসেবি মানুষদের খরচের শেষ থাকে না। তারা নিজের হাতখরচের জন্য এর-ওর কাছে হাত পাতে। টাকা শেষ করে যদি আপনার টাকায় ভাগ বসাতে চায় তাহলে বুঝবেন সে বেহিসাবি। শুধু তা-ই নয়, আপনি কীভাবে আপনার অর্থ ব্যয় করবেন, সেটাও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। আর্থিকভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামী বা স্ত্রী আর্থিক সাবধানতা অবলম্বন করতে চায় না। এমনকি কখনও কখনও আপনি কীভাবে আপনার টাকা খরচ করছেন, সে বিষয়েও কথা শুনিয়ে দেয়। হয়তো নিজে বেশি খরচ করছেন, কিন্তু অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করছেন আপনাকে। এমন মানুষদের হাত থেকে সাবধান।

রিমুভার ছাড়াই তুলুন নেল পলিশ

সাজতে না চায় কোন নারী! হতে চায় অন্যের চোখে আকর্ষণীয়। চোখ, ঠোঁট, চুল থেকে শুরু করে নখ মনের মতো রং দিয়ে সাজান অনেকে। তবে মুখ, চোখের সাজ চট করে তুলে ফেলা গেলেও নখের রং তুলতে গিয়ে গোল বাধে বিস্তর। তখন প্রয়োজন হয় রিমুভারের। তবে রিমুভার বেশি ব্যবহার করলে নখে হলদে ছোপ পড়ে যায়। নখের স্বাস্থ্যও খারাপ হতে থাকে। চাইলে কিন্তু সহজেই ঘরে থাকা নানা উপায়ে নেল পলিশ তোলা যায়।

আপেল সিডার ভিনিগার

জল সামান্য গরম করে এতে কয়েক ফোঁটা অ্যাপেল সিডার ভিনিগার মিশিয়ে নিন। এই জলে নখ ডুবিয়ে রাখুন ২০ মিনিট।

এরপর লেবুর রস দিয়ে ভালো করে ঘষে নিন। নেল পলিশ উঠে গেলে দুই হাতে ময়েশ্চারাইজার মেখে নিন। এতে নখ ও নখের চারপাশের ত্বক ভালো থাকবে।

লেবুর রস

হালকা গরম জলে অর্ধেক পাতিলেবুর রসের সঙ্গে তরল সাবান মিশিয়ে নিন। তিন থেকে পাঁচ মিনিট এই জলে হাত ডুবিয়ে বসে থাকুন। এরপর লেবুর খোসা দিয়ে আলতো করে নখের ওপর ঘষে নিন। যত গাঢ় রংই হোক উঠে যাবে।

আলুর খোসা

শুনতে অবাক লাগলেও আলুর খোসা কিন্তু আপনার নখের রং তুলতে সাহায্য করে। সেদ্ধ আলুর খোসার সঙ্গে লেবু ও চিনির রস মিশিয়ে নখে ঘষে নিন। দেখবেন রং উঠে যাচ্ছে।

বর্ষা যখন গায়ে পায়ে

এই খটখটে রোদ তো বিকেলে আকাশজুড়ে মেঘ। আপনি বাড়ি ফেরার আগেই হয়ে যেতে পারে একপশলা বৃষ্টি। ফেরার সময় পথের সঙ্গী হতে পারে কাদাজল। এই যখন আবহাওয়ার হালচাল, তখন সব রকম পরিস্থিতির জন্যই প্রস্তুতি রাখতে হবে। পোশাক তো বটেই, জুতো-স্যান্ডেল, ব্যাগ, গয়নার মতো জিনিসপত্র বাছাইয়ের সময়ও আবহাওয়ার কথাটা মাথায় রাখতেই হবে।

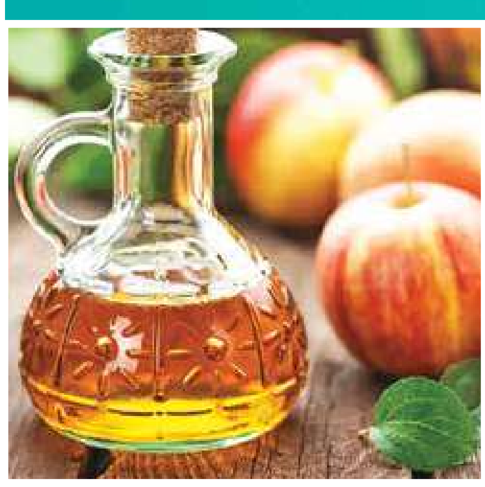

জুতো-স্যান্ডেল

ফ্লিপ ফ্লপ, স্লিপার, স্লাইড, প্ল্যাটফর্ম ক্লগসহ নানা নকশার স্যান্ডেল পরা যেতে পারে এ সময়। কাদা থেকে পা বাঁচাতে বুট জুতা, ব্যালেরিনা শু এবং স্নিকারও কার্যকর। তবে জুতা বা স্যান্ডেল বাছাইয়ের সময় খেয়াল রাখুন, পিচ্ছিল পথে পা হড়কে যাওয়ার আশঙ্কা আছে কি না। আর এ সময়ের জুতা হবে এমন, যেন প্রয়োজনে সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়। স্যান্ডেলে স্ট্র্যাপ বা বেল্ট থাকলে এঁটে থাকে ঠিকঠাক। পিচ্ছিল পথে হিল পরে হাঁটাচলা না করাই ভালো। দুর্ঘটনার শঙ্কা থাকে। নিতান্তই হিল পরতে চাইলে উঁচু হিল বাছাই করবেন না, সরু হিল তো নৈবচ নৈবচ। পানিরোধী উপকরণে তৈরি খাটো হিল পরতে পারেন। তবে চলাফেরার সময় থাকতে হবে খুবই সতর্ক। তাড়াহুড়া করা যাবে না।

বৃষ্টি-কাদার দিনে সাদা বা হালকা রঙের চেয়ে গাঢ় রঙের জুতো-স্যান্ডেলই ভালো। জুতো-স্যান্ডেলে কাদা বা বৃষ্টির ছাট লেগে গেলে প্রথমে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে পরে ভেজা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

যত্নে থাকুক পা

প্যাটেন্ট লেদার এই সময়ের জন্য দারুণ। এটি পানি শোষণ করে না। প্যাটেন্ট লেদারের জুতা টেকসই, দেখতেও ঝকঝকে। পা-ঢাকা জুতা পরলে পায়ে কাদা লাগার আশঙ্কা কম। তবে ভেজা পা ঢাকা থাকলে হতে পারে ছত্রাক সংক্রমণ। মোজা পরলে সেটিও বদলে নিতে হবে নিয়মিত।

অনেকে আবার পা-ঢাকা জুতায় স্বস্তি পান না। অনায়াসেই তাঁরা খোলামেলা, আরামদায়ক স্যান্ডেল পরতে পারেন। তবে পায়ে কাদা লেগে গেলে যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। নরম, ভেজা কাপড় দিয়ে মোছার পর কিংবা প্রয়োজনমাফিক ধোয়ার পর জুতা-স্যান্ডেল অবশ্যই ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানোর জন্য ফ্যানের বাতাস কাজে লাগাতে পারেন। এরপর শুকনো জায়গায় উঠিয়ে রাখতে হবে।

ব্যাগ যখন নিতেই হবে

রেইনকোট বা ছাতা আপনাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচালেও সঙ্গের ব্যাগ ভিজে যেতে পারে। ব্যাগের ভেতর থাকে প্রয়োজনীয় নানান জিনিস। সেগুলোকে শুকনো ও নিরাপদ রাখতে সঠিক উপকরণের ব্যাগ বেছে নিন। নাইলন বা প্লাস্টিকের মতো জলরোধী উপকরণে তৈরি ব্যাগ এ সময়ের জন্য আদর্শ। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগে স্টাইলও হবে। এ ধরনের ব্যাগের ভেতর দৃষ্টিনন্দন পাউচ রাখতে পারেন, যাতে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ভাগ ভাগ করে গোছানো থাকবে। ব্যাগের জিপার বা স্লাইডারও যাতে ওয়াটার প্রুফ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। টোট ব্যাগ, স্লিং ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক কিংবা স্যাশে বেছে নিতে পারেন। স্বচ্ছ ক্লাচব্যাগ, ফোল্ডার ক্লাচ, ক্যানভাস হ্যান্ডব্যাগ কিংবা বক্সজাতীয় ব্যাগও কিনতে পারেন। কাপড় বা পাটের মতো উপকরণের ব্যাগ কিন্তু বর্ষাকালের জন্য নয়।

গয়নাও চাই বর্ষার মতো

কাঠ, মাটি, পাট, কাপড় এবং ধাতব উপকরণের গয়না ভিজে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। জলরোধী করে তৈরি করা কোনো ধাতুর জিনিসপত্র অবশ্য আলাদা। প্লাস্টিক জাতীয় উপকরণ বর্ষার জন্য উপযোগী। উজ্জ্বল রঙের হালকা গয়না বর্ষার দিনে মানানসই। রোজকার জীবনে তো বটেই, ঘুরতে গেলেও পরতে পারেন এমন গয়না।

বৃষ্টিদিনে মাটনের ২ পদ

মাটন কাঠি রোল

যা যা লাগবে: হাড় ছাড়া খাসির মাংস ১/২ কেজি, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, গরমমশলা ১/২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চামচ, লংকাগুঁড়ো ১/২ চামচ, টকদই ৩ টেবিল চামচ, লেবুর রস ৩ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণ মতো, ডিম ১টি, রুটি ১টি, অলিভ অয়েল ১ টেবল চামচ, চাট মশলা পরিমাণ মতো, পেঁয়াজ স্লাইস করে নেওয়া, কাঁচা লংকাকুচি ২টি, ধনেপাতা কুচি পরিমাণ মতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : একটি পাত্রে প্রথমে খাসির মাংস নিয়ে তাতে একে একে আদাবাটা, রসুনবাটা, হলুদগুঁড়ো, লংকাগুঁড়ো, গরমমশলা, লেবুর রস ও টক দই মিশিয়ে মেরিনেট করে নিন। তারপর মেরিনেট করা মাটন ফ্রিজে রেখে দিন। কমপক্ষে ২ ঘন্টা ফ্রিজে রাখতে হবে। একটি প্যানে তিন টেবিল চামচ তেল গরম করে তাতে খাসির মাংস ১ মিনিট ধরে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। একটি ফ্ল্যাট প্যানে ৩ টেবিল চামচ তেল গরম করে তাতে একটি রুটি দিয়ে তার ওপর একটি ডিম ভেঙে দিন। তারপর অল্প আঁচে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে রুটি প্যান থেকে নামিয়ে তার ওপর ভাজা মাটন দিতে হবে। রুটির ওপর মাটন দিয়ে তার ওপর পেঁয়াজ স্লাইস, কাঁচালংকা কুচি, ধনেপাতা কুচি ও চাট মশলা দিতে হবে। তারপর ওই রুটি রোল করে নিলেই তৈরি মজাদার মাটন কাঠি রোল।

মাটন রোগান জোশ

যা যা লাগবে : খাসির মাংস ১ কেজি, ক্যাপসিকাম কুচি আধকাপ, তেল আদকাপ, দই ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি আধকাপ, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, শুকনো লাল লংকার গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো ২ চা চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো ১ চা চামচ, লবঙ্গ কয়েকটা, এলাচ ৪-৫টা, দারুচিনি কয়েকটা, কাঠবাদাম পেস্ট ১ চা চামচ, মাখন ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : হাঁড়িতে খাসির মাংসের সঙ্গে সব মশলা মিশিয়ে ক্যাপসিকাম কুচি ও মাখন ছাড়া মেরিনেট করে রাখুন ১ ঘণ্টা। এরপর ওভেনে কম আঁচে রাখুন দিন ১ ঘণ্টা মতো। এতে বেশি ঝোল থাকবে না। মাখা মাখা হবে আর মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। এবার একটা লোহার কড়াইতে ২ টেবিল চামচ মাখন দিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচি দিন। অল্প লাল করে ভাজুন। সঙ্গে ক্যাপসিকাম কুচি দিন। ৩ মিনিট রান্না করে এবার রান্না করা খাসির মাংস দিয়ে দিন। অল্প কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

ইদুজ্জোহায় বাজার জমজমাট। শুক্রবার হাসমি চকে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

পুরনিগমের কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত

জ্যোৎস্নাময়ী স্কুলের সীমানা প্রাচীর বিতর্ক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের হস্টেলের জমির ওপর দিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। শুক্রবার স্কুলের শিক্ষিকাদের সঙ্গে মেয়র গৌতম দেবের বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিনা অনুমতিতে স্কুলের হস্টেলের সীমানা প্রাচীর ভেঙে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে, এই অভিযোগকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার স্কুলের শিক্ষিকারা পুরনিগমের রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। যা নিয়ে শহরে হইচই পড়ে যায়। এক্ষেত্রে মূলত অভিযোগের আঙুল ওঠে জ্যোৎস্নাময়ী হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তীর দিকে। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষিকাদের সঙ্গে মেয়রের বৈঠক। পরে গৌতম বলেন, 'আপতত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছি। প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে এসেছি। ১৪ জুন শিলিগুড়ি ফিরে গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করব। সীমানা প্রাচীর তৈরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের এনওসি রয়েছে। হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ জায়গাটি প্রাইমারিকে দিয়েছিল। তবে রাস্তা তৈরির বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষের জানা নেই বলে জানিয়েছে।'

জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের পেছনদিকে, বাবুপাড়া শ্রীমা সরণির রাস্তায় বিদ্যালয়ের আলাদা ১৮ কাঠা জমির ওপর হস্টেল ছিল। বহু বছর আগে ভগ্নপ্রায় দশা হওয়ায় সেখানে তেমন কেউ যেত না। কার্যত নেশাগ্রস্তদের আস্তানা হয়ে উঠেছিল। যার জন্য হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ হস্টেলের সমস্ত ঘর ভেঙে ফেলে। হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সকালে জ্যোৎস্নাময়ী প্রাইমারি স্কুল হয়ে আসছে। প্রায় ১০ বছর আগে হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ রেজোলিউশন করে হস্টেলের ফাঁকা জায়গায় নতুন ভবন তৈরির জন্য প্রাইমারিকে মৌখিকভাবে জমিটি দিয়েছিল। কিন্তু সেই জমির কিছুটা অংশ রাস্তা তৈরির জন্য পুরনিগম না জানিয়ে নিয়ে নেওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ কাজে বাধা দেয়। হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বনানী রায় বলেন, 'রাস্তা যে তৈরি হচ্ছে, তা আমাদের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা ওয়ার্ড কাউন্সিলার ফোন করেও জানাননি। উন্নয়নের কাজে আমরা পুরনিগমকে সমস্ত সহযোগিতা করব। পুরনিগম আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে রাস্তাটি নিলে ভালো হত। মেয়র আবার বৈঠক করবেন। রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কিছুটা কম জায়গা নেওয়া হলে পরবর্তীতে প্রাইমারির ভবন তৈরিতে সুবিধা হবে।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রশান্তর অবশ্য দাবি, 'সমস্ত নিয়ম মেনেই রাস্তা তৈরির কাজ হয়েছে।'

এদিন সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপি নেতা শংকর ঘোষ। শংকরের অভিযোগ, 'এই সরকার শিক্ষার পরিপন্থী। রাস্তা সম্প্রসারণ করতে গেলে স্কুলকে জানানো উচিত ছিল। এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। পুরনিগমের একাংশ বর্তমানে নিজেদের পকেট ভরাতে ব্যস্ত।'

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে বিধায়ক শংকর ঘোষ। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

> রাস্তা সম্প্রসারণ করতে গেলে স্কুলকে জানানো উচিত ছিল। এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। পুরনিগমের একাংশ বর্তমানে নিজেদের পকেট ভরাতে ব্যস্ত।
>
> **শংকর ঘোষ** *বিধায়ক*

> কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছি। প্রাচীর তৈরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের এনওসি রয়েছে। রাস্তা তৈরির বিষয়টি স্কুল জানে না বলে জানিয়েছে।
>
> **গৌতম দেব** *মেয়র*

স্কুলে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে ইতিবাচক সাড়া

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পড়ুয়ারা

ছয় মাসেই হাতেনাতে ফল মিলল স্কুলগুলোতে। হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে অনেক স্কুলে অনুপস্থিতির হার কমেছে। আনন্দপাঠের মধ্যে দিয়ে আগ্রহ বেড়েছে পড়ুয়াদের। বিশেষ নজর দেওয়ায় অনেক প্রতিভাও বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, আলোকপাত করলেন তমালিকা দে।

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : মাঝেমাঝেই পড়া ভুলে যেত শ্যামাপ্রসাদ প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র সায়ন রায়(পরিবর্তিত নাম)। তার এই পড়া ভুলে যাওয়ার বিষয়টি চার মাস আগে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে দেখেছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জিত বসু। কীভাবে বাড়তি নজর দিয়ে এই পড়ুয়াকে খেলার ছলে পড়াশোনা করানো যায় সেদিকে নজর দেন তিনি। ছয় মাস পরে রিপোর্ট কার্ড বলছে ওই পড়ুয়ার পড়া ভুলে যাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই কমেছে। শুধু শ্যামাপ্রসাদ স্কুলেই নয়, নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলেও হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের সুফল দেখা যায়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ক্লাসের কয়েকজন পড়ুয়া ঘনঘন স্কুলে অনুপস্থিত থাকছিল। পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার হলিস্টিক কার্ডে দেখে সটান তাদের বাড়ি চলে যান প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরা। কথা বলেন অভিভাবকদের সঙ্গে। অন্যদিকে, তরাই তারাপদ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা নন্দিতা চৌধুরী তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র নীলাদ্রি সাহার পড়াশোনার পাশাপাশি যোগাসনের ওপরে যে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে তা লক্ষ করে হলিস্টিক রিপোর্ট

কার্ডে উল্লেখ করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে ছাত্রটির যোগচর্চার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। চলতি বছর প্রাথমিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণ করেছে এই ছাত্র। ছয় মাসেই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের সুফল নজরে এল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের।

পড়ুয়াদের সার্বিক বিকাশের মূল্যায়ন কেমন হচ্ছে তা দেখার জন্য শিক্ষা দপ্তরের তরফে চলতি বছর হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড চালু করা হয়েছে। পড়ুয়াদের ক্লাসে মনোযোগ কতটা, কোন খেলাধুলোয় আগ্রহ রয়েছে, উপস্থিতির হার কেমন এসব কিছুই প্রতি মাসে লেখা হয়ে থাকে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে। পাশাপাশি পড়ুয়ার বুদ্ধিমত্তার বিকাশ, আগ্রহের ক্ষেত্র, ব্যতিক্রমী দক্ষতা, বিশেষ শিখনে প্রতিবন্ধকতা, উদ্বেগের কারণ এসব কিছুও উল্লেখ থাকছে এই রিপোর্ট কার্ডে। এই কার্ড ছাত্রছাত্রীদের বিকাশে কতটা সাহায্য করবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে এই কার্ড যে ছয় মাসেই অনেকটা ভালো ফল দিয়েছে তা জানাচ্ছেন শিক্ষকরা। নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরা জানান, 'হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে আমরা স্কুলে অনুপস্থিতির হার অনেকটা কমিয়েছি। স্কুলে আনন্দপাঠের মধ্যে দিয়ে পড়ুয়াদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করছি।'

কোন পড়ুয়া ক্লাসে কতটা গুছিয়ে কথা বলতে পারছে, সঠিক উত্তর দিতে পারছে কি না, লিখতে কতটা পারছে, অন্যদের সঙ্গে সে কীরকম ব্যবহার করছে এসব কিছুই এই কার্ডে লেখা থাকে। যার ফলে একজন পড়ুয়ার কতটা বিকাশ হচ্ছে তা বুঝতে পারছি বলে জানাচ্ছেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা। শিক্ষা দপ্তরের এই উদ্যোগে খুশি হয়ে দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের অভিভাবক রজনী সাহানি বলেন, 'মেয়ের বিকাশ কতটা হচ্ছে তা আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। সেটা স্কুল দেখছে।'

প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য এই কার্ড রয়েছে। এই কার্ড যে পড়ুয়াদের সামগ্রিক মূল্যায়নে খুব সাহায্য করছে তা জানান শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়।

হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড কী

স্কুলে পড়ুয়াদের সার্বিক বিকাশ কেমন হচ্ছে তা দেখার জন্য শিক্ষা দপ্তর এই কার্ড চালু করে

এই কার্ডে লেখা থাকে ক্লাসে ওই পড়ুয়ার মনোযোগ কতটা, কোন খেলায় আগ্রহ রয়েছে

স্কুলে উপস্থিতির হার কেমন, ব্যতিক্রমী দক্ষতা, শিখনে প্রতিবন্ধকতা আছে কি না

কোন পড়ুয়া ক্লাসে কতটা গুছিয়ে কথা বলতে পারছে, সঠিক উত্তর দিতে পারছে কি না

কতটা লিখতে পারছে, অন্যদের সঙ্গে সে কীরকম ব্যবহার করছে সবই কার্ডে লেখা থাকে

আজ শহরে

■ ভবিষ্যতের ভাবনায় নদী ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনাচক্র শিলিগুড়ি বিধান রোডের একটি হোটেলে বিকেল ৩টায়। উদ্যোক্তা ন্যাফ ও এখন ডুয়ার্স। থাকবেন নদী বিশেষজ্ঞ ডঃ কল্যাণ রুদ্র।

প্রি কাউন্সেলিং মেলা

নিউজ ব্যুরো

৬ জুন : আগামী ৯ জুন দি অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রোফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস মেরিয়টের কোর্টইয়ার্ডে প্রি কাউন্সেলিং মেলা আয়োজন করতে চলেছে। ওই অনুষ্ঠানে যারা এপিএআইয়ের সদস্য ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত এরকম স্ব-অর্থায়ন ও প্রযুক্তি কলেজগুলো অংশগ্রহণ করবে। এটি দশম, দ্বাদশ কিংবা স্নাতকের পর যারা উচ্চশিক্ষার বিকল্পগুলি বিবেচনা করছে এরকম শিক্ষার্থীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে।

আগুনে পুড়ল বাইক-স্কুটার

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : আগুনে পুড়ল বাড়ি। শুক্রবার ভোরে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের এনজেপি মেন রোড সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পরিচয়পত্র থেকে বাইক, স্কুটার সবই পুড়ে যায় আগুনে। শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে অনুমান। ঘটনাস্থলে আসেন দমকল ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা। আসে পুলিশও। দমকল আগুন আয়ত্তে আনে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (নয়াদিল্লি) যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের প্রিন্সিপাল ও সিনিয়ার শিক্ষকদের নিয়ে একটি কর্মসূচি শুরু হল। এদিন রানিডাঙ্গার শিলিগুড়ি মডেল হাইস্কুলে এই কর্মসূচি হয়। দু'দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল থেকে মোট ৮৪ জন প্রিন্সিপাল ও সিনিয়ার শিক্ষকরা যোগদান করেন। এদিনের কর্মসূচিতে সিবিএসই এবং কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

স্কুলের প্রিন্সিপাল ডঃ এসএস আগরওয়াল বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৫ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এই শিক্ষকরা বাকি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন।'

পুর পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ চম্পাসারিতে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : এলাকায় মাথা তুলেছে একের পর এক আবাসন। বেড়েছে বসতি। কিন্তু শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারি ৩ নম্বর বাই লেন এলাকার পরিস্থিতি সেই তিমিরেই। এলাকার রাস্তায় পড়েনি পিচের প্রলেপ। এই পরিস্থিতিতে সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকায় রাস্তা জলকাদায় ভরে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হওয়ায় রীতিমতো সমস্যায় স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা মনজিৎ দাসের হতাশা, 'রাস্তায় পানীয় জলের ব্যবস্থাটুকুও এতবছরে করা হয়নি। নিকাশি-রাস্তার সমস্যা বছরের পর বছর থাকলেও তা দূর করার ব্যাপারে কারও কোনও উদ্যোগই নেই।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের বক্তব্য, 'এখনও আমার হাতে ১৯ মাসের মতন সময় রয়েছে। যতটা পারা যায়, ওয়ার্ডের উন্নয়নের চেষ্টা করছি। ওই এলাকারও উন্নয়নের চেষ্টা করব।'

চম্পাসারি রোড সংলগ্ন এই এলাকায় পাঁচশোরও বেশি বাসিন্দা বসবাস করেন। এলাকায় ঢুকতেই নজরে পড়বে একের পর এক আবাসন। যদিও রাস্তাজুড়েই যেন গ্রাম্য ছাপ। রাস্তায় নেই পিচের কোনও প্রলেপ। সামান্য বৃষ্টিতেই একাংশে জমে রয়েছে জল। বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করতেই একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দা অশোক সরকার। তিনি বলেন, 'সময়ের সঙ্গে এলাকার গুরুত্ব বেড়েছে। কিন্তু নাগরিক পরিষেবা সেই তিমিরেই।' তিনি যে ভুল বলেননি, তার প্রমাণ মেলে রাস্তায় জমে থাকা জল এবং দু'ধারের আগাছায়। এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস বলছিলেন, 'নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় সারাবছর নোংরা জলে পা দিয়েই আমাদের যাতায়াত করতে হয়। এভাবে আর কতদিন চলতে হবে জানা নেই।' এই পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন চাইছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের বক্তব্য, 'প্রশাসনের উচিত দ্রুত এলাকার প্রতি নজর দেওয়া। অন্যথায় ভবিষ্যতে এই এলাকায় থাকাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তায় উঠে গিয়েছে পিচের প্রলেপ।

ট্রাফিক সিগন্যালে হলুদ আলোয় বিভ্রান্তি শহরে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : এগোবেন, নাকি পিছোবেন, ভেবেই পাচ্ছিলেন না অভিষেক দাস। একে তো ভেনাস মোড়ের ট্রাফিক সিগন্যালে তখন হলুদ আলো জ্বলছে। তার ওপর আবার কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মী তাঁকে হাত দিয়ে ইশারা করছেন। সেই ইশারা দেখে আরও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন অভিষেক। ততক্ষণে তাঁর পিছনে আরও কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। হর্নের প্যাঁ-পোঁ শুরু হয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে যাকে বলে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি।

প্রথমে অভিষেক ভেবেছিলেন যে, তিনি হয়তো ট্রাফিক বিধি ভেঙেছেন, এবার জরিমানা অনিবার্য। যদিও পরে তাঁর ভুল ভাঙে। ট্রাফিক পুলিশ বলেন, 'আপনি গাড়ি নিয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন কেন? হলুদ আলো জ্বলতে-নিভতে থাকা মানে ধীরগতিতে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যান।'

শুধু অভিষেক নয়, যানজট নিয়ন্ত্রণে শহরের বিভিন্ন মোড়ে থাকা ট্রাফিক সিগন্যালে হলুদ আলো জ্বলা-নেভার অর্থ কী, সেটা বুঝতে না পেরে সমস্যায় পড়ছেন অনেকে। ট্রাফিকের ভাষায় এইরকম আলোর অর্থ 'ব্লিংকার'। আর বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছে ট্রাফিক পুলিশের ইশারা। অনেকেই ভাবছেন, তাঁরা হয়তো ট্রাফিক বিধি ভেঙেছেন, সেজন্য ইশারা করে ডাকছে ট্রাফিক পুলিশ। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ট্রাফিকের সমস্ত নিয়মকানুন পুরোপুরি না জেনেই রাস্তায় নামছে চালকদের একটা বড় অংশ? শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'আসলে শহরের মানুষ এখনও উন্নত ট্রাফিক সিস্টেম সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহল নয়। সেই কারণেই এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আমরা এব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করছি।'

শুক্রবার এব্যাপারেই কথা হচ্ছিল গাড়িচালক মহেশ বিশ্বাসের সঙ্গে। তিনি স্টেশন ফিডার রোডে থাকা ব্লিংকারে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন। তাঁর অকপট বক্তব্য, 'হঠাৎ করেই যদি হলুদ আলো জ্বলতে-নিভতে দেখি, তাহলে তো একটু হলেও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয়। তারমধ্যেই যদি ট্রাফিক পুলিশকর্মী ডাকেন তাহলে তো মনে আরও ভয় ধরে যায়।'

তিনদিনে ২ হাজার মুরগির মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ৬ জুন : গত তিনদিনে প্রায় দুই হাজার মুরগির মৃত্যু হল রায়গঞ্জের একটি পোলট্রি ফার্মে। একসঙ্গে এত সংখ্যক মুরগির মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। অনেকের মনেই প্রশ্ন, বার্ড ফ্লু নয় তো? যদিও ফার্মের মালিকের প্রাথমিক অনুমান, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে মুরগিগুলির। কিন্তু মৃত্যুর কারণ খুঁজতে মৃত মুরগির ময়নাতদন্ত করা হল না কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

রায়গঞ্জ ব্লকের বড়ুয়া অঞ্চলের কানাইপুর গ্রামে সোনালি মুরগির একটি ফার্মে গত বুধবার থেকে একের পর এক মুরগি মরতে শুরু করে। ফার্মের মালিক রাজ্য হাঁস খামারে মৃত মুরগির স্যাম্পল নিয়ে গেলে তাঁরা ময়নাতদন্তের জন্য পশু হাসপাতালে যোগাযোগ করতে বলেন। কিন্তু পশু হাসপাতালে গিয়ে ময়নাতদন্ত না করেই ফার্ম কর্তৃপক্ষ মৃত মুরগির দেহগুলি মাটিতে পুঁতে দেয় বলে অভিযোগ।

ফার্মের মালিক গৌতম বর্মন বলেন, 'আমার অনুমান, বিষক্রিয়াতেই মৃত্যু হয়েছে মুরগিগুলির। কেউ শত্রুতাবশত আমার এই ক্ষতিসাধন করে থাকতে পারে। থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ তদন্ত করলেই সব জানা যাবে। তবে বাড়তি ঝামেলা এড়াতে মৃত মুরগির ময়নাতদন্ত করাইনি।'

ফাঁড়ি ঘেরাও

ইসলামপুর, ৬ জুন : কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি আবদুল হককে গ্রেপ্তারের দাবিতে বাসিন্দারা শুক্রবার রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করেন। রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ফাঁড়ি ঘেরাও ও তার সঙ্গে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামাল দিতে ফাঁড়িতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। সুজালির একটি ইদগাহের জমি নিয়ে আবদুল বনাম এলাকাবাসীর দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলছে। পুলিশ এদিন ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়।

বিক্ষোভ

কিশনগঞ্জ, ৬ জুন : বিহারের আরারিয়া জেলার রানিগঞ্জ ব্লকের বিডিও ঋতমকুমার চৌহানকে ২০ মে সেখানকার ভিজিলেন্স দপ্তর ঘুষ নেবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখিয়া সংঘর সদস্যরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। সংঘের সভাপতি প্রিন্স ভিক্টর বলেন, 'নোংরা রাজনীতির শিকার বিডিও। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। তাঁর গ্রেপ্তারির পর, এই ব্লকের অন্য আধিকারিক ও কর্মীদের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ কাজ করছে। ফলে সাধারণ মানুষের কাজের ক্ষতি হচ্ছে।' এদিন পঞ্চায়েত সমিতির প্রমুখ আনজুম আরাকে স্মারকলিপি জমা দেন সংঘের সদস্যরা।

উদ্যোগী পুলিশ

কিশনগঞ্জ, ৬ জুন : কিশনগঞ্জ জেলায় মাদক কারবারিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পুলিশ বিশেষ অভিযানে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার সাগর কুমারের নির্দেশে মাদক কারবারিদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এজন্য মাদকের কারবারিদের একাংশের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য পুলিশ আদালতে আবেদন জানিয়েছে।

মধুর খোঁজে মৌটুসী। রিশপে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

নাবালিকা ধর্ষণে উত্তাল রাঙ্গামাটি

অভিরূপ দে

মালবাজার, ৬ জুন : নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় শুক্রবার মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের বাড়িতে গিয়ে তাঁর দেখা পাননি রাঙামাটি চা বাগানের শ্রমিকরা। ক্ষোভে মাল থানা ঘেরাও করেন তাঁরা। তুমুল বিক্ষোভে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠায় তড়িঘড়ি থানায় এসে পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী। এদিন শ্রমিক বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতা রাজেশ লাকড়া। ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগায় শ্রমিকদের মিছিলে যোগ দেন মন্ত্রীর ছেলেও।

এদিন মালবাজার থানায় এসে নাবালিকার বিচারের দাবি জানিয়ে স্লোগান দেন মহিলারা। আদিবাসী নেতা রাজেশ লাকড়া বলেন, 'পুলিশ শুধুমাত্র পকসো আইনে মামলা দায়ের করেছে। আমাদের দাবি অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট প্রয়োগ করে অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।' এই ঘটনাটিকে লঘু করে দেখার অভিযোগ তুলে থানায় দাঁড়িয়ে আইসি'র বদলির দাবি জানান তিনি। এমনকি এমন ঘটনায় মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন তিনি।

শুক্রবার সকালেই কাজ বন্ধ রেখে আদিবাসী নাবালিকার উপর অত্যাচারের ঘটনায় বিচারের দাবিতে পথে নামে চা বাগানের কয়েক হাজার মানুষ। গত ৩ জুন মাল থানার অন্তর্গত একটি চা বাগানে এক ১২ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত ওই বাগানেরই বাসিন্দা। ৪০ বছর বয়সের অভিযুক্ত সুরজ ঠাকুরীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

এদিন সকালে প্রথমে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের বাড়িতে যান বাগানের বাসিন্দারা। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ জানাতে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁরা। অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে মন্ত্রীর দেখা না পেয়ে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। মন্ত্রী দেখা না পেয়ে রাঙ্গামাটি চা বাগান থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে থানায় পৌঁছান চা বাগানের শ্রমিকরা। সেখানে পৌঁছে কড়া পুলিশি বন্দোবস্ত দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বিক্ষোভকারীরা। কমব্যাট বাহিনী নিয়ে থানায় দাঁড়িয়ে ছিলেন আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক। তাঁর সামনেই তীব্র বিক্ষোভ দেখান বাগানের বাসিন্দারা। পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় তাঁদের। পুলিশ তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করলেও তা কাজে আসেনি। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিজে মাইক্রোফোন হাতে তাঁদের শান্ত হতে অনুরোধ করেন।

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, এমন খবর পেয়ে থানায়

থানায় তুমুল বিক্ষোভ

চলে আসেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। সেখানেই রাজেশ লাকড়ার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন মন্ত্রী। দুপুর একটা পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ। মহিলারা থানা চত্বরে বসে পড়েন। তখন মাইকে নিজের বক্তব্য ও বাগানের দাবি তুলে ধরেছিলেন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতা রাজেশ লাকড়া। অভিযোগ, সেই সময় রাজেশের দিকে তেড়ে যান মন্ত্রী-পুত্র অশোক চিকবড়াইক ও তাঁর কিছু সমর্থক। তুমুল হট্টগোলের মধ্যে নিজের বক্তব্য থামিয়ে দেন রাজেশ। বেগতিক দেখে থানার আইসি'র ঘরে বৈঠক ডাকেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ। সেখানে বিক্ষোভকারী মহিলারা ছাড়াও মন্ত্রী, রাজেশ লাকড়া, আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতা তেজকুমার টোপ্পো, বাবলু মাঝি, অশোক চিকবড়াইক উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকে পুলিশের উপর চাপ দেওয়া হয় নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া ধারা প্রয়োগ করার জন্য।

বিপর্যস্তই উত্তর সিকিম

বেড়াতে গিয়ে বাঙালি পর্যটকের মৃত্যু

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ জুন : সকালে ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর মেরামতির মধ্যে দিয়ে ছন্দে ফেরার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। ফিডং-সাংকালান-চুংথাং দিয়ে ছোট গাড়ির চলাচলের আর কোনও সমস্যা নেই, জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল মংগন জেলা প্রশাসনের তরফে। কিন্তু সেই প্রশাসনকেই জানাতে হল সাংকালান-চুংথাং রাস্তা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। কারণ, ভূমিধসের জেরে সাফুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে উত্তর সিকিমের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি। ফলে কবে স্বাভাবিক হবে উত্তর সিকিম, তা নিয়ে রয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। প্রবল বর্ষণ না থাকার পরেও শুক্রবার এভাবে রাস্তা ধসে যাওয়ায় আশপাশ এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে মংগন জেলা প্রশাসনের তরফে। কেননা, কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টির জেরে অনেক রাস্তারই নীচের মাটি আলগা হয়ে গিয়েছে বলে প্রশাসনিক কর্তাদের আশঙ্কা। এদিনও যথারীতি ছাতেনে আটকে থাকা পর্যটকদের একটা অংশকে উদ্ধার করা হয়েছে

বায়ুসেনার দুটি হেলিকপ্টারে। উদ্ধার করা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাকেও।

সাময়িকভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটেছে, কিন্তু কিছুতেই রাস্তার পুনর্গঠন, মেরামতি এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া উত্তর সিকিমের গ্রামগুলিতে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতে পারছে না প্রশাসন। এর মূলেই রয়েছে একাধিক রাস্তায় ভূমিধস। গত দু'দিন ধরে কিছুটা হলেও বৃষ্টির তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি কমেছে উত্তর সিকিমে। যে কারণে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার চেষ্টা চালিয়ে ফিডং-সাংকালান-চুংথাং রুটের ক্ষতিগ্রস্ত সেতুটি মেরামতি করা হয়। মূলত সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই রুটে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেতুটি মেরামতি করা সম্ভব হলেও, নতুন বিপদ ডেকে আনে শিপগিয়ারের পাশাপাশি সাফুর রাস্তায় ভূমিধস। রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় মানুষ তো বটেই, সমস্যায় পড়তে হল সেনা জওয়ানদেরও। সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়লেন সড়ক সংলগ্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা গ্রামগুলির বাসিন্দারা। শনিবার ওই গ্রামগুলিতে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে হেলিকপ্টার ব্যবহারের চেষ্টা করা হবে বলে মংগনের জেলা শাসক অনন্ত জৈন জানিয়েছেন। অন্যদিকে, এমআই-২ এবং এমআই-৩৯ এর চেষ্টায় অবশ্য এদিন ছাতেন থেকে ৪৪ জন পর্যটক এবং ১৭ জন স্থানীয় বাসিন্দাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে যথারীতি খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ ছয় সেনাকর্মীর। আটকে থাকা বাকি পর্যটকদের শনিবার উদ্ধার করা হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

এদিকে, সিকিমে বেড়াতে গিয়ে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, পশ্চিম সিকিমের পেলিং থেকে কালুক যাওয়ার পথে হঠাৎই ডেন্টাম এলাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন কলকাতার বাসিন্দা শ্রাবন্তী দত্ত রায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ডেন্টাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টি জানতে পেরে পর্যটন দপ্তরের স্থানীয় আধিকারিকরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে আসেন। কিন্তু বাঁচানো যায়নি শ্রাবন্তীকে। স্বামী সুশীতল দত্তের সঙ্গে ক'দিন আগে সিকিম বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি।

বাংলাদেশির আত্মসমর্পণ

দিনহাটা, ৬ জুন : দিনহাটা থানায় আরেক বাংলাদেশি নাগরিক আত্মসমর্পণ করল। ওই বাংলাদেশি নাগরিকের নাম মফিজুল ইসলাম। দিনহাটা থানার আধিকারিকের কথায়, 'মফিজুলও অন্যান্যদের মতো অনুপ্রবেশ করে ভারতে ঢুকে ভিনরাজ্যে কাজ করছিল। কিন্তু পুলিশ সেখানে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতেই সে নিজের দেশে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে। বেগতিক দেখে সে এদিন দিনহাটায় থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে।' তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রোগী দেখেন

প্রথম পাতার পর

বসে রোগীকে ফুসলিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন, এমন ঘটনাও কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। এবার বিতর্কে নিউরোলজি বিভাগ। সেখানে বেশ কিছুদিন ধরে একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বহির্বিভাগ সামলাচ্ছেন। সেখানে হাতেগোনা দু'একজন সিনিয়ার রেসিডেন্ট থাকেন বটে, কিন্তু রোগী দেখে ওষুধ লেখা, কোথায় ওষুধ পাওয়া যাবে, কী কী পরীক্ষা কোথায় করতে হবে সেসব পুরোটাই মৃন্ময় পাল নামে ওই মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ করেন। সপ্তাহে দু'দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার এবং শুক্রবার সুপারস্পেশালিটি ব্লকে নিউরোলজি বহির্বিভাগ চলে। অভিযোগ, এই বিভাগের চিকিৎসকরা নিয়মিত হাসপাতালে আসেন না। বরং তাঁরা এই ধরনের মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভকে সেখানে বসিয়ে বিভাগ চালাচ্ছেন। যদিও নিউরোলজির বিভাগীয় প্রধান ডাঃ অমর মিশ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মৃন্ময় পাল নামে কেউ বহির্বিভাগে বসেন না বলে জানিয়েছেন। অভিযোগ, বিভাগের সিনিয়ার চিকিৎসকদের অনুপস্থিতিতে এই মৃন্ময় বহির্বিভাগে বসে রোগীদের প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করানোর কথা বলছেন। অপারেশনের প্রয়োজন হলে বেসরকারি হাসপাতালের কথা বলছেন। এই পরীক্ষাগুলি কোন বেসরকারি ল্যাবে করাতে হবে সেটাও নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন। এভাবেই দিনের পর দিন নিউরোলজি বিভাগ চলছে।

গ্রেপ্তারের দাবিতে সোচ্চার সোশ্যাল মিডিয়া

বিরাট-অভিযোগ নিয়ে থানায়

বেঙ্গালুরু, ৬ জুন : অ্যারেস্ট বিরাট কোহলি। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বিজয়োৎসব ঘিরে পদপিষ্টের ঘটনায় বিরাটের গ্রেপ্তারির দাবি সমাজমাধ্যমে। নেটিজেনদের যুক্তি, কোহলির ডাকে কাতারে কাতারে মানুষ জমায়েত হয়েছিল। তাঁকে ঘিরেই উন্মাদনা। ঘটনার দায় কোনওভাবে এড়াতে পারেন না তিনি। ইতিমধ্যে স্থানীয় সমাজকর্মী এইচএম ভেঙ্কটেশ বিরাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন বেঙ্গালুরুর কাবন পার্ক থানায়।

যুক্তি, ১১ জন ক্রিকেটপ্রেমীর প্রাণহানির ঘটনায় গ্রেপ্তার করা উচিত বিরাটকেও। 'অ্যারেস্টকোহলি' হ্যাশট্যাগে গতকাল থেকে যা ট্রেন্ডিং সোশ্যাল মিডিয়ায়। অভিযোগ, ছোট্ট একটা টুইটে দায় ঝেড়ে ফেলেছেন কিং কোহলি। ক্ষতিপূরণ দেওয়া দূর, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর মতো ন্যূনতম মানবিকতা দেখানোর প্রয়োজন মনে করেননি। সংক্ষিপ্ত টুইট করেই সপরিবার পাড়ি দিয়েছেন লন্ডনে!

দাবি উঠলেও বাস্তব হল, বিরাটকে স্পর্শ করা অসম্ভব। দায়িত্ব এড়ানো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, হাজারো অভিযোগ থাকতে পারে ঘটনার পরও চিন্নাস্বামীতে বিরাটদের উৎসব ঘিরে। তবে গ্রেপ্তারির দাবি বাড়াবাড়ি বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। ইতিমধ্যেই আয়োজক কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা (কেএসসিএ), রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কর্ণাটকের মুখমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করারও। তারপর স্থানীয় প্রশাসন সক্রিয়। গ্রেপ্তার হয়েছেন আরসিবি-র অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক মার্কেটিং হেড নিখিল সোসালে। শুক্রবার সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বেঙ্গালুরু পুলিশ।

বিরাট-অনুষ্কা শর্মার পারিবারিক বন্ধুও নিখিল এবং তাঁর স্ত্রী মালবিকা। ফাইনাল ম্যাচে সস্ত্রীক নিখিলকে দেখা গিয়েছিল অনুষ্কার পাশে বসে খেলা দেখতেও। তিন কর্মচারী সহ বেঙ্গালুরু ছাড়ার সময় গ্রেপ্তার হন অনুষ্ঠানের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ডিএনএ নেটওয়ার্কের সুনীল ম্যাথু। অপরদিকে, গ্রেপ্তার এড়াতে এফআইআরের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কেএসসিএ-র সভাপতি রঘুরাম ভাট সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

এদিকে, চিন্নাস্বামীর ঘটনার জেরে কড়া অবস্থান নিচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আগামী দিনে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা এড়াতে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করতে চলেছে তারা। সংগঠকদের দিকে আঙুল তুলে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার দাবি, টি২০ বিশ্বকাপের পরও মুম্বইয়ে ভিকট্রি প্যারেড হয় হুডখোলা বাসে। কিন্তু কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি। লাখো মানুষের ভিড় হলেও সবকিছু নিয়ন্ত্রণে ছিল। জয়ের কয়েকদিন পর মুম্বইয়ে ভিকট্রি প্যারেড হয়।

সেখানে আইপিএল ফাইনালের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিন্নাস্বামীতে বিজয়োৎসব করতে গিয়েই মূলত বিপত্তি। বিষয়টা মাথায় রাখা উচিত ছিল। ফ্র্যাঞ্চাইজি বা কোনও দলের এই ধরনের উৎসবে বোর্ডের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। দোষারোপের বদলে ভবিষ্যতে ঘটনার পুনরাবৃত্তি আটকানো অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করা হতে পারে।

শুক্রবার গ্রেপ্তার হয়েছেন বিরাট-অনুষ্কার ঘনিষ্ঠ নিখিল সোসালে (ছবিতে চিহ্নিত ব্যক্তি)।

ব্রাজিলে ব্রিকস সংসদীয় সম্মেলনের প্রথম দিনে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। শুক্রবার।

ডাইনি অপবাদে মার

বালুরঘাট, ৬ জুন : বাড়ির পাশে বেআইনিভাবে মদ বিক্রির প্রতিবাদ করায় এক বৃদ্ধ আদিবাসী দম্পতিকে মারধরের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে, পড়শিদের খেপিয়ে তুলে ওই হামলায় শামিল করানো হয় বলেও অভিযোগ। গুরুতর জখম ওই দম্পতিকে পরিবারের অন্যরা উদ্ধার করে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যান। শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বৃদ্ধা। বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বৃদ্ধা আনেশ মাহালি থানায় অভিযোগ করেন, 'প্রতিবেশী রানি ওরাওঁ নিজের বাড়িতে অবৈধভাবে মদের বিক্রি ও আসর বসায়। এই কারণে বাইরে থেকে কিছু লোক এসে সাইকেল, মোটর সাইকেল এমনভাবে রাখছে যে রাস্তা দিয়ে চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। আমরা এর আগেও বহুবার প্রতিবাদ করেছি। আমাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়া হত। গতকাল আমার স্বামীকে বাড়ি থেকে ডেকে বের করে মারধর শুরু করে।' আনেশের স্বামী রমেশ মাহালি বলেন, 'ওরা আমাকে মারধর করছে দেখে আমার স্ত্রী বাঁচাতে এগিয়ে আসে। ওই সময় অভিযুক্তরা আমার স্ত্রীকে ডাইন অপবাদ দিতে শুরু করে।'

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বালুরঘাট শাখার তরফে সুবীর দে বলেন, 'বর্তমানে পারিবারিক গোলমালেও এই কুসংস্কারকে হাতিয়ার করে মানুষের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। এমন ঘটনা নিন্দনীয়। পুলিশ প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ জানাই।'

রাসমেলায়

প্রথম পাতার পর

যদি আইন মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গেই মেলা পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে কেন সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল না সেই প্রশ্ন তুলেছেন শ্যামল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'পুর আধিকারিকরা আইন মেনে সব বুঝেই উত্তর দিয়েছেন।' যদিও পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার রুদেন শেরিংয়ের দাবি, স্টল বণ্টন বা রাসমেলা পরিচালনার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তাঁর কথা, 'ওইসব বিষয়ে যা জানার তা চেয়ারম্যানই জানেন। কীভাবে কী হয়েছে তা জানা নেই। তাই যা বলার চেয়ারম্যানই বলবেন।' রাসমেলায় যাঁরা দোকান দেন এমন ব্যবসায়ীদের অনেকেরই বক্তব্য, স্টেডিয়ামের ভেতরে কোন স্টল বসবে, কোথায় বসবে, কীভাবে স্টল তৈরি হবে সে সব কিছুই ঠিক করে দেন রুপু। যদিও রুপুর দাবি, সব করেন পুরকর্মীরাই। তাঁর বক্তব্য, 'কোথাও কোনও অনিয়ম হয়নি। এত কাউন্সিলার থাকতে কেন আমার নামে অভিযোগ হল বুঝতে পারছি না। পুরসভাকে বেকায়দায় ফেলতে চক্রান্ত হচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে।'

রাসমেলা নিয়ে এর আগেও অনিয়মের ভূরিভূরি অভিযোগ উঠেছে। স্টেডিয়ামের ভেতরে সার্কাস, নাগরদোলা বসানো নিয়ে বারেবারে বিতর্ক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আমলেই রাসমেলায় আইন ভেঙে মৃত্যুকূপ বসানো নিয়ে জল গড়ায় থানা পর্যন্ত। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বেআইনি উপায়ে চড়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের ঘটনাও সামনে এসেছে। তবে, এতদিন এসব নিয়ে কোথাও কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ায় রাজনৈতিক চক্রান্তের বাইরে গিয়ে আইনের প্রশ্নে তাঁরা কতটা বেকায়দায় পড়তে পারেন আপাতত সেই হিসেব কষছেন পুরসভার আধিকারিকরা।

সংঘাত তুঙ্গে

প্রথম পাতার পর

জিআরপি'র একটি দল রওনা দিয়ে আলতাগ্রাম স্টেশনে পৌঁছায়। ট্রেনটি ওই স্টেশনে পৌঁছালে তল্লাশি করতে চাইলে স্টেশন ম্যানেজার তাদের অনুমতি দেননি।

এই নিয়ে বিরোধ চলাকালীন ট্রেনের চালক, সহকারী চালক এবং ট্রেন ম্যানেজার পালিয়ে যান বলে জিআরপি কর্তাদের দাবি। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তিনি তল্লাশি করতে দেবেন না বলে স্টেশন ম্যানেজার জানিয়ে দেন। জিআরপি আধিকারিকরা তখন পুরো ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়িতে নিয়ে আসতে চান। তাতেও প্রথমে রেল অনুমতি দেয়নি বলে অভিযোগ।

এই চাপানউতোরের সময় ট্রেনটি থেকে কয়েকটি কামরা বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলে বিস্ফোরক দাবি করছেন জিআরপি কর্তারা। পরে জিআরপি ও রেলের পদস্থ আধিকারিকরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ট্রেনটিকে নিউ জলপাইগুড়িতে আনার ব্যবস্থা হয়। এজন্য নিউ জলপাইগুড়ি থেকে অন্য চালক পাঠানো হয়েছিল ট্রেনটি নিয়ে আসতে। নিউ জলপাইগুড়িতে আনার পর সিল ভেঙে ট্রেনটির পার্সেল ভ্যানে তল্লাশি করে জিআরপি।

আইনি কোপে তালা জীবিকায়

প্রথম পাতার পর

কোনও কর্তৃপক্ষ জানায় না কোথায় আছেন অসমের ধুবড়ির বাসিন্দা ইউনূসের মা। থানায় থানায় মাথা কুটলেও না। 'ডাকিলে কও না কথা, কী নিঠুর নীরবতা!'

গত ২৪ মে ইউনূসের মাকে থানায় ডেকে পাঠিয়েছিল পুলিশ। তারপর আর খোঁজ নেই। কানাঘুষোয় ইউনূস শুনছেন, মা-কে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে পুলিশ। হ্যাঁ, আক্ষরিক অর্থেই ঠেলে দিয়েছে। পাঠিয়ে দিয়েছে বলাটা ভুল। পাঠিয়ে দেওয়ার যে নিয়মনীতি আছে। ঠেলে দিলে নিয়মের বালাই থাকে না। ঠেলে দেওয়া মানুষ আইনের ভাষায় অনুপ্রবেশকারী। হিন্দিতে ঘুসপেটিয়া। শব্দটার গায়ে কেমন রাজনীতির গন্ধ। অনুপ্রবেশ আর সন্ত্রাসবাদ একই বন্ধনীতে। দুটিই যে সমান অপরাধ।

অনুপ্রবেশকারী শব্দের গায়ে আবার উগ্রপন্থার ছাপ। ধরা পড়লে জেল, জরিমানা- কড়া শাস্তি। দু'দেশেই। সহমর্মিতা কীসের! আইন ভেঙেছেন যে! ডুবসাঁতার দিয়ে ভারতে এসেছিলেন বছর ২১-এর আবু জাফর গাফারি। সোপাল বর্মন নাম নিয়ে দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে কত জায়গায় যে কাজ করেছেন। চারদিকে ধরপাকড়ের আবহে দেশে ফিরতে গিয়ে গত ২২ মে বালুরঘাটের চিঙ্গিশপুরে ধরা পড়ে গিয়েছেন। জীবিকা শেষ। জীবনও অনিশ্চিত।

আপাতত অনুপ্রবেশ আইনে জেলবন্দি। কোনও দেশ তাঁর দায়িত্ব নেবে না। অনুমতি ছাড়া অন্য দেশে বসবাস দণ্ডনীয় অপরাধ। ঠিকই। কিন্তু পেটের তাগিদ? যে তাগিদে হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া কিংবা শীতলকুচি-সিতাইয়ের লোক চলে যান হরিয়ানায়, রাজস্থানে। বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের মহম্মদ মজিদুল ইসলামরা গিয়েছিলেন একই কারণে। একদিন-দু'দিন নয়, প্রায় ১৫ বছর পঞ্জাব, হরিয়ানা, নয়ডায় কখনও ইটভাটায়, কখনও রাজমিস্ত্রির কাজ করেছেন। বিয়েথা করে সংসারী হয়েছেন। সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

কিন্তু রাষ্ট্র মানবে কেন? রাষ্ট্রীয় তিক্ততার খেসারত দিয়ে জীবিকা ছেড়ে কোচবিহারে পৌঁছে সরাসরি থানায় চলে গিয়েছিলেন ১৬ জন। সঙ্গে স্ত্রী-পুত্রকন্যা, আরও কয়েকটি পরিবার। অপরাধ কবুল করতে নয়। গ্রেপ্তার না করে দেশে ফেরানোর আর্জি নিয়ে গিয়েছিলেন থানায়। আইন ভয়ংকর। দেশে পাঠানো যাবে না। আপাতত জেলে। বাংলাদেশি জানলেই আইন হয় গারদে পুরছে, নাহয় ঠেলে দিচ্ছে ওপারে।

অনুপ্রবেশের সুযোগ নিয়ে জঙ্গিরাও যাতায়াত করে বৈকি। মৌলবাদীদের আনাগোনা আছে। এক দশক আগে ২০১৪ সালে অহিংসার পূজারি গান্ধিজির জন্মদিনে বর্ধমানের খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণে বাংলাদেশের মৌলবাদ-যোগ প্রমাণিত হয়েছিল। হালে মালদার মোথাবাড়ি কিংবা মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতির হিংসায় ওপারের সক্রিয়তা স্পষ্ট। দার্জিলিং জেলায় ব্যাংডুবি সেনাছাউনির কাছে ১৯ দিনের ব্যবধানে দুজনের গ্রেপ্তার সেই একই সন্দেহকে উসকে দিয়েছে। সর্বশেষ ধৃত বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা এসেছিল শিলিগুড়ির কাছে ফাঁসিদেওয়ায় নদী পেরিয়ে।

সেই বিপদ ঠেকাতে গিয়ে মুড়ি-মুড়কি একদর হয়ে গিয়েছে। অসমের বরপেটা জেলায় দীর্ঘদিনের বসবাসকারী ৫৯ বছরের মহিলা সোনা ভানুকে ২৭ মে জিরো পয়েন্টে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল সঙ্গে বাংলাদেশি টাকা হাতে ধরিয়ে। ওপারের সীমান্তরক্ষীরা তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক মানতে রাজি হননি। জিরো পয়েন্টে আটকে ছিলেন। দু'দেশের নিরাপত্তার জন্য বড় বিপদ হয়ে গেলেন তিনিও!

এই রাষ্ট্রীয় সংঘাতের খেসারত দিচ্ছেন জীবিকার তাগিদে অনুপ্রবেশকারীদের একাংশ। হ্যাঁ একাংশই। আরেক দল আছে বহালতবিয়তে। বাড়ি বানিয়ে, ব্যবসায় লগ্নি করে জাঁকিয়ে বসেছে। শিলিগুড়ি, কোচবিহার, মালদার মতো শহরগুলিতে অনুপ্রবেশের বদনাম ঘুচিয়ে কাউকে কাউকে নজরানা দিয়ে দলে দলে বৈধ নাগরিক হয়ে গিয়েছেন অনেকে। বিপদ তাঁদের, সীমান্ত পেরিয়ে এসে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে আছেন। হ্যাঁ, বিপদটা গরিবদেরই। শুধু ওপারের গরিবের নয়। এপারেরও।

রাষ্ট্রীয় তিক্ততায় সীমান্তের কাছে সরকারি আবাস প্রকল্পে বাধা দিচ্ছে বাংলাদেশ। শুধু কোচবিহার জেলার কুচলিবাড়িতে এক সপ্তাহে দু'বার বাধা এল। দুই দেশের শাসকদের সংঘাত, তিক্ততার ক্ষত, খেসারত বইতে হচ্ছে দু'পারের গরিবদের। নাগরিকত্ব, জীবিকা, জীবন- সবই ঘোর অনিশ্চয়তায় ঘেরা। দেশহীন, রাষ্ট্রের পরিচয়হীন লোকগুলির অবস্থা যেন 'বলো কোথায় তোমার দেশ, তোমার নেই কি চলার শেষ...।'

মায়ের সোনার চেন

প্রথম পাতার পর

প্রধাননগর থানা এলাকার অগম সিং গিরিপথনগরে মায়ের সঙ্গে থাকত মুসকান। বাবা সেনাবাহিনীর কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বাইরে থাকেন। গত মাসের ২৬ তারিখ শারীরিক অসুস্থতার কারণে মুসকানের মা নার্সিংহোমে ভর্তি হন। ৩০ তারিখ ওই মহিলা নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাড়ি ফিরে আসেন।

চলতি মাসের ৩ তারিখ ওই মহিলা আলমারির লকার খুলে দেখেন, দুটি সোনার চেন মিলিয়ে ৩৫ গ্রামের সোনার গয়না নেই। এরপরেই উধাও হয়ে যায় মুকসান। এতে কিছুটা সন্দেহ হয় মুসকানের মায়ের। পরদিন প্রধাননগর থানায় মুসকানের মা অভিযোগ দায়ের করায় তদন্তে নামে পুলিশ। জানলা-দরজা পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা বুঝতে পারেন, ওই মহিলা নার্সিংহোমে থাকাকালীন বাইরে থেকে কেউ ভেতরে ঢোকেনি। এরপর মুসকানের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে ৫ তারিখ বিকেলে শালবাড়ি বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সোনা ব্যবসায়ী উৎকর্ষের খোঁজ পায় পুলিশ। পুলিশ জানতে পারে, উৎকর্ষের সঙ্গে পরিচয় থাকায় মুসকান তাকে ওই দুটি সোনার চেন বিক্রি করেছিল। বিধান মার্কেটে সোনার দোকান রয়েছে উৎকর্ষের। এরপর উৎকর্ষের খোঁজ করে সেবক মোড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জেরায় সোনা কেনার বিষয়টা স্বীকার করে উৎকর্ষ। তার শালুগাড়ার বাড়ি থেকে সোনার চেন গলিয়ে পাওয়া ২৫ গ্রামের সোনা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে আলকারাজ

প্যারিস, ৬ জুন : চলতি শতাব্দীতে গুস্তাভো কুয়েরতেন ও রাফায়েল নাদালের টানা অন্তত দুইবার ফরাসি ওপেন জেতার কৃতিত্ব রয়েছে। সেই তালিকায় নাম লেখানোর লক্ষ্যে একধাপ এগিয়ে গেলেন স্পেনের কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। শুক্রবার পুরুষদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে ৪-৬, ৭-৬ (৭/৩), ৬-০, ২-০ গেমে ইতালির লরেঞ্জো মুসেত্তিকে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেন তিনি। ওপেন এরায় পঞ্চম কনিষ্ঠতম হিসেবে পাঁচটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছালেন ২২ বছরের আলকারাজ। চতুর্থ সেটে আলকারাজ ২-০ গেমে এগিয়ে থাকার সময় মুসেত্তি বাঁ পায়ের চোটে ম্যাচ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। জয়ের পর আলকারাজ বলেছেন, 'এভাবে ফাইনালে উঠতে কারওই ভালো লাগে না। মুসেত্তির দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।'

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নোভাক জকোভিচের বিরুদ্ধে প্রথম দুই সেট জানিক সিনার জিতে নেন ৬-৪, ৭-৫ গেমে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তৃতীয় সেটে নোভাক এগিয়ে ২-১-এ।

বিশ্বকাপে কোরিয়া-জর্ডন, উজবেকিস্তান

মাসকট, ৬ জুন : ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ভারত ছিল ৯৭ নম্বরে। আর জর্ডন দাঁড়িয়েছিল ১১০-এ। ৭ বছর পর ভারতীয় ফুটবল যখন ১২৭ নম্বরে পড়ে তখন প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলার টিকিট পাকা করে ফেলল জর্ডন। বৃহস্পতিবার রাতে এশিয়ায় যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে গ্রুপ 'বি'-তে তারা ৩-০ গোলে ওমানকে হারিয়ে বিশ্বকাপে নামার সুযোগ পেয়ে গেল। এই গ্রুপ থেকেই ইরাকের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতে দক্ষিণ কোরিয়াও বিশ্বকাপে পৌঁছে গেল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে গ্রুপ 'এ' থেকে বিশ্বকাপে যাচ্ছে উজবেকিস্তানও। আগামী বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠেয় ফুটবল বিশ্বকাপে খেলবে ৪৮টি দেশ। এখনও পর্যন্ত ১০টি দেশ যোগ্যতা অর্জন করেছে।

আলভারেজ জেতালেন আর্জেন্টিনাকে

হতশ্রী ফুটবলে ড্র কার্লোর ব্রাজিলের

বোগোটা ও স্যান্টিয়াগো, ৬ জুন : এ কোন ব্রাজিল!

ম্যাচ দেখে বোঝার উপায় নেই, এরা পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ভারতীয় সময় শুক্রবার ভোরে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের খেলায় ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে কোনওক্রমে গোলশূন্য ড্র করে মানরক্ষা করলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা।

এদিন ব্রাজিলের অবস্থা ছিল বেশ খারাপ। একটানা তিনটে সফল পাস খেলতে ব্যর্থ ভিনিরা। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত আক্রমণ ছাড়া বলার মতো কিছু করতে পারেননি তাঁরা। অবশ্য কোচ হিসেবে নিজের অভিষেক ম্যাচেই কার্লো আন্সেলোত্তি ব্রাজিলকে আমূল বদলে দেবেন, এমন আশা ব্রাজিল সমর্থকরা করেননি। বরং তাঁরা আশা করেছিলেন, অন্তত ডোরিভাল জুনিয়ার জমানার থেকে ভালো ফুটবল খেলবেন ভিনিসিয়াসরা। আদপে তার থেকেও খারাপ পারফরমেন্স এদিন দেখা গেল।

বরং ম্যাচটা ইকুয়েডর জিততে পারত। কিন্তু যোগ্য ফিনিশারের অভাবে গোল পায়নি তারা। ম্যাচের বেশিরভাগ সময় ব্রাজিলকে চেপে ধরেছিল। কোচ আন্সেলোত্তি নিজেও স্বীকার করেছেন, ইকুয়েডর ভালো ফুটবল খেলেছে। তিনি বলেছেন, 'ইকুয়েডর এদিন দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে। আমাদের আক্রমণভাগ এদিন ভালো খেলতে পারেনি। আরও উন্নতি করতে হবে ছেলেদের। আশা করছি, পরের ম্যাচে আরও উন্নতি করবে দল।' এদিন কেরিয়ারে প্রথমবার কোনও জাতীয় দলের কোচ হিসেবে ডাগআউটে বসেছিলেন আন্সেলোত্তি।

এদিকে, ব্রাজিল ড্র করলেও জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে চিলিকে।

ব্রাজিলের হয়ে কোচিং কেরিয়ারের শুরুতেই ড্র ইকুয়েডরের সঙ্গে। হতাশ কার্লো আন্সেলোত্তি।

গোলের পর উচ্ছ্বাস আর্জেন্টিনার জুলিয়ান আলভারেজের।

আগেই বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তাই এদিন মূলত তরুণদেরকেই সুযোগ দেন আলবিসিলেস্তে কোচ লিওনেল স্কালোনি। ম্যাচের ১৬ মিনিটে আর্জেন্টিনার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন হুলিয়ান আলভারেজ। বিরতির পর মাঠে নামেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। মার্চ মাসের পর তাঁকে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে দেখা গেল। এদিন আর্জেন্টিনার ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে অভিষেক হয় ১৭ বছরের ফ্রাঙ্কো মাস্টানটুনোর।

আপাতত ১৫ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আর্জেন্টিনা।

ফরাসি দুর্গ ভেঙে ফাইনালে ফুয়েন্তের স্পেন

স্টুটগার্ট, ৬ জুন : ৯ গোলে রোমাঞ্চের রাত। লামিনে ইয়ামালদের ৫ গোলের পালটা ফ্রান্সের ৪। রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনাল জিতে উয়েফা নেশনস লিগের ফাইনালে স্পেন।

ম্যাচের প্রথম এক ঘণ্টা যদি লুইস ডে লা ফুয়েন্তের হয়, শেষ ত্রিশ মিনিট নিঃসন্দেহে দিদিয়ের দেশঁর। প্রথমার্ধে মিনিট তিনেকের ব্যবধানে দুই গোল স্পেনের। দ্বিতীয়ার্ধে পরপর দুই মিনিটে আরও দুইটি। চার গোলে পিছিয়ে পড়ার পরও কিলিয়ান এমবাপে, দেজিরে দুয়েদের নাছোড় মানসিকতাই স্বপ্ন দেখিয়েছিল ফরাসি ব্রিগেডকে। শুধু প্রথমার্ধেই দুইবার স্প্যানিশ আর্মাডার নিশ্চিত পতন রোধ করেন গোলরক্ষক উনাই সিমোন। তা না হলে স্পেন ম্যাচটা জিততে পারত কি?

সাত মিনিটে প্রথম সুযোগ পান এমবাপে। তাঁর শট রুখে দেন সিমোন। ১২ মিনিটে ফ্রান্সের থিও হার্নান্ডেজের শট ক্রসবারে প্রতিহত হয়। ৩১ মিনিটে আবারও দুয়ের শট বাঁচান স্পেনের গোলরক্ষক। ততক্ষণে যদিও দুই গোলে এগিয়ে গিয়েছে স্পেন। ২২ ও ২৫ মিনিটে দুইটি গোল নিকো উইলিয়ামস এবং মিকেল মেরিনোর। ৫৪ মিনিটে নিজেরই আদায় করা পেনাল্টি থেকে লক্ষ্যভেদ ইয়ামালের। পরের মিনিটেই ফরাসি দুর্গ ভেঙে আরও একটি গোল করেন পেদ্রি। উলটোদিকে ৫৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে প্রথম গোল শোধ করেন এমবাপে। ৬৭ মিনিটে ইয়ামাল ৫-১ করলেও শেষ মিনিট পনেরোয় আক্রমণে ঝড় তোলে ফ্রান্স। ৭৯ মিনিটে রায়ান শেরকি ও সংযুক্তি সময়ে র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানির গোলের মাঝে স্পেনের ড্যানি ভিভিয়ানের আত্মঘাতী। শেষপর্যন্ত ৫-৪ গোলে ম্যাচ জিতে টানা দ্বিতীয়বার নেশনস লিগ জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল স্পেন। তবে চার গোল হজম পর্তুগালের মুখোমুখি হওয়ার আগে চিন্তায় রাখবে ফুয়েন্তেকে।

ইয়ামাল ফাইনালে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য মুখিয়ে আছেন। বলেছেন 'রোনাল্ডো কিংবদন্তি। ওঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। আমাদের কাছেও এই ম্যাচটার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এমন ম্যাচ অনুপ্রেরণা জোগায়। এই ম্যাচগুলি নিজেকে প্রমাণ করার মঞ্চ।'

মুম্বই থেকে ইংল্যান্ড যাত্রার আগে ঋষভ, শুভমান, সিরাজ, সুন্দররা।

বাগানে ঘুরছে রোহিত! মজার জবাব ঋষভের

লন্ডন, ৬ জুন : না থেকেও ভীষণভাবে তিনি আছেন।

বৃহস্পতিবারের প্রাক-সফর সাংবাদিক সম্মেলনে যার মুখোমুখি হতে হয়েছে শুভমান গিল, গৌতম গম্ভীরকে। লন্ডনগামী বিমানে ওঠার আগে বিমানবন্দরেও রেহাই নেই। এবার রোহিত শর্মাকে নিয়ে প্রশ্নবাণ ভারতীয় টেস্ট দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থকে। মজার ছলে রোহিতের বুলি আউড়েই জবাব দিলেন ঋষভ! বিমানবন্দরে ঢোকার মুখে প্রশ্ন উড়ে আসে, 'রোহিত ভাই কোথায়?' যে প্রশ্নে ঋষভের তাৎক্ষণিক উত্তর, 'বাগানে ঘুরছে!'

ভাইজাগে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের সময় জুনিয়ার সতীর্থদের উদ্দেশে রোহিত বলেছিলেন, 'কাউকে যেন না দেখি বাগানে ঘুরছে'। পরে ধ্রুব জুরেল, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, সরফরাজ খানের ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মজার ছলে লিখেছিলেন, 'বাগানে ঘুরতে থাকা ছেলের দল'। যা ভাইরাল হয়। লন্ডনগামী বিমানে ওঠার আগে রোহিতের আইকনিক বক্তব্য ফিরল ঋষভের হাত ধরে।

রোহিত-বিরাট কোহলির শূন্যস্থান পূরণের চ্যালেঞ্জও থাকবে ঋষভ সহ তরুণ ভারতীয় ব্রিগেডের জন্য। গত সফরে সিরিজ ২-২ রেখেছিল ভারত। এবার সিরিজের ভাগ্য নির্ভর করবে শুভমান গিলরা ইংলিশ কন্ডিশনে কত দ্রুত মানিয়ে নিতে পারেন, তার ওপর। এর মধ্যেই সিরিজের নাম পরিবর্তনের জল্পনা ফের সামনে আসছে।

শচীন-অ্যান্ডারসনের নামে সিরিজের ট্রফি

পতৌদির নামাঙ্কিত ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের নাম বদলের কথা শোনা গিয়েছিল আগেও। কিন্তু তারপর ঠান্ডা ঘরে চলে যায় বিষয়টি। শচীন তেন্ডুলকার নাকি চাননি পতৌদির জায়গায় তাঁর নাম থাকুক। কিন্তু নতুন তথ্য অনুসারে নাম বদলের সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা। পতৌদির বদলে শচীন-জেমস অ্যান্ডারসনের নাম জুড়ছে সিরিজে।

অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজে যেমন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি, তেমনই ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজের নতুন নামকরণ তেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসনের নামে। সূত্রের দাবি, ১১ জুন লর্ডসে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সময় যে নতুন ট্রফির উন্মোচন করা হবে ইসিবি-র তরফে। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ শুরু হবে ২০ জুন লিডসে। ইংল্যান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত সিরিজে পতৌদি ট্রফি দেওয়া হয়। ভারতে অনুষ্ঠিত যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের জন্য অ্যান্টোনি ডি মেলো (১৯৪৬-১৯৫১ পর্যন্ত বিসিসিআই সভাপতি ছিলেন) ট্রফি।

মিশন ইংল্যান্ডে নেমে শতরান লোকেশের

ভারত 'এ'-৩১৯/৭
(প্রথম দিনের শেষে)

নর্দাম্পটন, ৬ জুন : মিশন ইংল্যান্ডে পা রেখেই দাপট শুরু লোকেশ রাহুলের।

ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় 'এ' দলের ম্যাচে ওপেন করে সেঞ্চুরি হাঁকালেন। রোহিত শর্মার অবসরে ওপেনিংয়ের জায়গা ফাঁকা। যশস্বী জয়সওয়ালের ওপেনিং পার্টনার হিসেবে ধরা হচ্ছে লোকেশকে। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে ওপেন করে সাফল্য পেয়েছেন।

চলতি ইংল্যান্ড সফরে নিজের প্রথম ম্যাচে গৌতম গম্ভীরদের স্বস্তি দিয়ে রানের মধ্যেই লোকেশ (১১৬)। প্রস্তুতির জন্য এই ম্যাচটা খেলার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে আবেদন করেন। ইংল্যান্ডে আগাম

গম্ভীরদের চিন্তায় রাখছেন ওকস

চলেও আসেন। ম্যাচের প্রথম দিনেই ইংল্যান্ড লায়ন্সের হয়ে খেলা টেস্ট টিমের দুই পেসার ক্রিস ওকস, জোশ টাঙ্গকে সামলে শতরান। বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে, মেঘলা ইংলিশ কন্ডিশনে অভিজ্ঞতা ও টেকনিকের মিশেল লোকেশের ব্যাটিংয়ে। গোড়ালির চোট কাটিয়ে এই ম্যাচেই প্রত্যাবর্তন ঘটে ওকসের। প্রথম স্পেলেই যশস্বী (১৭) ও তিন নম্বরে নামা অভিমন্যু ঈশ্বরণকে (১১) আউট করেন। পরের স্পেলে জমে যাওয়া করুণ নায়ারকেও (৪০) ফিরিয়ে গম্ভীরদের পালটা বার্তা দিয়ে রাখলেন ওকস (৫০/৩)। লোকেশকে অবশ্য টলানো যায়নি।

'এ' দলের অধিনায়ক ঈশ্বরণ ফেরার (৪০/২) কিছুক্ষণ পর বৃষ্টির জন্য খেলা সাময়িক বন্ধ থাকে। এখান থেকে লোকেশ-নায়ারের ৮৬ রানের জুটি। লাঞ্চে ৭৫/২ থেকে মাঝের সেশনে ১৩৮ রান যোগ হয়। চা বিরতির পর খেলতে নেমে সেঞ্চুরি পূরণ লোকেশের। প্রথম দিনের শেষে ভারতীয় 'এ' দলের স্কোর ৮৩ ওভারে ৩১৯/৭। 'এ' দলের হয়ে চলতি সফরে টানা তৃতীয় হাফ সেঞ্চুরি করে আউট হন ধ্রুব জুরেল (৫২)। রান পেয়েছেন নীতীশ কুমার রেড্ডিও (৩৪)। দিনের শেষে ক্রিজে তনুষ কোটিয়ান (৫) ও অংশুল কম্বোজ (১)।

Cooking Essentials
GET AT ₹49 PER KG/398
মিনিকেট চাল লুজ/
স্মার্ট চয়েস বাঁশকাঠি চাল 5kg
Market Price ₹60 per kg/520
GET AT ₹98*/117/KG
মুসুরডাল প্রিমিয়াম লুজ/
মুগডাল লুজ
Market Price ₹160/180/kg
GET AT ₹149/131
স্মার্ট চয়েস সর্ষের তেল 1L/
স্মার্ট চয়েস সয়াবিন তেল 800g
MRP ₹210/190
GET AT ₹79/423
জিবা রেগুলার চয়েস
বাসমতী চাল 1kg/দাওয়াত রোজানা
গোল্ড বিরিয়ানি বাসমতী চাল 5kg
MRP ₹159/600
GET AT ₹175
নেচার ল্যান্ড অর্গানিক
সর্ষের তেল 1L
MRP ₹375
GET AT ₹225/199
গনেশ হোল হুইট আটা 5kg/
স্মার্ট চয়েস হোল হুইট আটা 5kg
MRP ₹265/283
RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies
spencers
MAGICAL HOURS 72
6TH - 8TH JUNE
72 HOURS, UNMATCHED OFFERS!
QUALITY & VALUE
spencers
Since 1863
YOU CAN TRUST
Sip and Snack
BUY ANY 3 @₹96
কোকা কোলা
সফট্ ড্রিংক্স
এর রেঞ্জ 750ml
MRP ₹40
20% OFF
টাটা টি গোল্ড 500g
MRP ₹280
BUY 2 GET 1 FREE*
চিপস্ ও নাচোস-এর রেঞ্জ
MRP ₹30 Onwards
GET AT ₹99
ম্যাগি টু-মিনিট মশলা
নুডলস 560g
MRP ₹120
25 % OFF
চকোলেট-এর রেঞ্জ
MRP ₹20 Onwards
BUY 1 GET 1 FREE*
জুস-এর রেঞ্জ
MRP ₹40 Onwards
GET AT ₹19/KG
তরমুজ কিরণ
Market Price ₹32/kg
GET AT ₹19/KG
আলু
Market Price ₹24/kg
GET AT ₹27/KG
পেঁয়াজ
Market Price ₹35/kg
GET AT ₹49/KG
হিমসাগর আম
Market Price ₹70/kg
GET AT ₹249/KG
চিকেন প্রিমিয়াম হোল স্কিন অফ্
Market Price ₹300/kg
GET AT ₹199/KG
গোটা রুই মাছ 1-2kg
Market Price ₹250/kg
GET 20% OFF
ফ্রোজেন স্ন্যাক্স-এর রেঞ্জ
GET AT ₹459/466
ডাবল টিক্ আমেরিকান আমন্ড
500g/কাজু 500g MRP ₹699/950
₹100 OFF
কেলগস্ ফ্রুট অ্যান্ড নাট মুয়েসলি 750g
MRP ₹520
GET AT ₹225
প্রভুজী স্ন্যাক্স-এর রেঞ্জ
MRP ₹300
FLAT 52% OFF
বিস্কুট-এর রেঞ্জ
MRP ₹100 Onwards
50% OFF
সাবান-এর রেঞ্জ
MRP ₹95 Onwards
₹349 ONWARDS
শ্যাম্পু-র রেঞ্জ
MRP ₹809 Onwards
50 % OFF
+ SOFT DRINKS 750ML FREE*
ডিওডোর‍্যান্ট-এর রেঞ্জ
MRP ₹225 Onwards
₹350 OFF
ডিটারজেন্ট-এর রেঞ্জ
MRP ₹850 Onwards
BUY 2 GET ₹120/100 OFF
BUY 1 GET ₹35/25 OFF
লাইজল ফ্লোর ক্লিনার লিকুইড-এর রেঞ্জ/
হার্পিক টয়লেট ক্লিনার 1L MRP ₹246/235
FLAT 50% OFF
মহারাজা এয়ার কুলার 60L
MRP ₹14499
GET AT ₹1299
বাজাজ হিরো ডিএলএক্স ব্রাউন
সিলিং ফ্যান 48 inch MRP ₹2260
FLAT 78% OFF
অ্যারিস্টোক্র্যাট ফরচুনার হার্ড স্ট্রলি 65cm
MRP ₹11250
FLAT 70% OFF
ডাবল বেডশীট-এর রেঞ্জ
MRP ₹999 Onwards
GET AT ₹999
গালা কুইক স্পিন মপ
MRP ₹1899
END OF SEASON SALE
₹1000 SHOPPING FREE* ON APPAREL PURCHASE OF ₹1000
T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions. Follow us on | Customer Care No. 1800 103 0134